লগ্ন-ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমারাধ্য গুরুদেব

পণ্ডিতাগ্রগণ্য, পণ্ডিত-বরেণ্য

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের

চরণকমলে

প্রণত শিষ্যের

ভক্তি-অর্ঘ্য

ভূমিকা

'মাস-ফল' বের হবার পর 'লগ্ন-ফলে'র জন্য অনেকের কাছ থেকেই তাগিদ্ পেয়ে আসছি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য 'লগ্ন-ফল' বের হ'তে এত দেরী হ'য়ে গেল। 'মাস-ফল' পড়বার পর যাঁরা 'লগ্ন-ফল' পেতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন, আশা করি তাঁরা আমার এই অপরিহার্য্য বিলম্বের ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। 'মাস-ফল' তাঁদের যেমন সন্তোষ বিধান ক'রেছে 'লগ্ন-ফল'ও যদি তেমনি পারে, তাহ'লেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব। ইতি—

জ্যোতিষ গবেষণা মন্দির
কালীঘাট, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল।

গ্রন্থকার

সূচী

লগ্ন-ফল

মেষ লগ্ন

যাঁর মেষ লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

মেষ লগ্নের জাতক * সরল, উদার এবং স্পষ্টবক্তা—তাঁর চেহারায় এবং কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা তেজস্বিতা ও শক্তির ভাব লক্ষিত হওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ, স্পষ্ট এবং নির্ভীকভাবে কাজ করিতে তিনি ভালবাসেন। যে কোন কর্ত্তৃত্বের কাজ বেশ যোগ্যতার সঙ্গে করবার ক্ষমতা তাঁর আছে; কিন্তু কোন নূতন মতলব বের ক'রে কাজ করতে তিনি বিশেষ পটু হবেন না। মেষের জাতকের প্রকৃতি প্রায়ই একটু বেশী মাত্রায় উদার হয়। উদারতার জন্য অনেক সময় তিনি অপব্যয়ও ক'রে থাকেন—ঝোঁকের মাথায় অপাত্রে দান করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। মেষের জাতক সাহসী এবং উৎসাহী প্রকৃতির লোক; কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে একটা উদ্দামতা আছে ব'লে তাঁর মেজাজ একটু

---

* যাঁর কোষ্ঠী দেখা হয় জ্যোতিষের ভাষায় তাঁর আখ্যা 'জাতক'। 'মেষ লগ্নের জাতক' মানে, যে ব্যক্তির মেষলগ্নে জন্ম হয়েছে।

অসহিষ্ণু বা খিট্‌খিটে হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মনে যদি ধর্ম্মভাব আসে তাহ'লে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম্মোন্মত্ততার আকার ধারণ করে। যে ধর্ম্মমতকে তিনি সত্য ব'লে মনে করেন সেই ধর্ম্মের ব্যাপারে তাঁর অত্যধিক গোঁড়ামি এবং অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। পূর্ব্বাপর প্রচলিত ধর্ম্মের চেয়ে নব প্রবর্ত্তিত অভিনব ধর্ম্মের দিকে তাঁর টান থাকা সম্ভব; ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী—কাজেই, প্রচলিত রীতিনীতি, সমাজ, অথবা ধর্ম্মের প্রকাশ্যভাবে বিপক্ষতাচরণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি কুলধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হতে পারেন; কুল-দেবতা বা কুল-গুরু ত্যাগ ক'রে অন্য দেবতার অর্চ্চনা এবং নিজের নির্ব্বাচিত গুরু গ্রহণ তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। নানা বিষয়ে তাঁর অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং কাজকর্ম্মের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট তৎপর হওয়া সত্ত্বেও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান তাঁর খুব বেশী হবে না এবং কি ক'রে লোককে স্বমতানুবর্ত্তী করা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁর সঠিক ধারণা না থাকাই সম্ভব। মেষের জাতক নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে কখনই পিছ-পাও নন। বিশেষতঃ, রাজনীতিঘটিত অথবা ধর্ম্মঘটিত ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং যুক্তিসঙ্গত হোক্ আর না-ই হোক্, তিনি নিজের মতামত অন্যলোকের উপর জোর ক'রে চাপাতে চান। মেষের জাতক আদর্শ-বাদী। সব বিষয়েই তিনি মনে মনে একটা আদর্শ খাড়া করেন, আর যে জিনিষ বা যে ব্যাপার তাঁর মতে যে রকম হওয়া উচিত, তিনি অনেক সময় সেই জিনিষ বা ব্যাপারকে বাস্তবিক তাই ব'লে মনে

করেন এবং সেই হিসাবে কাজও ক'রে থাকেন। এ বিষয়ে অনেক সময় আত্ম-প্রতারণা বা মনকে চোখ ঠার্বার ভাব থাকে।

মেষের জাতক চঞ্চল, কাজেই তিনি মাঝে মাঝে নিজের মত বদলান; কিন্তু, যতক্ষণ যেটাকে তিনি সত্য ব'লে জানেন ততক্ষণ সেটার পেছনে অখণ্ড বিশ্বাসের সঙ্গে লেগে থাকেন। হঠাৎ পরিবর্ত্তন এবং টপ্ ক'রে একটা কাজ ক'রে বসা তাঁর একটা স্বভাবের মধ্যে। তিনি পরিবর্ত্তন ভালবাসেন এবং যে কাজেই প্রবৃত্ত হ'ন তার মধ্যে যদি বৈচিত্র্য না থাকে তাহ'লে, তাতে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে থাকা তাঁর পক্ষে শক্ত।

মেষের জাতকের মনে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের একটা উচ্চাভিলাষ আছে; কিন্তু তা লাভ করবার জন্য তাঁকে অনেক বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে দস্তুর মত লড়াই করতে হয় যাতে তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সাহস প্রয়োগ করা দরকার হতে পারে। ধর্ম্ম এবং রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে অথবা বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁর খুব বেশী উৎসাহ লক্ষিত হওয়া সম্ভব এবং সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট উদ্যোগীও হয়ে থাকেন; কিন্তু ঐ সব বিষয়ে তাঁর এক একটা বিচিত্র মত বা অদ্ভুত খেয়াল থাকতে পারে। এসব বিষয়ে, নিজের মনোভাব প্রকাশের সময় তাঁর মধ্যে প্রায়ই একটা তীব্রতা বা উত্তেজনা লক্ষিত হয়—যদিও সে উত্তেজনা খড়ের আগুনের মত যেমন দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায়, খানিক পরে উত্তেজনার চিহ্নমাত্রও থাকে না।

মেষের জাতকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল। এক কর্ম্মে লেগে থাকা তাঁর প্রায়ই ঘটে ওঠে না; মধ্যে মধ্যে কর্ম্ম-পরিবর্ত্তন হবার যথেষ্ট

সম্ভাবনা। এক কাজে তিনি যদিই লেগে থাকতে পারেন, তাহ'লেও তাঁকে কর্ম্মের স্থান বহুবার পরিবর্ত্তন ক'রতে হয়। জায়গা-জমি থেকে অথবা জায়গা-জমির কাজে কিম্বা কোন গ্রাম্যশিল্প থেকে তাঁর কিছু কিছু অর্থাগম হতে পারে—তা ছাড়া, নিজের অথবা পুত্রকন্যার বিবাহ-সূত্রেও কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে। কোন শ্রমশিল্প (Industry) অথবা চাষবাসের কাজে তাঁর সুবিধা হওয়া সম্ভব। মেষের জাতক প্রায়ই বেশ প্রতিষ্ঠাশালী হয়ে থাকেন এবং তাঁর উচ্চপদ ও সম্মান লাভ প্রায়ই ঘটে। কিন্তু, উচ্চপদ পেয়ে আবার ফিরে পতন হতে পারে কিম্বা উচ্চপদ ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্য তাঁকে দস্তুরমত লড়াই করতে হয়, যদিও তিনি তাতে পিছ্-পাও হন না—কেন না, লড়াই করবার ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তি দুই-ই তাঁর বেশ আছে।

আত্মীয়-স্বজন নিয়ে মেষের জাতককে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। তাঁর ভাই-বোনের সংখ্যা খুব বেশী হয় না, হলেও, অনেক ভাই-বোন মারা যায় কিম্বা ভাই-বোনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। ছোটবেলায় বাপ-মা, ভাই-বোনের জন্য অনেক দুঃখকষ্ট আসে এবং অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। তা ছাড়া, বরাবরই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল বনে না—পারিবারিক সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই মন কষা-কষিতে পরিণত হয়।

মেষের জাতককে অনেকবার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করতে হয় কেন না, তিনি একজায়গায় বেশী দিন থাকতে ভালবাসেন না। পারিবারিক অবস্থার জন্য কিম্বা শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য কিম্বা কোন আকস্মিক বিপদের জন্যও তাঁর ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। তাঁর সমুদ্রভ্রমণেরও সুযোগ উপস্থিত হতে পারে এবং কর্ম্মোপলক্ষে অথবা তীর্থভ্রমণ কি

শিক্ষার জন্য, দূর বিদেশ-যাত্রাও অসম্ভব নয়। জন্মস্থান ছেড়ে বিদেশে বাস করা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব—বাধ্য হয়ে কোন বিদেশে নির্জ্জন-বাস করা অথবা বিদেশে নির্ব্বাসিত হবার আশঙ্কাও আছে। অনেক সময় শত্রুর ভয়ে অথবা গুপ্ত শত্রুর দ্বারা পীড়িত হয়ে তিনি স্থানান্তরিত হতে পারেন; ধর্ম্মের জন্য বা সংসার-বৈরাগ্যের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করাও তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যা-ই করুন, কোন ভাবই তাঁর মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না।

বিবাহ নিয়ে অথবা বিবাহিত জীবন নিয়ে জাতকের অনেক ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হতে পারে। অনেক সময় বিবাহে বাধা হয়। আবার অনেক সময়ে তিনি ঝোঁকের মাথায় টপ্ ক'রে বিবাহ ক'রে বসেন; তার পরে এই তাড়াতাড়ি বিবাহের জন্য অনুতাপ করতে হয়। বিবাহ নিয়ে ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি, এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে স্থায়ী বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত হতে পারে। হয়ত স্ত্রী চিররুগ্না বা বিকলাঙ্গী হতে পারেন।

মেষের জাতকের সন্তান-সংখ্যা খুব বেশী হয় না; এমন কি, তিনি একেবারে অপুত্রক হতে পারেন। সন্তান যদি হয়, তাহ'লে প্রথম সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না।

মেষের জাতক চান সব বিষয়েই অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক হতে—তা সে সাংসারিক ব্যাপারেই হোক্, বৈষয়িক ব্যাপারেই হোক্, বিজ্ঞানের ব্যাপারেই হোক্, কি রাজনৈতিক ব্যাপারেই হোক্। সাহসিক কাজের জন্য এবং দূরদেশযাত্রা অথবা জলযাত্রার জন্য তাঁর কিছু খ্যাতিলাভ হতে পারে এবং সামরিক বা পুলিশ-বিভাগের চাকরিতে কিম্বা আইনের

ব্যবসায়ে তাঁর উন্নতি হতে পারে। খনির কাজে অথবা খনি বা খনিজ পদার্থের সংশ্রবে কিম্বা রসায়নসংক্রান্ত কোন কাজেও তাঁর উন্নতি হতে পারে। বন্ধুর কাছ থেকে তিনি অনেক সময় সাহায্য পেয়ে থাকেন এবং কোন বন্ধু বা মুরুব্বীর সাহায্যে উচ্চপদ এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন। মধ্যবয়সে অথবা জীবনের শেষের দিকে সহসা তাঁর কর্ম্ম-বিপর্য্যয় হ'তে পারে। মেষের জাতকের বৈষয়িক বা সামাজিক ব্যাপারে খুব বেশী প্রতিষ্ঠা প্রায়ই হয় না, কিম্বা প্রতিষ্ঠা যদিই হয় ফিরে অবনতির আশঙ্কা থাকে। কোষ্ঠীতে যদি অসম্ভব ভাল যোগ থাকে তাহ'লেই মেষের জাতক পূর্ণ উন্নতি করতে পারেন, নতুবা তাঁর যোগ্যতার অনুপাতে উন্নতি হবার আশা একান্ত কম।

তাঁর অনেক বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া সম্ভব এবং বন্ধুগুলি প্রায়ই উদার, বদান্য এবং দয়ালু প্রকৃতির লোক হন। ধর্ম্মযাজক, আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষক, গ্রন্থকার, পুস্তকপ্রকাশক ইত্যাদির ভিতর কেউ কেউ তাঁর শত্রু হতে পারে—তবে তাঁর শত্রু যতই হোক্ কেউই খুব প্রবল হতে পারে না এবং শত্রুদ্বারা খুব গুরুতর কোন ক্ষতিও হয় না। কেবল বৈদেশিক বা বিদেশবাসী জনকতক শত্রুদ্বারা বিশেষ উৎপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরিবারের মধ্যেও দু'চার জন গুপ্ত-শত্রু থাকতে পারে। জাতকের অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ে কোন রকম বিবাদবিসম্বাদ অথবা মামলা-মোকর্দ্দমা হতে পারে এবং সেই বিবাদ-মামলায় নিজের স্ত্রী কি অন্য কোন স্ত্রীলোক জড়িত থাকা সম্ভব।

মেষের জাতকের পেটফাঁপা, অম্লশূল, পেটব্যথা, কিম্বা আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন রকম অসুখ হতে পারে। অসুখ হলে তা প্রায়ই প্রদাহের

আকার ধারণ ক'রে থাকে। তা ছাড়া, চোখে, হাতে কিম্বা পায়ে কোন রকম আঘাতও লাগতে পারে। তিনি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হতে পারেন—তাঁর মনে আত্মহত্যার ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে আসতে পারে—অথবা কোন বড় ব্যাপারে শহীদ (martyr) হবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মধ্যে থাকতে পারে। 'আত্মবিসর্জ্জন ক'রে বিখ্যাত হব'—এই রকম একটা কল্পনাও তাঁর মনে থাকা অসম্ভব নয়। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে কাজে লেগে থাকা তাঁর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সব বিষয়ে সংযম ও মিতাচার তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। লঘু আহার ও উপবাসাদির দ্বারা তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি মেষ লগ্নে জন্মেছেন তাঁদের কয়েক-জনের নাম :—

শ্রীশ্রীযীশুখৃষ্ট ; শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ; ডাক্তার শ্রীযুত কেদারনাথ দাস প্রভৃতি।

বৃষ লগ্ন

যাঁর বৃষ লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

বৃষ লগ্নের জাতক ধীর, একনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি বেশ সপ্রতিভ, গম্ভীর ও রাশভারি ধরণের লোক। প্রকৃতি ভয়ানক নাছোড়-বান্দা; নিজের মত ও পথ সহজে ছাড়তে তিনি রাজী ন'ন। কারো পরামর্শ তিনি চান না, কেউ পরামর্শ দিলে (যদি তা নিজের মতের সঙ্গে না-মেলে) গ্রাহ্যও করেন না। প্রতিবাদ তাঁর অসহ্য। তিনি নিজের মতকেই সব চেয়ে বড় এবং ভাল ব'লে মনে করেন। প্রতিঘাত দেবার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে বেশ আছে এবং অনেক সময় তিনি সখ ক'রে বিবাদ করতে চান কেবল প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায়। তিনি সহজে রাগেন না কিন্তু, তেমনি একবার রেগে উঠলে সে রাগ সহজে পড়ে না; সেই রাগের ঝাঁঝ এবং প্রতিশোধের বাসনা মনের মধ্যে অনেকদিন ধ'রে পুষে রাখেন অর্থাৎ তাঁর মেজাজ স্বভাবতঃ ঠাণ্ডা হলেও যখন রেগে ওঠেন তখন আর জ্ঞান থাকে না। তাঁর প্রকৃতিতে একগুঁয়েমি এবং গোঁড়ামি খুব বেশী মাত্রায় আছে। তাঁর ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত দৃঢ়—তিনি নীরব অথচ অপরিবর্ত্তনীয়। স্থির অধ্যবসায় এবং ধীর বিবেচনার সঙ্গে তিনি নিজের সঙ্কল্পিত কাজে অগ্রসর হন। এই সব গুণের জন্য তিনি শাসনের কাজে অথবা পরিচালনার কাজে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন এবং অন্যান্য গ্রহ বিশেষ প্রতিকূল

না-হ'লে, বেশ উচ্চপদ এবং যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকেন। এই জন্যই চাষবাস কিম্বা বাগানবাগিচার কাজ তাঁর ভাল লাগে এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান অথবা প্রাণিবিজ্ঞানের দিকে তাঁর একটা ঝোঁক থাকা সম্ভব। সবদিকে নজর রেখে ধীরে-সুস্থে কাজ করা তাঁর অভ্যাস; অতি সামান্য ব্যাপারটিও তাঁর নজর এড়ায় না; প্রত্যেক খুঁটিনাটির উপর তাঁর দৃষ্টি এত বেশী যে, এক এক সময় তা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয়।

বৃষের জাতক নিজের আরাম-বিরাম এবং সুখ-সুবিধা চান। নিজের অর্থ-সম্পত্তির বিষয়ে তিনি বেশ হিসাবী ও সাবধানী। সব রকম মান-যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে আছে। প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ঈর্ষা বেশ আছে; কিন্তু একনিষ্ঠা নেই—অর্থাৎ তিনি চান তাঁকে যে ভালবাসে সে একনিষ্ঠ থাক্, কিন্তু নিজেকে যেন একের মধ্যে বদ্ধ থাকতে না হয়। নিজের এই আত্মপরায়ণতার জন্য তাঁকে আজীবন বিবাদ-বিসম্বাদের ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি বুঝতে পারেন না যে সে-সব বিবাদ-বিসম্বাদের মূল তিনি নিজেই। বৃষের জাতকের মধ্যে ভোগের ইচ্ছা এবং কর্ম্মপরায়ণতা—এই দুটো ভাবই পাশাপাশি আছে। যখন যে ভাবটা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায় তখনই সেটা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হয়ে ওঠে। কাজেই, অতিরিক্ত পরিশ্রম কিম্বা বেশী ব্যসনাসক্তির ফলে কোন রকম গুপ্তব্যাধি দেহে আশ্রয় নিতে পারে। বৃষের জাতক চেষ্টা করলে কতকটা ধনবান্ হতে পারেন। কিন্তু মামলা-মোকদ্দমায় অথবা কর্ম্মহীন জীবন কাটানোর জন্য, পুত্রকন্যার বিবাহের জন্য, কি বিবাহের পর কোন

অবৈধ প্রেমের জন্য, তাঁর কতক অর্থ ও সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। হঠাৎ কিছু কিছু অর্থলাভ হওয়াও তাঁর অসম্ভব নয়। কোন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহায্যে কি কোন আত্মীয়ের নিকট থেকে অথবা কোন প্রেমের ব্যাপার থেকে, তাঁর অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হতে পারে। বৃষের জাতকের পিতামাতা প্রায়ই সদ্বংশ-সম্ভূত হন—বিশেষ ক'রে তাঁর পিতার নিজের সমাজের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা থাকে। ভাই-বোন অথবা জ্ঞাতির জন্য তাঁকে কষ্ট পেতে হয়, ভাই-বোনের শোক পাওয়াও অসম্ভব নয় অথবা, এ-ও হতে পারে যে, ভাই-বোনের বা জ্ঞাতির জন্য কি তাঁদের দিক্ থেকে কোন রকম অপমান অথবা মানহানিকর ব্যাপার উপস্থিত হতে পারে। ফাটকার (speculation) কাজে অথবা সন্তানাদির দ্বারা জাতকের লাভ হওয়া সম্ভব; কিন্তু, বিবাদ-বিসম্বাদ অথবা মামলা-মোকদ্দমায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

বৃষের জাতকের সন্তান সম্বন্ধে একটা বিশেষ চিন্তা থাকে। প্রথম সন্তান পুত্র হ'লে প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না; কন্যা হলে, তার বিবাহের জন্য চিন্তা বা বৈধব্যের জন্য দুঃখভোগ করতে হয় এবং অন্য সন্তানের মধ্যে দু'চারটি নষ্ট হয়ে যায়। তাহ'লেও, অন্যান্য পুত্রের তরফ থেকে তাঁর বেশ আনন্দ এবং যথেষ্ট আর্থিক লাভও হতে পারে—পুত্রেরা বেশ কৃতী হওয়া সম্ভব এবং তারা বিজ্ঞান, শিল্প ও কলাবিদ্যায় কমবেশী পারদর্শী হয়ে থাকে। পুত্রদের পরস্পরের মধ্যে সময়ে সময়ে মতান্তর অথবা অবনিবনাও হতে পারে এবং তার জন্য জাতককে কিছু ঝঞ্ঝাটও পোহাতে হয়। পুত্রকন্যার বিবাহ ব্যাপারে নানা রকম গোলযোগ বা অশান্তি উৎপন্ন হতে পারে।

বৃষ লগ্ন

সাংসারিক হিসাবে, মোটের উপর, বৃষের জাতকের জীবন বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যায়; কিন্তু তাঁর অস্থান-প্রযুক্ত কলহ-প্রবণতা কি অপরের কাজে বাধা দেওয়ার অযথা চেষ্টার জন্য, অনেক সময় তাঁকে কষ্ট পেতে হয়; তা ছাড়া, তাঁর অপরিবর্ত্তনীয় মত এবং একগুঁয়েমির জন্যও তাঁকে মাঝে মাঝে ভুগতে হয়। তাঁর বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় না—হয় স্ত্রী বাঁচে না না-হয় স্ত্রীর সঙ্গে বনে না।

বৃষের জাতকের স্বাস্থ্য মজবুত হলেও অপরিমিতাচার অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। লিভার, প্লীহা প্রভৃতির বৈকল্য, মূত্রাশয় (kidney), মূত্রাধার (bladder) অথবা জননেন্দ্রিয়ের রোগ সম্বন্ধে তাঁর সতর্ক থাকা উচিত। পাথুরী (gravels), বহুমূত্র ইত্যাদি রোগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে আছে এবং গলার কোন রোগ—যেমন Tonslitis, Pharyngitis প্রভৃতি, কি চোখের বা কানের কোন রকম ব্যাধিও হতে পারে। হৃদ্‌রোগ এবং বাত সম্বন্ধেও জাতকের সতর্ক থাকা উচিত।

জাতকের পদমর্য্যাদা কি ধনসম্পত্তি প্রথম বয়সে তত নিশ্চিত থাকে না; প্রৌঢ় বয়সে অন্যের সংশ্রবে কিম্বা শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দ্বারা অথবা কোন উচ্চ প্রোফেশনে, কিম্বা বিদ্যাজীবির বৃত্তি (যেমন শিক্ষকতা, গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি) কিম্বা উচ্চ রাজকার্য্যের দ্বারা জাতক বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন।

বৃষের জাতকের অনেক বন্ধু হয় এবং তাঁর দু'চার জন বিশেষ উচ্চপদস্থ বন্ধুও থাকে। কোন গোপনীয় ব্যাপারে তিনি অনেক বন্ধুলাভ ক'রে থাকেন এবং কোন বন্ধুর দ্বারা গোপনীয় কোন ব্যাপারে তিনি সাহায্য

পেতে পারেন। বন্ধুর কাছ থেকে কিছু অর্থ বা সম্পত্তি পাওয়াও অসম্ভব নয়। বন্ধুর কোন গোপনীয় কাজ ক'রেও তাঁর অর্থাগম বা লাভ হতে পারে। কিন্তু, তেমনি আবার কোন কোন বন্ধু তাঁকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্তও করতে পারে। বন্ধুর অথবা জামাতার জন্য তাঁর মিথ্যা অপবাদ হতে পারে এবং বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ গুপ্তশত্রু হয়ে উঠে জাতকের মিথ্যা অখ্যাতির স্থষ্টি করতে অথবা অন্য কোন রকমে অপদস্থ করবার চেষ্টা করতে পারে। জাতকের প্রকাশ্য শত্রুও অনেক থাকা সম্ভব, যারা গুরুতর অপবাদ দিয়ে জাতককে অপদস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন করবার চেষ্টা করতে পারে। এই শত্রুদের মধ্যে অনেকেই বেশ ক্ষমতাশালী লোক হওয়া সম্ভব এবং তাদের জন্য জাতকের জীবনে অনেক অশান্তি আসা বিচিত্র নয়—এমন কি এই রকম কোন প্রকাশ্য শত্রুর জন্য জাতকের কর্ম্মবৈকল্য বা কর্ম্মহানি এবং সম্মান ও প্রতিষ্ঠা হানি হ'তে পারে। কিন্তু জাতক শেষে তাঁর অদম্য পুরুষকারের দ্বারা নিজের হৃত সম্মান ও প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধার ক'রে থাকেন। জাতকের স্ত্রী যে কোন কারণেই হোক, নির্জ্জনবাসে জীবন কাটাতে কিম্বা ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করতে উদ্যত হতে পারেন। বৃষের জাতকের দীর্ঘজীবী হবার সম্ভাবনা খুব বেশী, যদিও নানা রকম বিপদ-আপদ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়। জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর বেশ লক্ষ্য আছে এবং তিনি জানেন কি-ক'রে সমস্ত দেহমন দিয়ে উপভোগ করতে হয়। আহারাদির খুঁটিনাটির দিকে তিনি বেশ নজর রেখে থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ খাদ্যের উপকারিতা-অপকারিতা সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে। খাদ্যসম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি বিশেষ বাছ-বিচার থাকা সম্ভব।

বৃষ লগ্ন

সাংসারিক জীবন স্বচ্ছন্দ হ'লেও, বৃষের জাতকের মৃত্যু হওয়া সম্ভব তীর্থে, বিদেশে, সমুদ্রে অথবা জলের উপর। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিয়ম, অত্যাচার, অতিভোজন বা উপবাস, ইন্দ্রিয়-সংযমের অভাব, বা খুব বেশী কঠোরতা, জাতকের জীবনীশক্তি হ্রাস করতে পারে। স্বাস্থ্যের জন্য জাতকের পর্য্যাপ্ত আহার এবং উপযুক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি বৃষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম :—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

মিথুন লগ্ন

যাঁর মিথুন লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

মিথুনের জাতক শিষ্ট, দয়াপ্রবণ, নমনীয় অথচ 'খারা' প্রকৃতির লোক। সাধারণতঃ পরোপকারের দিকে ঝোঁক; কিন্তু অতি সামান্য কারণেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন, যদিও তাঁকে ঠাণ্ডা করা বেশী শক্ত হয় না। এক এক সময় ভয়ানক খিট্‌খিটে হয়ে পড়েন বা রেগে ওঠেন, খানিক পরেই আবার অনুতাপ করেন। মিথুনের জাতকের ধীশক্তি সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয়ে থাকে এবং শিল্প, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা সম্ভব। আইনের সকল ব্যাপারে তাঁর বেশ বুদ্ধি খেলে এবং ব্যবসা বাণিজ্য বা বিষয়-কর্ম্মের ব্যাপারগুলিও তিনি সহজেই বুঝতে পারেন। কাজেই, তাঁর নানা-বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা সম্ভব। তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনীশক্তি ও চিন্তায় মৌলিকতাও কতকটা দেখা যায়। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক পেলে, সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞানের অনুশীলন ক'রে তিনি খ্যাতিলাভ করতে পারেন। নিজের কোন হৃদ্য বিষয় নিয়ে যখন কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন তিনি বেশ বলতে-কইতে মজবুত; নইলে, নিজের ভিতরেই গুটিয়ে থাকতে চান এবং হঠাৎ কিছু বলতে বা কোন কাজ করতে অনুরুদ্ধ হ'লে একটু থতমত খান। মিথুনের জাতক কর্ত্তৃত্ব করতে ভালবাসেন; কিন্তু সে কর্ত্তৃত্বের মধ্যে গর্ব্ব বা যথেচ্ছাচারের লেশ থাকে না এবং যদিও তাঁর মধ্যে

দৃঢ়তা আছে তা এমন সমঞ্জস্য যে লোকে অনেক সময় তাঁকে দুর্ব্বল কি অব্যবস্থিত-চিত্ত মনে করতে পারে।

মিথুনের জাতকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল। অনেক সময় স্ত্রীলোক অথবা পারিবারিক ব্যাপারের দ্বারা তাঁর অর্থভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়—তা সে ভালর দিকেই হোক্ আর মন্দের দিকেই হোক্। তিনি জীবনে দারিদ্র্য এবং সচ্ছলতা দুইই ভোগ ক'রে থাকেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে কোন গুপ্তরহস্য থাকতে পারে অথবা তাঁর দুটি স্বতন্ত্র পারিবারিক বন্ধন থাকতে পারে। তাঁর দুই মাতা হওয়া সম্ভব অর্থাৎ পিতার দুই বিবাহ হ'তে পারে কিম্বা অন্যের দ্বারা পালিত বা গৃহীত হয়ে তাঁকে মাতৃসম্বোধন করতে পারেন। তাঁর পালক অথবা পোষক-পিতা থাকাও অসম্ভব নয়। তাঁর পরিবারের মধ্যে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ থাকতে পারে; পারিবারিক ব্যাপারের জন্য ও ভূসম্পত্তির জন্য তাঁকে আজীবন চিন্তা করতে হয়। এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতার বেশ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি হওয়া সম্ভব; কিন্তু, তৎসত্ত্বেও দুজনের মতের মিল প্রায়ই হয় না। জাতকের আত্মীয়-স্বজনের অধিকাংশই প্রায় বেশ পদস্থ ও স্বচ্ছল অবস্থার লোক; এবং ভ্রাতাদের মধ্যে কেউ না-কেউ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হ'তে পারেন বা অন্য কোন রকম উচ্চপদ বা সম্মান পেতে পারেন। জাতক নিজেই অনেক সময় নিজের দুর্ভাগ্য বা অবনতি টেনে নিয়ে আসেন। সন্তানের জন্য কি দ্বারা, ফাটকার (speculation) কাজে, কোন স্ত্রীলোকের জন্য কি কোন প্রণয়-ব্যাপার নিয়ে, তাঁর নানারকম ঝঞ্ঝাট, অপবাদ, ক্ষতি ও অর্থনাশ হ'তে পারে। মিথুনের জাতকের ভ্রাতাভগ্নীর সংখ্যা অথবা সন্তান সংখ্যা খুব বেশী হয় না। ভ্রাতা-ভগ্নী ও সন্তানদের মধ্যে প্রায়

সকলেরই শিল্প বা কলাবিদ্যার দিকে কমবেশী ঝোঁক থাকে। সন্তানের জন্য তাঁকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়—সন্তানের দ্বারা প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণও অসম্ভব নয়।

মিথুনের জাতকের প্রায়ই দুই বিবাহ হয় অথবা একসঙ্গে দুটো প্রেমের ব্যাপার চলে, তার মধ্যে একটা প্রায়ই বিদেশে কি খুব দূরদেশে হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের দ্বারা বা স্ত্রীলোকের জন্য তাঁর নানারকম বিপদ-আপদ, অশান্তি ও উদ্বেগ উপস্থিত হয়। তা ছাড়া, কোন গুপ্ত-প্রেমের ব্যাপারে বা স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যও অনেক কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

জাতকের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয় না। অর্শ, ভগন্দর, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাশয় ও জননেন্দ্রিয়ের রোগের প্রবণতা জাতকের মধ্যে আছে—তা ছাড়া শরীরে বিষ-প্রবেশ, স্নায়ুমণ্ডলার পীড়া (Nervous ailments) এবং ফুসফুসের দুর্ব্বলতা থাকাও সম্ভব। কোন রকম অস্ত্রাঘাত বা ঘোড়া থেকে অথবা কোন উচ্চস্থান থেকে পতনেরও আশঙ্কা আছে—চতুষ্পদ পশু হ'তে কোন রকম দুর্ঘটনাও অসম্ভব নয়। মিথুনের নানারকম দুর্ঘটনা হয় বটে ; কিন্তু, প্রত্যেক বারেই যেন একটা অদৃশ্য দৈবশক্তি তাঁকে রক্ষা করে। জাতকের দুর্ঘটনা দ্বারা কোনরূপ অঙ্গহানি হবার ভয় আছে অথবা জাতক হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারেন, অথবা জাতকের এমন কোন অযথা অঙ্গবৃদ্ধি (superfluous growth) হ'তে পারে যা অস্ত্রোপচারের দ্বারা দূর করা দরকার। মিথুনের জাতকের মৃত্যু প্রায়ই বিদেশে হয়ে থাকে ; কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা রাজা তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'তে পারেন। মৃত্যু যখন স্বাভাবিক হয় তখন তা কার্য্যোপলক্ষে

ভ্রমণের সময় ঠাণ্ডা লেগে হ'তে পারে। পশু বা জলও তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'তে পারে।

জাতকের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ হওয়া উচিত—যদি না তিনি নিজের দোষে সমস্ত উন্নতির পথ রোধ করেন। জাতকের প্রায়ই একসঙ্গে দু'রকমের কাজ চলে। জাতকের ভূসম্পত্তি থেকে আয় হওয়া সম্ভব এবং প্রায়ই উত্তরাধিকার-সূত্রে কি উইলের দ্বারা ভূসম্পত্তি লাভ হয়। স্ত্রীর বা অংশীর দ্বারা অথবা স্ত্রীর সংশ্রবে, তাঁর কর্ম্মোন্নতি হওয়া সম্ভব। কিন্তু লিমিটেড কোম্পানী, 'এসোসিয়েশন' ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট হ'লে, মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। পদলাভের পক্ষে এবং কর্ম্মের পথে তাঁকে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় এবং অনেক সময় ধর্ম্ম যাজক (আচার্য্য, গুরু, পুরোহিত ইত্যাদি শ্রেণীর লোক), অথবা আইন-ব্যবসায়ী (উকিল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী প্রভৃতি) দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও পদবৃদ্ধির পক্ষে বাধা হয়। নিজে ইতস্ততঃ করার জন্য অথবা গুপ্তশত্রুর দ্বারাও তাঁর কর্ম্মহানি হ'তে পারে।

জাতকের বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক হয়; কিন্তু তারা প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ, উদ্বেগ ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বন্ধুগণ প্রায়ই উগ্রভাবাপন্ন ও গর্ব্বিত লোক হয়ে থাকে। জাতকের গুপ্তশত্রুর সংখ্যা অনেক হয় এবং বিদেশে তাঁর প্রকাশ্য শত্রুও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকাশ্য শত্রু ও প্রতিযোগী দ্বারা অথবা শত্রুতা ও প্রতিযোগিতার ফলেই অনেক সময় তাঁর ভাগ্যোন্নতি হয়ে থাকে।

প্রোফেশন বা পেশা-জীবি (উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, এটর্ণী, দালাল প্রভৃতি) মহলে তাঁর বেশ খাতির থাকে যদিও, সময়ে সময়ে

তাঁদের জন্য জাতককে উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। জাতকের শত্রু খুব সহজেই পরাভূত হয়। যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি মিথুন লগ্নে জন্মেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম ঃ—৺হরনাথ ঠাকুর, শ্রীযুত কেশোরাম পোদ্দার, ৺অমৃতলাল বসু, ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু।

কর্কট লগ্ন

যাঁর কর্কট লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

কর্কটের জাতকের প্রকৃতি সমুদ্রের মতনই পরিবর্ত্তনশীল। তাঁর ভাব বোঝা কঠিন ব্যাপার—এই মনে হয় তিনি সন্দিগ্ধচেতা, সাবধানী ও হিসাবী লোক; আবার পরক্ষণেই দেখা যায় তিনি বে-পরোয়া, বে-হিসাবী,—আমোদ-আহ্লাদ, রোমান্স, নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন। একসময় মনে হয় সদানন্দ ও শান্ত-প্রকৃতি, আর-একসময় খিট্‌খিটে, চপল ও অধীর—একসময় তিনি বে-মিশুক, নির্জ্জনতা-প্রিয়; আবার অন্যসময় সামাজিক, সদালাপী। মোট কথা, কর্কটের জাতক এত পরিবর্ত্তন-প্রিয়, নূতনত্বের দিকে তাঁর এত ঝোঁক, যে তাঁকে বুঝে উঠা শক্ত। কর্কটের জাতক কল্পনা প্রবণ ও অদ্ভুত-খেয়ালী এবং তিনি অদ্ভুত দৃশ্য ও ঘটনা খুব ভালবাসেন। 'যখন যার কাছে তখন তার মতন' এটা তাঁর একটা প্রধান লক্ষণ, অন্য লোকের ভাবে চট ক'রে নিজেকে অনুপ্রাণিত করবার শক্তি তাঁর অসাধারণ। এই জন্য যে-কোন হুজুগে তিনি সহজে মেতে উঠতে পারেন এবং অনেক সময় তাঁর মধ্যেও নবেলিয়ানা (নাটুকেপণা) ভাব দেখা যায়। অন্যলোকের কথা শুনে বা অন্যলোকের বই পড়ে তা থেকে একটা ভাব নিয়ে নিজেকে মস্ত বড় স্বার্থত্যাগী বীর বা শহীদ্ ব'লে মনে করা এবং তার জন্য গর্ব্ব অনুভব করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁর নাটকীয় বোধও খুব প্রবল এবং এ বিষয়ে যদিও মাঝে মাঝে

তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন তাহ'লেও, অধিকাংশ স্থলেই পরের অনুকরণ ক'রে থাকেন এবং অনেক সময় পরের ভাব নিয়ে নিজের ব'লে পরিচয় দিতে পারেন। পুরাণো জিনিষকে একটু বদ্‌লে-সদ্‌লে ঠিক ক'রে নিতে কর্কটের জাতক খুব পটু। নূতনের দিকে আকর্ষণ তাঁর অত্যন্ত বেশী ; প্রত্যেকবার নূতনের পিছনে ছোটবার পর যদিও তাঁর ভুল ভাঙে তাহ'লেও তিনি ফের নূতন দৃশ্য, নূতন বন্ধন, খুঁজতে যান ; কেন না, সঙ্গ ও স্নেহের আদান-প্রদান (তা সে সাময়িক হ'লেও ক্ষতি নেই) তাঁর একান্ত দরকার।

কর্কটের প্রকৃতি বহুমুখীন। কাজেই, জাতকের নানাবিষয়ে দক্ষতা ও পারদর্শিতা থাকে এবং যে কোন সমাজে বা যে কোন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার শক্তি তাঁর অসাধারণ। সাধারণের কাজে সংশ্লিষ্ট হবার এবং সাধারণের সম্মুখে আসবার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে প্রবল। সাধারণ সম্পর্কীয় কাজে তিনি যথেষ্ট পটুত্বেরও পরিচয় দিতে পারেন। তা ছাড়া, দরদস্তর করা ও কোন বিষয়ের রফা করা সম্বন্ধেও তাঁর বেশ দক্ষতা আছে। কর্কটের জাতক উচ্চপদ, মানসম্ভ্রম ও যশের কাঙাল এবং তিনি কিছু নামও পান , কিন্তু সে নামকে সব সময়ে সুনাম বলা চলে না।

কর্কটের জাতক অবস্থা বুঝে, সাহসীও হন ভীরুও হন। সাধারণতঃ, শারীরিক বিপদ আপদ সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা ভয় থাকে, কিন্তু মানসিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অনেক সময় যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় !

কর্কটের জাতকের ভাগ্যও তাঁর প্রকৃতির মতই পরিবর্ত্তনশীল। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" এ কথা কর্কটের পক্ষে যেমন

থাটে এমন আর কারও নয়। তাঁকে অনেক উত্থান-পতন, অনেক উন্নতি-অবনতির মধ্য দিয়ে চলতে হয়। অর্থ উপার্জ্জন খুব সহজে হয় না এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অনেক সময় ফাটকার (Speculation) দ্বারা, 'সন্তানের জন্য, অথবা সন্তান-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারের দ্বারা, নিজের বিলাসব্যসনের জন্য অথবা রাজা, বা সমাজের বিরুদ্ধাচরণের জন্য নষ্ট হ'তে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পেলেও, তা পেতে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয় কিম্বা তা অনেক বিলম্বে আসে। যদিও এই সব কারণে জাতককে উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করতে হয় তাহ'লেও, তাঁর জীবনের শেষভাগ স্বচ্ছল ও সফলতামণ্ডিত হওয়া সম্ভব। ভ্রাতা-ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজন নিয়ে জাতককে অনেক ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি ভোগ করতে হয়—ভ্রাতা-ভগ্নীর শোক পাওয়া খুব সম্ভব। আত্মীয়-স্বজনের দিক থেকে অনেক সময় বিশেষ শত্রুতা হয় এবং সেই শত্রুতার দরুণ নানারকম ঝঞ্ঝাট, অশান্তি, অপবাদ, বা ক্ষতি হ'তে পারে। সন্তানের দিক থেকেও তাঁর কিছু দুঃখ পাওয়া সম্ভব এবং পুত্রকন্যার জন্য জীবনে অনেক অশান্তি আসে। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অনেক সময় সামরিক কি রাসায়নিক কোন কার্য্যে অথবা শাসনবিভাগের কি জমীদারি পরিচালনার কোন কার্য্যে কৃতকার্য্য হ'ন এবং সে জন্য খ্যাতিও পেয়ে থাকেন। অনেক সময়, শেষ বয়সে তাঁর পুত্রকন্যার বিশেষ উন্নতি হয়ে থাকে এবং তা-থেকে সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সচ্ছলতা আসে।

কর্কটের গুপ্ত এবং প্রকাশ্য নানারকম বিপদ্ আপদ্ হয়; কিন্তু একটা অদৃশ্য দৈবশক্তি যেন তাঁকে সব বিপদ্ থেকে উদ্ধার করে। বিবাহ বিষয়ে তাঁর বড় বেশী সুখ হয় না; তাঁর বিবাহিত জীবন প্রায়ই সুখহীন হয়।

স্ত্রী অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠোর অসামাজিক অথবা নিষ্ঠুর হতে পারেন অথবা স্ত্রীর জন্য নানারকম প্রকাশ্য বিপদ হতে পারে। তাঁর স্ত্রীর প্রকৃতি তাঁর নিজের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে। তিনি নিজে কল্পনাপ্রিয় কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাস্তবতাপ্রিয় হওয়ার খুব সম্ভাবনা। বিবাহে যদিই কোন সম্পত্তিলাভ (উত্তরাধিকার সূত্রে) হয়, তাহলে সে সম্পত্তি পাবার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক মামলা-মোকদ্দমা করতে হয়। কর্কটের জাতককে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয় এবং অনেক দূরদেশে যেতে হয় ;এবং ভ্রমণের দ্বারা তাঁর কৃতকার্য্যতা ও খ্যাতি লাভ অসম্ভব নয়। কর্ম্মোপলক্ষে তাঁর অনেক সময় ভ্রমণ হওয়া সম্ভব এবং অনেক সময় কোন দুর্গম দেশে, ধর্ম্মোপলক্ষে বাস করতে হয়। উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির জন্য জাতক খ্যাতিলাভ করতে পারেন কিন্তু তাঁর খ্যাতি অনেক সময় প্রবল শত্রুর সৃষ্টি করে। পারিবারিক ব্যাপারে অসুখের খুব কারণ না-থাকলেও বিশেষ সুখ হয় না এবং স্ত্রীলোকের শত্রুতার জন্য অনেক সময় পারিবারিক সুখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। শেষ বয়সে পরিবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। বিদেশে তাঁর নানারকম বিপদের আশঙ্কা হতে পারে, যেমন বন্ধন, গুপ্তশত্রুর ভয়, গুপ্ত-আক্রমণের ভয় ইত্যাদি ; কিন্তু বাস্তবিক বিশেষ কোন গুরুতর বিপদ ঘটে না। জাতককে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয় দস্তুর মত যুদ্ধ ক'রে কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকে এবং তাঁর নানারকম অখ্যাতি হওয়া অসম্ভব নয়। জাতক নিজের চেষ্টায় এবং সৎসাহসের দ্বারা কৃতকার্য্যতা লাভ ক'রে থাকেন ; কিন্তু ছত্রিশ বছর বয়সের আগে বড় একটা কিছু হয় না। তারপর, তিনি কতকটা প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

বন্ধুদের দ্বারা, বিশেষ ক'রে কোন মহিলা-বন্ধুর দ্বারা, আর্থিক হিসাবে জাতক যথেষ্ট উপকৃত হন এবং অন্য বিষয়েও সাহায্য পান। কিম্বা একজন মহিলা বন্ধুর সংশ্রবে জাতকের অবনতি হয়। জাতকের গুপ্ত-শত্রুর এবং প্রবল শত্রুর যথেষ্ট ভয় থাকে এবং অনেক সময় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এই শত্রুর দল প্রায়ই তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ভিতর, পাড়াপড়শীর ভিতর, এমন কি তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীর ভিতরেও দেখা যায়। অনেক সময় গুপ্তশত্রুরা তাঁর নামে বেনামী চিঠি দেয়; কিম্বা কোন রকম ছাপানো কাগজ, কি বই, বের করে।

কর্কটের সাধারণ রোগ হচ্ছে—বক্ষঃস্থলের রোগ, পেটের রোগ এবং বাত ও সায়েটিকা (Siatica)। ভ্রমণের সময়, কি বিদেশে বাসের সময়, ঘোড়া থেকে পড়া, কিম্বা ঘোড়ার দ্বারা আঘাত অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনা হতে পারে। তা ছাড়া, মানুষের হাত থেকেও কোন রকম আঘাত পাওয়া বিচিত্র নয়।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্ম সময়ে কর্কট লগ্নের উদয় হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম ঃ—

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, স্বর্গীয় রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব, কাইসার দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম, স্বর্গীয় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যালজ্যাক, বিসমার্ক, আলেকজাণ্ডার ডুমা প্রভৃতি।

সিংহ লগ্ন

যাঁর সিংহ লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

সিংহের জাতকের প্রকৃতি উচ্চ এবং মন উচ্চাভিলাসপূর্ণ হয়। তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রবল ও দৃঢ় এবং হৃদয় উদার ও সাধুভাব-পূর্ণ হয়। অধ্যবসায়-যুক্ত প্রতিজ্ঞা সিংহের জাতকের একটা প্রধান লক্ষণ। তাঁর মন ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ়তা-সম্পন্ন, সহানুভূতি-পূর্ণ, বিশ্বাসযুক্ত ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হ'য়ে থাকে। বৃথাগর্ব্ব বা নিজেকে জাহির করার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক থাকতে পারে এবং অহঙ্কার ও জাঁকজমকপ্রিয়তা তাঁর মধ্যে লক্ষিত হতে পারে; কিন্তু তা সত্বেও, সে সম্বন্ধে অনাবশ্যক চপলতা বা লঘুতা প্রকাশ পায় না। তিনি সর্ব্বদাই রাশভারি ও গম্ভীর থাকতে ভালবাসেন। তাঁর মধ্যে একটা সহজ আভিজাত্য আছে, যার জন্য যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা-কিছু নীচ তার উপর তাঁর একটা আন্তরিক ঘৃণা থাকা সম্ভব। খোলাখুলি ব্যবহার এবং যা-কিছু মহৎ, যা-কিছু প্রকাণ্ড তাই তাঁর প্রিয়। খোঁচা দিলে তিনি সহজেই রেগে ওঠেন, কিন্তু তাঁর সে-রাগ আবার তখুনি পড়ে যায়। সিংহের জাতক যদিচ প্রতিহিংসা নিয়ে থাকেন তাহ'লেও সে প্রতিশোধের মধ্যে কোন হীনতা থাকে না। প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে তিনি প্রতিহিংসা নেন এবং অনেক সময় তা উদার বা মহৎ প্রতিশোধের (noble revenge) আকার ধারণ করে। কেউ যদি অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা

করতে তাঁর আটকায় না। সিংহের জাতক ধৈর্য্যশীল; তিনি অটুট ধৈর্য্যের সঙ্গে নিজের কাজ ক'রে যান এবং স্থির সহনশীলতার সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন।

সিংহের জাতকের প্রকৃতি বহুমুখীন; নানাবিষয়ে তাঁর যোগ্যতা থাকা সম্ভব, কিন্তু প্রায়ই ললিত কলার দিকে তাঁর একটু বেশী ঝোঁক থাকে। কবিত্ব জ্ঞান ও নাটকের দিকে আকর্ষণ প্রায়ই তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট হয়। তা ছাড়া, জাঁকজমক এবং আড়ম্বরপ্রিয়তা তাঁর মধ্যে লক্ষিত হওয়া সম্ভব। তাঁর মতামত খুব দৃঢ় ও স্থায়ী এবং তা ফাঁকা যুক্তিতর্কের দ্বারা সহজে বিচলিত হয় না। তাঁর হৃদয়ও অত্যন্ত বেগবান্, কিন্তু তিনি তাকে সংযত রাখতে জানেন। কোন কাজ আধাখ্যাঁচড়া রাখতে তিনি ভালবাসেন না এবং সব জিনিষের উচ্চ আদর্শের দিকে তাঁর লক্ষ্য থাকে—ব্যক্তিগত সহস্র বিপদ উপেক্ষা ক'রেও তিনি তাঁর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ক'রে যান।

সিংহের জাতক নিজের বুদ্ধিকৌশল ও গুণবত্তায় প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করেন। উচ্চবংশীয় এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে তাঁকে প্রায়ই মেলামেশা করতে হয়, বিশেষ ক'রে আভিজাত্য-সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় মহিলাগণের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা হওয়া সম্ভব। নিজের গুণপনা ও পরিশ্রমের দ্বারা তাঁর অর্থোপার্জ্জন হয়; উচ্চপদস্থ আত্মীয়স্বজন অথবা ধনী মুরুব্বীর সাহায্যেও তাঁর অর্থাগম হওয়া সম্ভব। স্বাস্থ্যহীনতা, পারিবারিক ঝঞ্ঝাট এবং কর্ম্মচারীর দোষে তাঁর অর্থহানি অথবা অর্থাগমে বাধা হতে পারে। বন্ধুদের সাহায্যে অথবা নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির ব্যবসায়েও তাঁর অর্থাগম হওয়া বিচিত্র নয়। তাঁর পিতা

তাঁর প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হ'ন না এবং পিতার প্রভাব জাতকের জীবনে সামান্যই লক্ষিত হয়। জাতকের বাল্যাবস্থাতেই পিতার মৃত্যু হ'তে পারে অথবা পিতার জন্য জাতকের অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটতে পারে; যদিই তা না-হয় তাহ'লে জাতকের পিতার দ্বারা বা পিতার জন্য উন্নতির পথে অনেক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। পিতার জন্য বা পিতৃসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে, পারিবারিক বিবাদ-বিসম্বাদ অথবা মামলা-মোকদ্দমার সম্ভাবনা আছে এবং পারিবারিক ব্যাপারের জন্য পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'তে পারে—যদিও তাতে পিতার সঙ্গে গুরুতর কোন মনোমালিন্য হয় না এবং পিতার উপর ভক্তি সমানই থাকে।

জাতকের উত্তরাধিকার নিয়ে অথবা বৈদেশিক কোন ব্যাপার, জলযাত্রা সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হতে পারে। দেবোত্তর সম্পত্তি অথবা তীর্থযাত্রার ব্যাপারেও ঝঞ্ঝাট অথবা বিবাদ-বিসম্বাদ হওয়া অসম্ভব নয়। বিদেশ-ভ্রমণের সময় কোন রকম দুর্ঘটনা বা উপঘাত হতে পারে; কিন্তু তা বিশেষ গুরুতর হবার সম্ভাবনা নেই। প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাতকের মনে অবিশ্বাস থাকা সম্ভব এবং যদিও তার মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ থাকতে পারে তাহ'লেও, সে-আদর্শ প্রায়ই প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরোধী হয়। গুরু পরম্পরাগত ধর্ম্ম বা 'কুলধর্ম্ম' ত্যাগ ক'রে তিনি সমাজে নিন্দিত হতে পারেন; কিম্বা তাঁর মধ্যে নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদীর ভাব থাকতে পারে; সে ক্ষেত্রে তিনি সামাজিক ধর্ম্মত্যাগ করেন না বটে, কিন্তু ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীনই থেকে যান।

সিংহের জাতকের সন্তানসংখ্যা প্রায়ই বেশী হয়, অনেক ক্ষেত্রে যমজ

সন্তানও হয়ে থাকে (বিশেষতঃ স্ত্রীর যদি কুম্ভলগ্ন হয়); কিন্তু জ্যেষ্ঠ সন্তানের রিষ্টি বা ফাঁড়া থাকা সম্ভব, অনেক ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ সন্তান শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যদিই বা সে দীর্ঘজীবী হয় তাহ'লে, তার কোন স্থায়ী বা দুরারোগ্য রোগ জন্মাতে পারে। সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাদের মধ্যে প্রায়ই সদ্ভাব থাকে না। জাতকের দুই বিবাহ হতে পারে এবং দুই স্ত্রীরই সন্তান হওয়া সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী রুগ্না ও বৃদ্ধভাবাপন্ন হয়ে থাকেন অথবা স্ত্রীর কোন রকম অঙ্গবৈকল্য থাকতে পারে। তাহ'লেও স্ত্রী পরিশ্রমশীলা ও গৃহকর্ম্মনিপুণা হওয়া সম্ভব। বিবাহিত জীবনে জাতকের অনেক অশান্তি আসতে পারে; বিশেষতঃ, স্ত্রীর রোগের জন্য অথবা জাতকের নিজের বৈষয়িক কর্ম্মের জন্য কিম্বা জাতকের বন্ধুবান্ধবের জন্য, কি কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদির জন্য জাতকের বিবাহিত জীবনে সুখের হানি হতে পারে। তা ছাড়া জাতকের স্ত্রী চিররুগ্না হওয়ারই সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় জাতকের নিজের স্বাস্থ্যহীনতা দাম্পত্য অশান্তির কারণ হয়ে পড়ে।

সিংহের জাতকের মধ্যে এই রোগগুলির প্রবণতা আছে—হৃদ্রোগ, মেরুদণ্ডের রোগ, রক্ত ও অস্থিসংক্রান্ত রোগ, দৃষ্টিশক্তির বৈকল্য, বাত প্রভৃতি। অপরিমিতাচার অথবা অতিরিক্ত ব্যসনাসক্তির জন্যও কোন রোগ হওয়া অসম্ভব নয় এবং গুহ্যদেশের কোন পীড়া ও হাতে কিম্বা পায়ে কোনরূপ আঘাত লাগারও সম্ভাবনা আছে। জীবনের একটা সময়ে জাতককে বিশেষ কষ্টভোগ করতে হয়; এমন কি হয়ত আহার, বিশ্রাম ও গৃহসুখের অভাবও অনুভব করতে হতে পারে। জাতক নিজে অথবা জাতকের সন্তানেরা অনেক সময় উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পত্তি পেয়ে

থাকেন; কিন্তু সে সম্পত্তি পেয়ে কিছু বাধাবিঘ্ন অথবা বিলম্ব হওয়া খুব সম্ভব। জাতকের সমুদ্রযাত্রা, অথবা ধর্ম্মের জন্য তীর্থযাত্রা, বড় বেশী হয় না এবং হ'লেও তার ফল জাতকের পক্ষে ভাল হয় না। সমুদ্রযাত্রা, অথবা তীর্থযাত্রার জন্য, অথবা তা উপলক্ষ ক'রে, কর্ম্মহানি অথবা অবনতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু জাতকের স্থলপথে অনেক ভ্রমণ হতে পারে এবং তাতে ক'রে তাঁর আনন্দ এবং সম্পদ দুই-ই লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। সময়ে সময়ে ভ্রমণ ব্যাপারে নিজের স্ত্রীর দ্বারা অথবা অন্য কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা বাধা উৎপন্ন হতে পারে; কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না—আবার অনেক সময়, কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণে নিজের স্ত্রী অথবা অন্য কোন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিতে হয়।

নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা জাতকের উন্নতি হয়; তাঁর কর্ম্ম উচ্চশ্রেণীর ও সম্মানজনক হওয়া সম্ভব এবং কর্ম্মোপলক্ষে রেলপথে বা স্থলপথে যথেষ্ট ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। উচ্চপদস্থ অথবা ধনশালী ব্যক্তির সাহায্যে জাতকের কর্ম্মবৃদ্ধিও হতে পারে; বিশেষতঃ, সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী মহিলাদের দ্বারা জাতক যথেষ্ট উপকৃত হতে পারেন এবং তাঁদের সাহায্যের উপর নির্ভর করলে জাতককে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে না। রূপদক্ষ, শিল্পী, কবি অথবা সাহিত্যিক, সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অনেক বন্ধু থাকবে। বন্ধুদের সংস্রব কোন রকম বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব। পরিবারের মধ্যে, মাতৃস্থানীয়া আত্মীয়দের দ্বারা, কোন রকম গুপ্তশত্রুতা হতে পারে, অথবা তাঁরা জাতকের নামে মিথ্যা অখ্যাতি বা নিন্দা প্রচার করতে পারেন; কিন্তু তাতে জাতকের বাস্তবিক বেশী কিছু ক্ষতি হয় না। জাতকের

শেষজীবন নির্জ্জনে, অথবা তীর্থস্থানে, ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত হতে পারে।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মকালে সিংহের উদয় হয়েছিল তাঁদের কয়েক জনের নাম শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, সম্রাট্ আকবর, স্বর্গীয় করিচা, গঙ্গাধর রায়, প্রেসিডেণ্ট কুলিজ, স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল, স্বর্গীয় হরিনাথ দে, প্রসিদ্ধ নট শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, স্বর্গীয় ব্যবহারাজীব ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, স্যর নৃপেন্দ্র নাথ সরকার।

কন্যা লগ্ন

যাঁর কন্যা লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

ব্যবহারিক বুদ্ধি কন্যালগ্নের জাতকের বিশেষত্ব। কাজকর্ম্মে তিনি বেশ ধীরতার পরিচয় দিতে পারেন এবং তাঁর মধ্যে ব্যবহারিক সাধুতা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তিনি 'খারা' প্রকৃতির লোক—দেনা যেমন কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দেন, পাওনা তেমনি পাইটি পর্য্যন্ত আদায় করেন। তিনি প্রায়ই বুদ্ধিমান্ ও ইঙ্গিতজ্ঞ হন; কিন্তু তাঁর মধ্যে গভীরতা কম। তিনি খুব হিসাবী ও সাবধানী লোক এবং খুঁটিনাটির দিকে তাঁর নজর খুব বেশী। তাঁর সামাজিক ব্যবহার অনিন্দনীয়; তিনি বেশ সদালাপী, বন্ধুদের কাছে তাঁর ভাষা মোলায়েম এবং ভাব মধুর বলে মনে হতে পারে; কিন্তু যেখানে দেনাপাওনার ব্যাপার অথবা বৈষয়িক ব্যাপারে যোগ আছে, সেখানে তিনি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। তিনি যার প্রভু, তাকে ষোল আনা কাজ ক'রে মাইনে নিতে হবে। কোন বিষয় ফাঁকি তার কাছে চল্‌বে না—কর্ত্তব্যে অবহেলার মার্জ্জনা তাঁর কাছে নেই। তাঁর ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় এবং অটল—তার মতবাদ থেকে তাঁকে একচুল নড়াবার সাধ্য কারো নেই। তিনি স্বভাবতঃ ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক, সহজে রাগেন না তেমনি আবার সহজে কাউকে ক্ষমাও করেন না। যে তাঁর ক্ষতি করে, তার উপর বিরাগ সহজে মন থেকে যায় না, এবং বহুদিন ধ'রে প্রতিশোধের বাসনা তিনি মনে পুষে রাখেন। তাঁর মনের মধ্যে

সামঞ্জস্যের একটা অভাব থাকা সম্ভব, যাতে ক'রে তিনি ছোট ছোট ব্যাপারগুলিকে মস্ত বড় ব'লে মনে ক'রে, সেই হিসেবে কাজ করেন। তিনি বিদ্বান্ হতে পারেন, অনেক বই পড়ে থাকৃতে পারেন, তাঁর স্মৃতি জোরালো এবং বুদ্ধি ধারালো হতে পারে; কিন্তু জীবনের অন্তস্তলের ব্যাপারগুলি তাঁর অনুভূতির মধ্যে আসে না। জাতকের সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির দিকে ঝোঁক থাকা সম্ভব এবং নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির দিকেও তার অল্পবিস্তর টান থাকতে পারে; কিন্তু সে সকল বিষয়েও তাঁর অনুভূতির গভীরতা বড় বেশী হয় না। জাতকের কথায় বেশ বাঁধুনি থাকে এবং বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতিতে তাঁর অশিক্ষিত-পটুত্ব প্রকাশ পেতে পারে। ভূসম্পত্তির দিকে জাতকের ঝোঁক থাকা সম্ভব এবং চাষ-বাস, কি বাগানবাগিচার কাজ, তাঁর প্রিয় হতে পারে। যে কোন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, কিম্বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান, আয়ত্ত করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকলেও, তিনি অনেক সময় ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রাচীন শাস্ত্র, আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতির দিকে বেশী ঝোঁকেন।

ছেলেবেলায় তাঁর শরীর বড় ভাল থাকে না; শৈশবে নানারকম অসুখ বিসুখ, উৎপাত-অভিঘাতের সম্ভাবনা থাকে। কন্যালগ্নের জাতককে দস্তুরমত পরিশ্রম করতে হয়, অর্থোপার্জ্জন সহজে হয় না এবং, কোষ্ঠীতে অসাধারণ ধনযোগ না থাকলে, তিনি কখনই বিশেষ ধনবান্ হতে পারেন না। তিনি প্রায়ই সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হয়ে থাকেন; কিন্তু সঞ্চিত অর্থ অনেক সময় আকস্মিক আপৎপাতে নষ্ট হয়ে যায়; বিশেষতঃ জীবনের প্রথম ভাগে ক্ষতির সম্ভাবনা খুব বেশী। কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি যদি দুর্ব্বল না হয়, তা হলে, জীবনের শেষভাগ বেশ স্বচ্ছল হয়ে

পড়ে। বিবাহ সূত্রে কিম্বা স্ত্রীর কাছে থেকে জাতকের কিছু প্রাপ্তি হতে পারে; অংশীর কাছ থেকেও কিছু পাওয়া অসম্ভব নয়। উত্তরাধিকার-সূত্রে জাতকের কিছু লাভ হতে পারে। জাতকের বিদ্যা দ্বারাও অর্থ উপার্জ্জিত হতে পারে—কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে, অথবা শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, গুরুগিরি প্রভৃতি কর্ম্মে জাতক লাভবান্ হতে পারেন। জাতকের কর্মস্থানে অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব এবং অনেক সময় কর্ম্মোপলক্ষে জাতককে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ, বা ঘোরাঘুরি, করতে হয়। সাহিত্য বা বিজ্ঞানের সংশ্রবে, অথবা যে কোন শিল্পের সংশ্রবে, তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন কিন্তু তবুও, একবার উন্নতি হয়ে, অবনতি হতে পারে—বিদেশে, অথবা বিদেশী ব্যক্তির সংশ্রবে, তার আর্থিক সাফল্য ও কৃতীত্বের খ্যাতি হওয়া সম্ভব। তার কর্ম্মের সঙ্গে লেখকতা, সাহিত্য বা শিল্পের সংশ্রব থাকৃতে পারে—কিন্তু যদিও, অনেক ক্ষেত্রে, জাতক, একসময়েই নানারকম কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়ে, কোনটাতেই বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না, তাহলেও, নিজের সহজজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জোরে, শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভ ও কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করেন। ব্যবসায়ের দিকে গেলে কন্যালগ্নের লোক প্রচলিত কারবার গুলিতে, অথবা মহাজনী কাজে, বেশ সফলতা লাভ করতে পারেন; কিন্তু ফাট্কা, অথবা জুয়াখেলার দিকে ঝুঁকলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

জাতকের পরিবারের মধ্যে কোন গুপ্তরহস্য থাকা সম্ভব। পিতার একাধিক বিবাহ হতে পারে, অথবা কোন স্মরণীয় গুপ্তপ্রেমের প্রভাব তাঁর উপর থাকৃতে পারে। জাতকের আত্মীয়, জ্ঞাতি বা ভাই বোনের দ্বারা

প্রতিষ্ঠার হানি ও আর্থিক ক্ষতি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বড় এক ভাই কি ভগ্নীর মৃত্যু হওয়া সম্ভব এবং ভাই-বোনের সঙ্গে ভালরকম বনিবনাও কখনই হয় না। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে তাঁর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ও দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয়। স্ত্রীর সঙ্গে ভাল বনিবনাও না-হওয়া, দুই বিবাহ, বিবাহিতা স্ত্রী সত্ত্বেও অন্য নারীর সঙ্গে প্রণয় প্রভৃতির যে কোন-একটা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। মোটের উপর, যৌন-প্রণয়ের ব্যাপারে হয় আশাভঙ্গ ও দুঃখ উপস্থিত হয় না-হয় জাতকের হৃদয় সে প্রণয়ে মোটেই সাড়া দেয় না। জাতকের প্রথম সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না—এবং অনেকক্ষেত্রে জাতকের পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা ঢের বেশী হয়। সন্তানদের বিবাহ নিয়েও জাতককে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়—বিবাহে বহু বাধা-বিঘ্ন আসে এবং সহজে তাদের বিবাহ দেওয়া যায় না। পারিবারিক ব্যাপারে বা গৃহস্থালীর সংশ্রবেও জাতককে মধ্যে মধ্যে অশান্তি ভোগ করতে হয় এবং তাঁর জীবনে অনেকবার বাসপরিবর্ত্তন ঘটে। শেষ বয়সে প্রায়ই জাতকের দুটি স্বতন্ত্র বাসগৃহ হয়; তার মধ্যে একটি স্বদেশে এবং একটি বিদেশে বা তীর্থস্থানে হওয়া সম্ভব। ভূসম্পত্তি বা পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে কোনরকম বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হতে পারে এবং সেজন্য তিনি অনেক সময় আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন; অথবা সেই সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত হতে পারে। জাতকের পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক হয়; কিন্তু তাঁর বন্ধু-পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে—একসময়ে যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব হয় আর-এক-সময়ে তাঁদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না। কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার দ্বারা জাতক যথেষ্ট উপকৃত হতে

পারেন এবং জনসাধারণের নিকট জাতকের কিছু প্রতিষ্ঠা হওয়াও সম্ভব। বিদেশে জাতকের ভূসম্পত্তি হতে পারে এবং সম্পত্তির জন্য বা পারিবারিক কারণে বিদেশযাত্রা অসম্ভব নয়। শেষ বয়সে জাতক তীর্থস্থানে বাস করতে পারেন। গুরুজন কিম্বা গুরুতর সম্পর্কের জ্ঞাতিদের মধ্যে কেউ কেউ এবং কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি জাতকের ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারেন এবং স্নেহ-প্রীতির কোন ব্যাপারে জাতক একাধিক প্রবল শত্রু সৃষ্টি করতে পারেন। দেয় ও প্রাপ্য অর্থের জন্য তাঁর আত্মীয়মহলে অনেক বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হতে পারে এবং জাতকের প্রথম-সন্তানের যদি মৃত্যু না হয় তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে।

কন্যার জাতকের অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। চতুষ্পদ জন্তু অথবা কোনরকম অস্ত্রদ্বারা আঘাত সম্বন্ধে জাতকের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। পিত্তজনিত রোগ অথবা শোকও জাতকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তা' ছাড়া অম্লশূল, উদরাময়, আমাশয়, দুর্ব্বলতা-জনিত নানা-রোগ, রক্তবিকৃতি প্রভৃতির প্রবণতা থাকাও সম্ভব। মাদকদ্রব্য সেবন জাতকের স্বাস্থ্যের একটা বড় অন্তরায়। তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপায় উন্মুক্ত স্থানে বাস, সাদাসিধে আহার এবং মুক্ত আকাশের তলে ব্যায়াম। মোট কথা প্রকৃতির সাহচর্য্য তাঁর স্বাস্থ্যবৃদ্ধির অনুকূল।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মসময়ে কন্যার উদয় হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম—

৺মহামহোপাধ্যায় শশধর তর্কচূড়ামণি, বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা নরমা শীয়ারার্, চার্লস্ ফ্যারেল্, রেজিন্যাল্ড ডেনী, ম্যারিলীন্ মীলার, জোয়েল্ ম্যাক্রে, ওয়ার্ণার্ বাক্স্‌টার প্রভৃতি।

তুলা লগ্ন

যাঁর তুলা লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

তুলা লগ্নের জাতক ইঙ্গিতজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। যে কোন বিষয় চট্‌ ক'রে বোঝবার ও শেখবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে। সাহিত্য ও শিল্পের দিকে তাঁর একটা সহজ আকর্ষণ দেখা যায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেও তাঁর কিছু ঝোঁক থাকা সম্ভব। জাতক ভোগী প্রকৃতির লোক; তাঁর মধ্যে ভোগের বাসনা যেমন প্রবল তেমনি তীব্র; কিন্তু তাঁর বাসনার মধ্যে আন্তরিকতা আছে। তিনি সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় এবং আনন্দ-প্রিয় হলেও, যে ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক চাপে তার চরম ক'রে ছাড়েন। কাজের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে যেমন আন্তরিকতা ও একাগ্রতা দেখা যায় —তেমনি কৌশল, কার্য্য-কুশলতা ও ডিপ্লোমেসিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অসাধারণ স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয় এবং অন্য লোকে হয়ত যে-সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে শুয়ে পড়ে, তিনি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তা অবহেলায় পার হয়ে যেতে পারেন। তাঁর মধ্যে যেমন আন্তরিকতা ও একাগ্রতা আছে তেমনি চঞ্চলতাও আছে; যতক্ষণ যে খেয়াল তাঁর মনকে অধিকার করে ততক্ষণ তিনি একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাতে লেগে থাকেন; কিন্তু টপ্‌ ক'রে মত-পরিবর্ত্তন করা এবং এক খেয়াল ছেড়ে আর এক খেয়ালের পিছনে ছোটা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।

তাঁর সামাজিক ব্যবহার বেশ শান্ত ও মধুর এবং তাঁর মধ্যে সহানুভূতি প্রবল। যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাইয়ে নিতে পারেন বটে ; কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিসর্জ্জন দেন না। অন্য লোকের সাহচর্য্যে তিনি কাজ করতে ভালবাসেন ; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও তিনি বড় একটা অনুগামী হন না ; অধিকাংশ স্থলে নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন। তাঁর সমস্ত কাজ-কর্ম্মের মধ্যে একটা সহানুভূতির ধারা দেখা যায় এবং অন্যের প্রতি তাঁর ব্যবহার প্রায়ই শিষ্টতা, দয়া ও স্নেহের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে। অবশ্য, মধ্যে মধ্যে তাঁর ভিতর বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পায় এবং এক-এক সময় তিনি অতি সামান্য কারণেই চট্ ক'রে রেগে উঠতে পারেন ; কিন্তু তাঁকে শান্ত করতে বেশী কাঠ-খড় পোড়াবার দরকার হয় না—বেশীর ভাগ জায়গায় তাঁর রাগ আপনা হতেই প'ড়ে যায়। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে একটা খোলাখুলি ভাব আছে এবং যদিও এক-এক সময় তিনি ব্যবসাদারী চাল চেলে থাকেন, তাহ'লেও পরক্ষণে তা স্বীকার করতে তাঁর বাধে না। তাঁর নিজের জীবন অনেকটা ভাগ্যের দ্বারা পরিচালিত। যদিও তাঁর জীবনে কর্ম্ম করবার ইচ্ছা, শক্তি ও সুযোগ সবই উপস্থিত হয় এবং যদিও তাঁর জীবন প্রায়ই কর্ম্মবহুল হয় ও নিজের যথেষ্ট গুণপণা ও কৃতিত্ব থাকতে পারে, তাহ'লেও, তাঁর জীবনের সমস্ত ঘটনা ঘটে যেন একটা অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে। জীবনের অনেক বড় বড় ঘটনার উপর তাঁর নিজের কোন হাত থাকে না। তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনী-শক্তি আছে এবং যে কোন বিভাগে হোক্ তাঁর মৌলিকতার কিছু না-কিছু পরিচয় পাওয়া যাবেই।

জাতকের কর্ম্মের সঙ্গে প্রায়ই জন-সাধারণের কোন রকম সংশ্রব

থাকে। কৃষি অথবা জায়গা-জমি সংক্রান্ত কাজ, জলপথ অথবা জলীয় পদার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কাজে জাতকের জীবিকানির্ব্বাহ হতে পারে। চিকিৎসা বিশেষ ক'রে অস্ত্র-চিকিৎসা, রসায়নবিদ্, স্মৃতিবিদ্ অথবা আইনজ্ঞের কাজও জাতকের উপযোগী ; কিন্তু কর্ম্মে উন্নতি অনেক সময় স্থায়ী হয় না—বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি কারণে, শত্রুর দ্বারা এবং নিজের বুদ্ধির দোষে জাতকের অনেক সময় অবনতি ও আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তাঁর কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সাহায্য হয় এবং অবনতি হ'লেও অনেক সময় জন-সাধারণ ও অনুচরদের কাছে তাঁর সম্মান অটুট থাকে। পরিপূর্ণ কর্ম্মজীবনের মাঝখানে সহসা তাঁর অবনতি ও কর্ম্মহানি ঘটতে পারে—অন্যের কাছে তা একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ব'লে প্রতীয়মান হওয়া সম্ভব। জাতক স্বদেশে এমন কি নিজের জন্মস্থানেই সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং প্রায়ই পরিবার মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তি ব'লে গণ্য হন। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব থাকে এবং সাহিত্যিক, শিল্পী বা বিদ্যাজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কারো কারো সঙ্গে পরিচয় অকস্মাৎ ঘনিষ্ট বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারে ; কিন্তু তিনি নিজে অনিচ্ছাসত্বেও কোন কোন বন্ধুর ক্ষতি বা অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন।

তাঁর ভাই-ভগ্নীর সংখ্যা প্রায়ই বেশী হয়। সহোদর-সহোদরা যদিই বেশী না-হয়, তাহ'লে খুড়্‌তুতো-জ্যাঠ্‌তুতো ভাই-বোন অনেক হয়ে থাকে। প্রথম বয়সে তিনি প্রায়ই এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকেন ; কিন্তু আত্মীয়বর্গের জন্য তাঁকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়—অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আদালত পর্য্যন্ত

গড়ায়। পিতার পক্ষ থেকেও জাতকের অনেক অশান্তি আসে। হয় বাল্যে পিতার মৃত্যু হয়, না-হয় পিতার জন্য বিবাদ-বিসম্বাদ, ঝঞ্ঝাট এবং নিজের উন্নতির নানা অন্তরায় উপস্থিত হয়। পিতা প্রায়ই পদস্থ ব্যক্তি হন; কিন্তু তাঁর নানারকম অশান্তির কারণ থাকতে পারে। পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু দাঁড়ায় এবং জ্ঞাতিবর্গ ও নিজের কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেকে তাঁর গুপ্তশত্রু হয়ে দাঁড়ানো মোটেই অসম্ভব নয়। জ্ঞাতি ও কর্ম্মচারীর দ্বারা ক্ষতি এবং তাদের জন্য অনর্থক ব্যয়েরও আশঙ্কা আছে। জাতকের পিতার অথবা শ্বশুরের দুই বিবাহ হতে পারে। জাতকের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় না—স্ত্রীর সহিত ভাল বনিবনাও না-হতে পারে—স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়; বিবাহে বিলম্বের সম্ভাবনা আছে কিম্বা জাতক ঝোঁকের মাথায় টপ্ ক'রে বিবাহ ক'রে বসতে পারেন—যার জন্য শেষে তাঁকে অনুতাপ করতে হয়। স্ত্রী প্রায়ই উচ্চ-বংশ-সম্ভূতা অথবা ধনশালী ব্যক্তির কন্যা হয়ে থাকেন। জাতককে অনেক ভ্রমণ করতে হয় এবং দূরদেশে, জলপথে ভ্রমণও অসম্ভব নয়। তাঁর পুত্র-কন্যার সংখ্যা বেশী হয় না এবং পুত্রের জন্য কোন-না-কোন রকম অশান্তি উপস্থিত হয়। শেষ বয়সে পুত্রের জন্য বিশেষ চিন্তা উপস্থিত হয়; পুত্র প্রায়ই নিজের মনোমত হয় না অথবা পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়—পুত্রের মৃত্যুও হতে পারে। অনেক সময় জাতক অপুত্রক হন ও দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন; কিন্তু সেই পোষ্যপুত্র থেকেই অশান্তির উৎপত্তি হয়। শেষ বয়সে পুত্রের জন্য আশাভঙ্গ হওয়াও অসম্ভব নয়।

জাতক বেশ লোকপ্রিয় হয়ে থাকেন। পারিবারিক কারণে এবং

জনসাধারণকে তুষ্ট করবার জন্য জাতককে অনেক ত্যাগ স্বীকার ও অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। পারিবারিক ব্যাপার অথবা জন-প্রীতি তাঁর অবনতি ও কর্ম্মহানির কারণ হতে পারে।

জাতকের মধ্যে যকৃৎ, মূত্রগ্রন্থি ও স্নায়ুর দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব। পায়ের পাতার কোনরকম অসুখ এবং ধমনীর কোন রকম বৈকল্য জন্মানোও অসম্ভব নয়। জাতক নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হতে পারেন। জাতকের বিদেশ-ভ্রমণের সময় অথবা বন্ধনাবস্থায় মৃত্যু ও অসম্ভব নয়। জাতকের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য পারিবারিক শান্তি একান্ত প্রয়োজন। জল ও জলীয় পদার্থ তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। সমুদ্রের উপকূলে বাস, নিয়মিত স্নান এবং আহার্য্যে তরল পদার্থের আধিক্য তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান সহায়। তাঁর অনেক ব্যাধি মাত্র জল-চিকিৎসা (Hydropathy) দ্বারাই আরোগ্য হতে পারে।

যে সকল খ্যাতিমান্ স্ত্রীপুরুষের জন্মকালে তুলালগ্নের উদয় হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম —

মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেপোলিয়ান, স্বর্গীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, হায়দার আলী, স্বর্গীয় নবাব গনিমিয়া, স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কবি বায়রণ, দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, স্বর্গীয় ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স, প্রসিদ্ধ উদ্ভাবক এডিসন্, চলচ্চিত্র জগতের মার্লীন্ ডিট্রিক্, ডগ্লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ (জুনিয়র), রির্কাডো কর্টেজ প্রভৃতি।

বৃশ্চিক লগ্ন

যাঁর বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

বৃশ্চিক লগ্নের জাতকের প্রধান লক্ষণ অদম্য ইচ্ছা-শক্তি ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা; তাঁর মধ্যে অহং প্রবল—প্রতিবাদ তিনি মোটেই সহ্য করতে পারেন না। তাঁর পছন্দ এবং না-পছন্দ খুব পরিষ্কারভাবে নির্দ্দিষ্ট এবং তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাজ ঐ পছন্দ না-পছন্দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে বিবাদ-প্রিয়তা খুব বেশী এবং অনেক সময় তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হন কেবল প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভ করবার আনন্দটুকু ভোগ করবার জন্যই। অবশ্য, শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জ্জিত হ'লে এই বিবাদের প্রবৃত্তি মৌখিক তর্ক-বিতর্ক মাত্রে পরিণত হতে পারে। তাঁর বাক্য পরিষ্কার ও ভয়শূন্য; তার মধ্যে দ্বিধা-সঙ্কোচ ব'লে কিছু নেই—তাঁর বাক্যের মধ্যে মনের ভাব স্পষ্ট দেখা দেয়; মামুলি শিষ্টাচারের মুখোস দিয়ে বক্তব্য মোলায়েম ক'রে তোলা তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তিনি যা বলেন সোজা ভাষায় বলেন—অপ্রিয় সত্য বলতে কারো খাতির রাখেন না। তাঁর প্রকৃতিতে আত্মনির্ভর ও আত্ম-প্রত্যয় একটু বেশী; নিজের মত ও ধারণা তাঁর কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জাতকের ক্রোধ অতি প্রচণ্ড; কিন্তু তাঁর প্রতিশোধ-স্পৃহা বেশী দিন স্থায়ী না-ও হতে পারে। তাঁর আচার-ব্যবহার ও ভাবভঙ্গী পৌরুষ-ব্যঞ্জক ও কর্ক্কশ এবং তাঁর নিজের স্বার্থের দিকে বেশ খর দৃষ্টি থাকে। জাতকের মধ্যে

বৃশ্চিক লগ্ন

আত্মপ্রিয়তা প্রবল ব'লে অপরের দোষ অতি সহজে তাঁর নজরে পড়ে এবং বেশ তীক্ষ্ণ ভাষায় অপরের সমালোচনা করতে জাতকের বাধে না। অপ্রিয় বাক্য এবং ছিদ্রানুসন্ধান—এই দুই দোষের জন্য তাঁর অনেক শত্রুর সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তিও জাতকের মধ্যে যথেষ্ট আছে এবং নিজের ক্ষতি হবে জেনেও শেষ পর্য্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে তিনি পেছপাও হন না। তাঁর মধ্যে কল্পনাশক্তি যথেষ্ট আছে বটে ; কিন্তু সে বিষয়ে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের একটা অভাব লক্ষিত হতে পারে। তাঁর মধ্যে একগুঁয়েমি এবং রহস্যভেদ করবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। যা-কিছু গোপন, যা-কিছু রহস্যময় তা তাঁকে পীড়িত ক'রে তোলে ; সেইজন্য তাঁর মধ্যে ডিটেকটিভ্, প্রত্নতাত্ত্বিক, রসায়নবিদ্, গবেষণাকারী এবং দার্শনিকের একটা ভাব দেখা যায়। সংহরণ এবং সংগঠন এ দুয়ের শক্তিই তাঁর মধ্যে আছে—যে কোন জিনিষ ভেঙে ফেলে আবার নূতন ক'রে গড়তে তিনি পারেন। তাঁর মধ্যে সব বিষয়েই একটা বাড়াবাড়ির ভাব দেখা যায়। কাজ-কর্ম্মেই হোক্ কি আমোদ-প্রমোদেই হোক্, তিনি যা ধরেন তার চূড়ান্ত ক'রে ছাড়েন। তাঁর কাজের গতি বা ধারা হাজার বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হলেও বদ্‌লাতে চান না।

জাতকের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল। তিনি যশ ও প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে কামনা করেন এবং প্রায়ই যে কোন ব্যাপারে হোক্, উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করেন। যুদ্ধবিদ্যা, পূর্ত্ত বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা, পুলিশ বা শাসন সম্পর্কীয় কাজ প্রভৃতিতে জাতকের পটুত্ব থাকা সম্ভব এবং সরকারী যে কোন বিভাগের কাজে জাতক কৃতিত্ব দেখাতে

পারেন। প্রথম জীবনে জাতকের আর্থিক অবস্থা কতকটা অনিশ্চিত থাকে, কিন্তু জীবনের শেষার্দ্ধে জাতক বেশ উন্নতি করতে পারেন। বাণিজ্যের দ্বারা বা বিবাহসূত্রে জাতকের অর্থলাভ হতে পারে; বিদেশে, বৈদেশিক কোন ব্যাপারে, জলযাত্রা সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের সংশ্রবে, সরকারী কাজে অথবা ঘোড়দৌড়, লটারি, ফাট্‌কা প্রভৃতি থেকে জাতকের আয় ও অর্থলাভ হওয়া সম্ভব। জাতকের আয়ের দুটো বিভিন্ন পথ থাকতে পারে। অনেক সময় তিনি এমন দুটো কাজ ক'রে অর্থোপার্জ্জন ক'রে থাকেন যার একটা আর একটা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের; কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত তাঁর অবস্থা প্রায়ই বেশ স্বচ্ছল ও সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

কোষ্ঠীতে যদি অন্য প্রবল যোগ না-থাকে, তাহ'লে জাতকের ভাই-বোনের সংখ্যা খুব বেশী হয় না; অথবা ভাই-বোন হ'লেও তারা প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না; অনেক ক্ষেত্রে উচ্চস্থান থেকে পতন, যান-বাহনের কোন দুর্ঘটনায় অথবা ঠাণ্ডা লেগে কোন পীড়া হয়ে ভাই-ভগ্নীর মৃত্যু হয়ে থাকে। ভাই-ভগ্নী যদিই জীবিত থাকে, তাহ'লে তাদের সঙ্গে জাতকের ভালরকম বনিবনাও হয় না।

জাতকের পিতার সঙ্গে জাতকের মনের মিল প্রায়ই হয়ে থাকে এবং পিতার অবস্থাও ভাল হাওয়া সম্ভব; কিন্তু, তাঁর উন্নতি হয়ে ফিরে পতন হতে পারে। পিতার কাছ থেকে জাতক মোটের উপর সাহায্যই পেয়ে থাকেন। জাতকের পুত্র-কন্যার সংখ্যা প্রায়ই বেশী হয় (যদি-না জাতক অবিবাহিত থাকেন) এবং যমজ-সন্তান হবার সম্ভবনাও আছে। সন্তানদের ব্যাপারে জাতককে অনেক ব্যয় করতে হয় এবং সন্তানদের

জন্য ঝঞ্ঝাটের কোন গুপ্ত কারণ থাকা সম্ভব অথবা সন্তানদের সম্বন্ধে কোন গুপ্তরহস্যও থাকতে পারে। জাতকের জীবনে গুপ্ত-প্রণয়ের অনেক ব্যাপার আসতে পারে এবং গুপ্তপ্রণয়ের জন্য অর্থব্যয় ও ঝঞ্ঝাটও ঘটতে পারে। বিবাহের ব্যাপারে বাধাবিঘ্ন হওয়া অসম্ভব নয় এবং বিবাহিত জীবনে অসুখী হবার কারণ ঘটতে পারে। জাতকের বিবাহে বিলম্ব অথবা প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু ও দ্বিতীয়বার বিবাহ হতে পারে। স্ত্রীর কোন দীর্ঘকাল-স্থায়ী পীড়া হওয়াও অসম্ভব নয় এবং স্ত্রী কোন গুপ্তশত্রু অথবা চতুষ্পদের দ্বারাও আহত হতে পারেন।

জাতকের দূর ভ্রমণ এবং তীর্থযাত্রা বা জলযাত্রার সম্ভাবনা আছে। বিদেশ-ভ্রমণ থেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ-ভাবে জাতকের অর্থ ও গৌরব লাভ হওয়া বিচিত্র নয়। অর্থশালী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর অনেক শত্রু থাকতে পারে এবং সমব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেক গুপ্তশত্রু জাতকের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। জাতকের প্রথম বয়সে অনেক বাধাবিঘ্ন ও ঝঞ্ঝাট অতিক্রম করতে হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সাফল্য ও কৃতকার্য্যতা লাভ করেন—এমন কি, কোন উচ্চ সম্মানও পেতে পারেন। তাঁর অনুচর ও অনুগতদের মধ্যে তিনি অনেক বিশ্বস্ত বন্ধু পেয়ে থাকেন এবং সাহিত্য বা শিল্পজগতেও তাঁর অনেক বন্ধু হয়ে থাকে। ২৮ থেকে ৩২ বৎসরের মধ্যে তাঁর কোন মনোকষ্ট বা কোন স্নেহের পাত্রের মৃত্যু অথবা নিজের হৃদ্রোগ হতে পারে। তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ ও প্রতিষ্ঠাশালী লোক থাকা সম্ভব; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাঁকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।

জাতক কাজকর্ম্মে কিম্বা আমোদ-প্রমোদে বাড়াবাড়ি, অনিয়ম ও

অত্যাচার করার জন্য, নিজেই নিজের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের কারণ হতে পারেন। তাঁর মাথা অথবা চোখের কোন অসুখ হতে পারে—মাথায় কিম্বা চোখে আঘাত লাগাও বিচিত্র নয়। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, গুহ্যদেশের পীড়া, উপদংশ, মেহ, অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি সম্বন্ধে জাতকের সতর্ক থাকা উচিত। আগুন, আগ্নেয়াস্ত্র কিম্বা কোন লৌহ যন্ত্রের দ্বারা আঘাত প্রাপ্তিরও বিশেষ আশঙ্কা থাকে। মাথায় কোন রকম আঘাত কি অস্ত্রাঘাত হতে পারে এবং কোষ্ঠীতে চন্দ্র ও বুধ বিশেষ পীড়িত হ'লে উন্মাদ রোগের আশঙ্কাও দেখা যায়। জাতকের পায়ে কোন চর্ম্মরোগ বা ক্ষত হতে পারে এবং হাতে গুরুতর আঘাত লাগবার আশঙ্কা দেখা যায়—এমন কি একটি হাত একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে যেতে পারে। জাতকের দেহে রোগের বীজ অনেক সময় স্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁর শরীর থেকে রোগ দূর করতে হ'লে, অনেক সময় বিষ-চিকিৎসা (Injection) প্রভৃতি আবশ্যক হয়। সাধারণতঃ আর্দ্রতার চেয়ে শুষ্কতা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশী অনুকূল। পর্ব্বতের উপরে শুষ্ক স্থানে বাস, শুষ্ক দ্রব্যাদি আহার এবং দেহ যতদূর সম্ভব শুষ্ক রাখা তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে সাহায্য করবে।

যে সকল বিখ্যাত নরনারীর জন্মকালে বৃশ্চিক উদিত হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম—

কবি কোলরিজ, বিখ্যাত অভিনেতা ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, ছায়াচিত্রের মরিস্ সীভেলিয়র্, জোয়ান্ ক্রফোর্ড, এ্যাডল্‌ফ্ মেঞ্জু, কন্সট্যান্স্ বেনেট্ প্রভৃতি।

ধনু লগ্ন

যাঁর ধনু লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

ধনু লগ্নের জাতকের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুটো ভাব লক্ষিত হতে পারে। একসময় হয়ত তাঁর মধ্যে অসম সাহস, হঠকারিতা এবং বেপরোয়া ভাব দেখা যেতে পারে; আর-একসময় হয়ত তিনি সাবধানী, গোপনতা-প্রিয় এবং দ্বিধা বা সঙ্কোচপূর্ণ ভাব দেখাতে পারেন। কিম্বা, একই সময় জাতকের মধ্যে এই দুটো ভাবই থাকতে পারে—একটা ভিতরে আর একটা বাইরে। বাইরে তাঁকে দেখে হয়ত নম্র, সঙ্কোচযুক্ত ও অল্পভাষী ব'লে মনে হতে পারে; কিন্তু মনে মনে হয়ত তাঁর মধ্যে হঠকারিতা ও উদ্দাম কল্পনা বিরাজ করছে। কাজেই ধনু লগ্নের জাতককে বোঝা শক্ত।

জাতক কর্ম্মপ্রিয়; তিনি কাজ করেন কাজের ঝোঁকে। কাজ সুসম্পন্ন করার দিকে তাঁর যত লক্ষ্য, কাজের ফলের দিকে তত নয়। কাজেই, ঠিক মত কাজ ক'রেও অনেক সময় তিনি কাজের পূরো দাম পান না;—যদিও ভাল মতে কাজ করার জন্য সম্মান ও খ্যাতি তাঁর কাছে আপনা-আপনি আসে। জাতক সাধারণতঃ উদার, সাধু ও বদান্য প্রকৃতির লোক—যদিও সব সময় তাঁর ভাব বাইরে প্রকাশ না-ও পেতে পারে। জাতক বুদ্ধিমান ও তাঁর প্রতিভা বহুমুখী; নানাবিষয় জানবার ইচ্ছা ও শেখবার ক্ষমতা দুই-ই তাঁর মধ্যে আছে। জাতক

উৎসাহী ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক এবং তাঁর মধ্যে একটা অসহিষ্ণু ভাব থাকতে পারে; কিন্তু কারো উপর তাঁর স্থায়ী বিদ্বেষ হয় না। তাঁর ন্যায়-বুদ্ধি খুব তীব্র এবং সেইজন্য অন্যায় দেখলে অনেক সময় তিনি এমন রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার ক'রে থাকেন যে, অন্যায়কারী তা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের অভিব্যক্তি ব'লে মনে করতে পারে। জাতকের এই দ্বিমুখী প্রকৃতির জন্য তাঁর মধ্যে একটা খুঁৎখুঁতে ভাব থাকা সম্ভব। তাঁর ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা প্রায়ই শান্ত, মধুর ও শিষ্টতাপূর্ণ হয়ে থাকে; কিন্তু, প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে অথবা কারো দ্বারা প্রতিহত হ'লে তিনি স্পষ্ট রূঢ় বাক্য প্রয়োগে পরাঙ্মুখ হন না। তাঁর মধ্যে একটা আশাপূর্ণ ও সতেজ ভাব আছে যাতে ক'রে খুব বেশী বয়সেও তাঁর মধ্যে যৌবনের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার অন্তর মধ্যে মধ্যে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হ'লেও বাহ্য স্বভাবতঃ প্রশান্ত। জাতক স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে সকলের চেয়ে বড় ব'লে মনে করেন—"যাক্ প্রাণ, থাক্ মান্" এই হচ্চে তাঁর মূলমন্ত্র; তবুও জীবনের কোন-না-কোন সময় তাঁর মান-হানির আশঙ্কা,এমন কি বন্ধনের আশঙ্কাও আছে; কিন্তু তাতে বাস্তবিক কোন গুরুতর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি স্বভাবতঃ নির্ব্বিরোধী ও শান্তিপ্রিয় লোক হ'লেও, বিবাদে প্রবৃত্ত হ'লে যথেষ্ট সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারেন। জাতকের মধ্যে নানারকমের প্রকৃতি প্রকাশ পেতে পারে। হয়ত তিনি বেশ বাক্‌পটু, সামাজিক এবং অবস্থাভিজ্ঞ হতে পারেন; না-হয়, দার্শনিক ভাবযুক্ত, 'মিষ্টিক' ও কল্পনাপ্রিয় হতে পারেন; কিম্বা হয়ত, ধর্ম্ম বা বিজ্ঞানের কোন ব্যাপার নিয়ে নির্জ্জন গবেষণায় জীবন কাটাতে পারেন। বাস্তবিক তাঁকে

বোঝা শক্ত। তাঁর মতামতেরও স্থিরতা নেই। তাঁর মত বহুবার পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন যে-মত ধরেন তখন সুদৃঢ় গোঁড়ামির সঙ্গে তার সমর্থন ক'রে থাকেন—সহস্র যুক্তি তর্কওতাঁকে টলাতে পারে না। অনেক সময় প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ মতই জাতক পোষণ ক'রে থাকেন।

জাতকের জন্ম ধনীগৃহেও হতে পারে দরিদ্রের ঘরেও হ'তে পারে; কিন্তু, যে আবেষ্টনের মধ্যেই তিনি জন্মান তাঁকে প্রায়ই পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতে হয়। প্রথম বয়সে তাঁকে অনেক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠতে হয়; পারিবারিক অবস্থা, অল্প বয়সে মাতা বা পিতার মৃত্যু, পিতা-মাতার কোন রকম অবস্থা-বিপর্য্যয় প্রভৃতি তাঁর উন্নতির পথে বাধা স্বরূপ উপস্থিত হতে পারে—কিন্তু, সে বাধা-বিঘ্ন ঠেলে ফেলে শেষ পর্য্যন্ত তিনি অর্থ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকেন। জাতক উত্তরাধিকারসূত্রেও সম্পত্তি পেতে পারেন; কিন্তু সে সম্পত্তি তিনি পান অনেক বাধাবিঘ্নের পর বা বহু বিলম্বে কিম্বা খুব বেশী বয়সে। সম্পত্তি পেয়েও তা-থেকে অনেক অশান্তির উৎপত্তি হতে পারে এবং সম্পত্তির জন্য পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও অসম্ভব নয়। জাতকের পরিবারে কোন গুপ্ত রহস্য থাকতে পারে। বিশেষতঃ, জাতকের পিতার অথবা শ্বশুরের গুহ্য কারণ জনিত কোন বিশেষ অশান্তি থাকা সম্ভব এবং পারিবারিক অশান্তির জন্য জাতককেও অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে কিম্বা অর্থব্যয় করতে হয়। গৃহভূমির ব্যাপারেও জাতকের অনেক অর্থব্যয় ও অনর্থক উদ্বেগ উপস্থিত হয়। দৈবদুর্ব্বিপাকে কোন গৃহ বা ভূমি নষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়। আটাশ থেকে বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে জাতকের একবার মিথ্যা

অপবাদ, বন্ধন, উচ্চস্থান থেকে পতন, কর্ম্ম বৈফল্য, বায়ুরোগ বা স্নায়ুমণ্ডলীর কোন পীড়া প্রভৃতি অশুভফলের একটা-না-একটা হওয়ার খুব বেশী সম্ভাবনা। প্রথম বয়সে কর্ম্মসম্বন্ধে বাধাবিঘ্ন গেলেও শেষ বয়সে জাতক প্রতিষ্ঠাশালী ও কৃতী ব্যক্তি ব'লে সমাজে মাননীয় হন এবং কোষ্ঠীতে যদি বিশেষ প্রতিকূল যোগ না-থাকে দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে সমাজের অনেক উপকার ক'রে থাকেন। তাঁর জীবন দীর্ঘ হ'লেও তাঁকে প্রায় আজীবন কর্ম্ম করতে হয়—তিনি প্রায়ই এক সঙ্গে দু-রকমের কর্ম্ম ক'রে থাকেন এবং দিনের মধ্যে এক কর্ম্ম কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে আর-এক কর্ম্মে মন দেওয়াই তাঁর পক্ষে বিশ্রামের কাজ করে।

জাতকের ভ্রাতা-ভগ্নীর সংখ্যা মাঝামাঝি রকমের হয়—প্রায়ই ভ্রাতার চেয়ে ভগ্নীর সংখ্যা হয় বেশী। ভ্রাতার জন্য তাঁকে কিছু-না-কিছু অশান্তি ভোগ করতেও হয়; কিন্তু সাধারণতঃ, আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাব থাকে। তাঁর সন্তান-সংখ্যাও খুব বেশী হয় না; সন্তানের জন্য তাঁর বহুব্যয় হওয়া সম্ভব এবং কোন সন্তানের সঙ্গে দীর্ঘবিচ্ছেদেরও আশঙ্কা আছে। সন্তানের জন্য কোন রকম দুশ্চিন্তা ও অপবাদ এবং গুপ্তপ্রণয়ের কোন ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ, ব্যয় ও শত্রুবৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। জাতকের জায়াস্থানও খুব ভাল নয়—স্ত্রীর জন্য কোন রকম অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট হতে পারে; কিন্তু স্ত্রী সাধারণতঃ, অনুগতা হয়ে থাকেন। জাতকের একসঙ্গে দুই বিবাহ হতে পারে; কিম্বা একটি বিবাহ আর-একটি প্রেমের ব্যাপার চলতে পারে। ঐ দুই বিবাহ বা পাশাপাশি দুই প্রণয় ব্যাপারের মধ্যে একটি জাতকের উন্নতির পরিপন্থী বা মানহানি ও অপবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। জাতকের স্ত্রীর জন্য অন্যের

সঙ্গে কলহ ও শত্রুতাও অসম্ভব নয়। গুপ্তশত্রুর দ্বারা এবং বন্ধুরূপী শত্রুর দ্বারা তাঁর বিবাহিত জীবনে ও পারিবারিক জীবনে দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সন্তানের জন্য, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্য তাঁকে অনেক দুঃখভোগ করতে হয় কিম্বা প্রথম সন্তান গর্ভে অথবা অল্পবয়সে বিনষ্ট হয়। জাতকের সমুদ্র-যাত্রার সম্ভাবনা কম; সমুদ্রযাত্রা হ'লেও তা কষ্ট কিম্বা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু স্থলপথে তাঁকে অনেক ভ্রমণ করতে হয়। তাঁর বিদেশে, জলাশয়ের (নদী, সমুদ্র বা হ্রদের) ধারে অথবা জলে মৃত্যু হতে পারে। ভ্রমণকালে, বিদেশবাসের সময় অথবা জাতকের অনুপস্থিতিতে তাঁর পিতা বা মাতার মৃত্যু হতে পারে। জাতকের বন্ধুর সংখ্যা অনেক হয় এবং অনেক বড়লোক বা প্রতিষ্ঠাশালী ও পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। বন্ধুদের দ্বারা এবং বন্ধুদের সাহায্যে তাঁর অনেক উপকার ও কার্য্যসিদ্ধি হতে পারে। কোন সম্ভ্রান্ত বান্ধবী দ্বারা অথবা কোন বণিক্-বন্ধুর দ্বারা জাতক বিশেষ উপকৃত হয়ে থাকেন; কিন্তু কোন স্বার্থপর ও প্রবঞ্চক বন্ধুরূপী শত্রুদ্বারা জাতকের কর্ম্মনাশ, অপবাদ ও অবনতির সম্ভাবনাও আছে। বন্ধুর মত, তাঁর শত্রুর সংখ্যাও অনেক এবং শত্রুরা প্রায়ই তাঁর উপর খড়্গ-হস্ত হয়ে থাকে। যদিও তারা প্রকাশ্যে তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না তাহ'লেও, তারা যথাশক্তি নিন্দা ও অপবাদ প্রচার করে এবং গুপ্তভাবে পারিবারিক ব্যাপারে বিবাদ বাধাবার চেষ্টার কসুর করে না।

জাতকের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল—সহজে কোন কঠিন রোগ হয় না। প্রধানতঃ তাঁর মধ্যে কাণ, গলা ও ফুস্‌ফুসের অসুখের প্রবণতা দেখা যায়। বাত, (Lumbago) লম্বেগো, সায়াটিকা প্রভৃতির প্রবণতাও

থাকতে পারে। ধমনীর স্ফীতি (Varicose veins) এবং উদর রোগ বা শোথেরও সম্ভাবনা আছে। অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগও (যা স্ফীত ধমনীরই রূপান্তর) কষ্টদায়ক হতে পারে। সাধারণতঃ শ্লেষ্মা-জনিত কোন রোগ, উদর রোগ বা শোথ রোগে এবং জলে ডুবে অথবা সর্পাদি দংশনে জাতকের মৃত্যু হয়ে থাকে।

যে সকল বিখ্যাত নরনারীর জন্মকালে ধনুর উদয় হয়েছিল তাঁদের জনকয়েকের নাম—

স্বামী বিবেকানন্দ, ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড, টিপু সুলতান, ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন, ৺দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ছায়াচিত্রের সীড্নে ফক্স্ প্রভৃতি।

মকর লগ্ন

যাঁর মকর লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

মকর লগ্নের জাতকের প্রকৃতিতে সন্দিগ্ধচিত্ততা ও দুঃখবাদীর ভাব একটা প্রধান লক্ষণ। সব জিনিষের অশুভ দিক্‌টাই তাঁর মনে আগে আসে। তাঁর মধ্যে যথেষ্ট উচ্চাভিলাষ আছে এবং অনেক বড়-বড় কাজ তাঁর দ্বারা হতে পারে; কিন্তু তা সত্বেও, তাঁর জীবন প্রায়ই সুখহীন হয়। তিনি একটু কড়া মেজাজের লোক হয়ে থাকেন এবং তাঁর কথাবার্ত্তা স্পষ্ট এবং রূঢ় ভাবাপন্ন হওয়া সম্ভব। জাতক বহুভাষী হতে পারেন; কিন্তু তাঁর উচ্চারণের কোন রকম দোষ বা অসাধারণত্ব থাকতে পারে। তিনি প্রায়ই প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে থাকেন—অপরিচিতের সম্মুখে তিনি প্রায়ই নির্ব্বাক্ ও গম্ভীর হয়ে থাকাটা পছন্দ করেন; কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তেমনি তাঁর মুখ ছোটে অবাধে। তাঁর কথা-বার্ত্তার মধ্যে যুক্তির চেয়ে জোর বেশী। তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রবল, এবং তিনি যে-কোন উপায়ে হোক্ অভীপ্সিত কর্ম্ম সাধন ক'রে তবে ক্ষান্ত হন। তাঁর যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রবল, তেমনি অধ্যবসায় এবং একটা কাজে লেগে থাকবার ক্ষমতাও আছে—যে কোন কাজ শেষ করবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ। মধ্যে মধ্যে একটা নৈরাশ্য ও অবসাদের ভাব তাঁর মধ্যে আসে বটে, কিন্তু তিনি সহজে তা দূর করতে পারেন। তিনি বেশ সপ্রতিভ এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং তাঁর মধ্যে একটা কলহ-

প্রিয়তাও লক্ষিত হয়। কারো সঙ্গে শত্রুতা হ'লে, তিনি সহজে তাকে ক্ষমা করেন না—অনেকদিন ধ'রে তাঁর মনে প্রতিশোধস্পৃহা জেগে থাকে।

জাতক একটু বৃদ্ধ-ভাবাপন্ন হতে পারেন; তাঁর মধ্যে হিসাব ও সাবধানতা যথেষ্ট আছে। তিনি বেশ বুঝে সুঝে, চারদিক্ দেখে-শুনে কাজ করতে চান—এবং অধিকাংশ সময় তা ক'রেও থাকেন। কিন্তু যখন একটা কোন কাজের উপর ঝোঁক চাপে, তখন হিসাব-জ্ঞান বড় থাকে না; ফল, ভাল-মন্দ যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত না-দেখে ছাড়তে চান না। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে জাতকের মধ্যে আন্তরিকতা থাকবে বটে, কিন্তু, অদৃষ্টচক্রে স্নেহের পাত্রের সঙ্গে মিলন কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারবে না, এবং পুরাতনের জন্য মন কাঁদলেও, তাঁকে নূতন স্নেহের বন্ধন খুঁজতে হবে। সাধারণতঃ নিজের চেষ্টা, বুদ্ধি ও গুণপণার জোরে জাতক অর্থোপার্জ্জন ও প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকেন—কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যেও তাঁর অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। ফাটকার (Speculation) ব্যাপারেও জাতকের কিছু লাভ হতে পারে। কোন স্ত্রীলোকের তরফ থেকে অথবা কোন উদ্ভাবন-আবিষ্কারের দ্বারা এবং কোন সংসদ্ পরিষদের সংশ্রবেও, তাঁর অর্থলাভ হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু, প্রধানতঃ তাঁর নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয় বেশী।

জাতকের ভ্রাতাভগ্নীর সংখ্যা প্রায়ই বেশী হয় (যদি-না কোষ্ঠীতে বিশেষ বিরুদ্ধ-যোগ থাকে)—কিন্তু ভ্রাতাভগ্নীর জন্য জাতককে অনেক ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি ভোগ করতে হয়—তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের জন্য জাতককে অনেক দুঃখ পেতে হয়, কিম্বা তাদের সঙ্গে জাতকের শত্রুতাও হতে পারে। অন্য আত্মীয়-স্বজনের জন্যও জাতককে নানারকমে বেগ

পেতে হয়। জাতকের পিতা অথবা মাতার জন্যও কিছু অশান্তি ভোগ করতে হয় এবং কোন গুরুজনের দ্বারা উন্নতির বাধা হতে পারে। পিতা বা মাতার জন্য জাতকের বিবাহিত জীবনে কোন অশান্তি উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়; পারিবারিক কারণে অথবা নিজের অবস্থা বিপর্য্যয়ের জন্য ও জাতকের বিবাহে বাধা বা বিলম্ব হওয়া বিচিত্র নয়—জাতকের বিবাহিত জীবন প্রায়ই সুখকর হয় না। জাতকের স্থলপথে অনেক ভ্রমণ হয়ে থাকে, এবং অনেক সময় কোন গুহ্য কারণে অথবা কর্ম্মসিদ্ধির জন্য জাতককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ করতে হয়। ভ্রমণের সময় গুপ্তশত্রুর দ্বারা কোনরূপে আক্রান্ত হবার আশঙ্কাও দেখা যায়। শৈশবে অথবা বাল্যকালে জাতকের আগুন থেকে কোন রকম দুর্ঘটনা অথবা অস্ত্রের দ্বারা আঘাত কিম্বা অস্ত্রোপচারের আশঙ্কা আছে। অতি-শৈশবে আঘাতাদি লেগে হাতের বা পায়ের কোন রকম বিকৃতিও অসম্ভব নয়। অল্পবয়সে জাতকের পিতৃবিয়োগ কিম্বা পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে। জাতকের সন্তানসংখ্যা খুব বেশী হয় না—পুত্রের চেয়ে কন্যার সংখ্যাই প্রায় বেশী হয়। সন্তানের জন্য জাতকের প্রতিষ্ঠা বা কর্ম্মের কোন রকম বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে; অথবা সম্মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য সন্তানের কোন ক্ষতি হওয়া সম্ভব। স্নেহ-প্রীতির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তজ্জন্য সম্মান বা প্রতিষ্ঠাহানির আশঙ্কাও আছে। ভ্রমণের সময় বা ভ্রমণের দরুণ, জাতকের কোন রকম পীড়া বা শারীরিক কষ্ট হতে পারে; অথবা, অস্বাস্থ্যের জন্যও মধ্যে মধ্যে তাঁকে ভ্রমণ বা স্থান-পরিবর্ত্তন করতে হয়।

জাতকের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় না। তিনি খুব অল্পবয়সে

বিবাহ করতে পারেন এবং একাধিক বিবাহ করতে পারেন ; কিম্বা, বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী হতে পারেন। একাধিক বিবাহ হ'লে প্রথম স্ত্রীর প্রায় মৃত্যু হয় এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সাহচর্য্যে জাতকের সুখ ও সৌভাগ্যলাভ হয়ে থাকে। বিবাহ বা বিবাহিত জীবনের ব্যাপার তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে একটা মস্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং হৃদয়ের ব্যাপার থেকে তাঁর জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটে—তা সে ভালর জন্যই হোক্ আর মন্দর জন্যই হোক্। স্ত্রীর এবং দাম্পত্য-জীবনের প্রভাব তাঁর কর্ম্মজীবনেও অভিব্যক্ত হবে এবং তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, সাধারণের কাছে সে প্রভাবের মর্ম্ম অবিদিত থাকবে না।

জাতকের কর্ম্মে যত উন্নতি হবে অথবা যত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভ হতে থাকবে, সেই সঙ্গে তাঁর শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাও বেড়ে চলবে—এমন কি আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারস্থ ব্যক্তিরাও তাঁর উন্নতি ঈর্ষার চক্ষে দেখবেন, এবং কুটুম্ব ও স্ত্রী-পক্ষের বা মাতৃ-পক্ষের আত্মীয়ের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর ক্ষতি করতে যথেষ্ট চেষ্টা করবেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে এক্‌জিকিউটিভ্ কর্ম্মচারী, পুলিশ বিভাগ, সামরিক বিভাগ, পোষ্ট-টেলিগ্রাফ, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ভূম্যধিকারী, চিকিৎসক প্রভৃতি অনেক থাকবে। শেষ বয়সে মৃত্যু তাঁর বন্ধুদের মধ্যে অনেককেই এক এক ক'রে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর শেষ জীবনে তাঁর উপর খুব বেশী প্রভাব স্থাপন করবেন, কিন্তু সে প্রভাবে তাঁর কর্ম্মহানি, অপবাদ বা প্রতিষ্ঠাহানির কারণ হয়ে দাঁড়াবার আশঙ্কা আছে। অন্ততঃ সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি এমন কোন

কাজ ক'রে বসবেন, যার জন্য তাঁকে অনুতাপ করতেই হবে। তা ছাড়া, অনেক আত্মীয়স্বজন বা অনুগত ও প্রতিপালিত ব্যক্তি তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে অথবা কতকগুলি শত্রু একত্র মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করতে পারে। সেই শত্রুদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি, এবং নগণ্য ও সামান্য ব্যক্তি, দুই-ই থাকা সম্ভব। শেষ বয়সে জাতকের আশাভঙ্গ ও কর্ম্মহানি বা প্রতিষ্ঠাহানির আশঙ্কা আছে।

জলযাত্রা বা তীর্থযাত্রা জাতকের পক্ষে বিপদসঙ্কুল হওয়া সম্ভব। তাতে তাঁর ক্ষতি, পীড়া, শারীরিক কষ্ট ও নানারকম অশান্তি হতে পারে। ভ্রমণের সময় বিবাদ-বিসম্বাদের আশঙ্কাও আছে ; কিম্বা, এ-ও হতে পারে যে, ক্ষতি, বিবাদ ও অসুস্থতা প্রভৃতি কারণেই তাঁর জলযাত্রা বা তীর্থযাত্রা আবশ্যক হয়ে পড়বে। ভ্রমণকালে কোন ব্যক্তির দ্বারা আঘাত-প্রাপ্তি কিম্বা বাহন থেকে পতন প্রভৃতি উৎপাতেরও ভয় আছে।

জাতকের স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ—ঠাণ্ডা-লাগা, শ্লেষ্মার বিকার এবং রক্ত চলাচলের অথবা বায়ু চলাচলের বাধা। হাতে ও হাঁটুতে বাতের ব্যথা, পেটে বায়ুজনিত শূলব্যথা, পেটফাঁপা, মৃগী, পক্ষাঘাত প্রভৃতির প্রবণতা জাতকের মধ্যে থাকা সম্ভব। বিষাদখিন্নতা এবং রোগোন্মাদ প্রভৃতি বায়ু-রোগও জাতকের হতে পারে। অজীর্ণ-রোগ, পতনাদি, অস্ত্রোপচার, রাজরোষ প্রভৃতি কারণে জাতকের মৃত্যু হতে পারে। অপরের সঙ্গ, আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীতাদির চর্চ্চা প্রভৃতি দ্বারা জাতকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। জাতকের পক্ষে বেশী ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল।

যে সকল খ্যাতনামা নরনারীর মকর লগ্নে জন্ম হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম—

ক্রম্‌ওয়েল, ছত্রপতি শিবাজী, আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ডাক্তার ভাণ্ডারকর, ৺ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ৺জষ্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত অভিনেতা র‍্যামন্ নোভারো, নেল্ হ্যামিল্টন্, অভিনেত্রী জেনিভিভ্ টবিন্ প্রভৃতি।

কুম্ভ লগ্ন

যাঁর কুম্ভ লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

কুম্ভলগ্নের জাতক একটু খামখেয়ালি ধরণের লোক ; তাঁর চালচলন বা ভাবভঙ্গীর মধ্যে প্রায়ই কোন-না-কোন রকম অসাধারণত্ব থাকে। বিজ্ঞানের দিকে এবং গুহ্যবিদ্যা, যোগ, সম্মোহন, জ্যোতিষ প্রভৃতির দিকে তাঁর কিছু ঝোঁক থাকা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাহিত্য ও শিল্পের দিকেও তার অনুরাগ থাকতে পারে—নিজে কার্য্যতঃ কিছু করুন আর নাই-করুন, অন্ততঃ এই সব ব্যাপারে উৎসাহ দিতে তিনি পরাঙ্মুখ নন্। তিনি নির্জ্জনতা ভালবাসেন—সমাজে মেশার চেয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা তাঁর বেশী প্রিয় এবং সময় সময় একান্তে থেকে নিজের চিন্তা নিয়ে থাকা তিনি খুব বেশী পছন্দ করেন। তাঁর অনুভূতিগুলি বেশ গভীর—তাঁর একাগ্রতা খুব দীর্ঘকাল-স্থায়ী। স্নেহ বা প্রীতির ব্যাপারে তাঁর মধ্যে বেশ একনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় ; তিনি যাকে ভালবাসেন তার কাছে নিজেকে একান্ত-ভাবে দান করেন—সেক্ষেত্রে জাতিকুল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, নিন্দা-প্রশংসার কথা তাঁর মনেই আসে না। তিনি হয়ত নিজের স্ত্রীর একান্ত অনুরক্ত ও আদর্শ স্বামী হতে পারেন ; আবার, যদি অন্য স্ত্রীলোকের উপর তাঁর স্নেহ বা প্রীতি অর্পিত হয়, তাহ'লে সব কলঙ্ক তুচ্ছ ক'রে, সমাজের ও পরিবারের সকল গঞ্জনা মাথায় ক'রে নিতে পারেন।

সাধারণতঃ, তাঁর ইচ্ছাশক্তি অদম্য—সহস্র বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তিনি অটলভাবে নিজের কাজ সিদ্ধ করেন। জাতক নির্জ্জনতা-প্রিয় বটে, কিন্তু তিনি মনুষ্যদ্বেষী নন। তিনি সাধারণতঃ প্রফুল্লচিত্ত ও সদানন্দ ধরণের লোক; তাঁর সামাজিক ব্যবহার মাধুর্য্যপূর্ণ এবং কথাবার্ত্তা বেশ মোলায়েম। বন্ধু-হিসেবে তাঁর কাছ থেকে অকৃত্রিমতা ও প্রগাঢ়তা দুই-ই পাওয়া যায় এবং তিনি যদিও একরোকা লোক, তাহ'লেও তাঁর মনের মধ্যে বিদ্বেষ বেশীদিন স্থান পায় না। সঙ্গীত, নাট্যকলা, প্রভৃতির দিকেও তাঁর কিছু অনুরাগ থাকা অসম্ভব নয়।

উচ্চপদ, প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ জাতকের অকাম্য নয়; কিন্তু পদ, প্রতিষ্ঠা বা অর্থ-প্রাপ্তির পক্ষে নানারকম বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই কাম্যবস্তু তাঁর করায়ত্ব হয় না; কিম্বা, বাধাবিঘ্ন ও বিলম্বে নিরুৎসাহ হয়ে জাতক যখন সব আশা ত্যাগ করেন, তখন অকস্মাৎ ও অযাচিতভাবে প্রার্থিত সম্মান বা অর্থ তাঁর হাতে এসে পড়ে। জাতক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন নিজের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও কৃতিত্বের ফলে। কিন্তু জাতক যথেষ্ট পরিশ্রম করলেও, অপরের উপর তাঁর ভাগ্য খুব বেশী নির্ভর করে। তাঁর অর্থাগমের ব্যাপারে নানারকম বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়—আর্থিক উন্নতি সহজে হয় না; কর্ম্মক্ষেত্রে গুপ্তশত্রুর শত্রুতা, গুপ্তষড়যন্ত্র অথবা তাঁর মুরুব্বী মহলে মৃত্যু তাঁর উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময়, ন্যায়তঃ প্রাপ্য অর্থের এক ভগ্নাংশ মাত্র পেয়ে থাকেন। ধর্ম্মযাজক, আইনজ্ঞ, অধ্যাপক, বিদ্বানব্যক্তি ও সাধুব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি অনেক সময় যথেষ্ট সাহায্য পেয়ে থাকেন; এবং প্রত্যক্ষভাবেই হোক্ আর পরোক্ষভাবেই হোক্, তাঁরা তাঁর উন্নতির পক্ষে

সাহায্য করতে পারেন। স্বজনের কাছ থেকে সময় সময় তিনি সাহায্য পেতে পারেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য উপায়ে, ভূমিসম্পত্তিলাভ অসম্ভব নয়; কিন্তু অনেক সময় তা বিশেষ ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অর্থপ্রাপ্তির জন্য বা কর্ম্মোপলক্ষে তাঁকে প্রায়ই ছোট-বড় ভ্রমণ করতে হয়। কোন ভাই বা ভগ্নী অথবা কোন আত্মীয়ের দ্বারা তাঁর কর্ম্মস্থলে বিশেষ ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হতে পারে; এবং সাধারণতঃ আত্মীয়বর্গের জন্য জাতকের প্রতিষ্ঠা বা সম্মানের হানি হওয়া সম্ভব। কোন কাগজপত্র, লেখাপড়ার ব্যাপার, খাতাপত্র বা দলীল-দস্তাবেজের জন্যও কর্ম্মস্থানে ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হওয়া সম্ভব—তাঁর কাজকর্ম্মের প্রকৃতি এরকম হওয়া সম্ভব যাতে লেখাপড়া, দলীলপত্র বা রিপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে খুব বেশী খাঁটাখাঁটি করতে হয়। জাতকের একসঙ্গে দুইটি উপায়ে অর্থাগম হতে পারে এবং তাঁর কাজকর্ম্মের মধ্যে গোপনীয়তা একটা প্রধান অঙ্গ হতে পারে। পুলিশ বিভাগের কাজ, ডিটেক্‌টিভের কাজ, সামরিক বা রাসায়নিক বিভাগের কাজ, আবগারী বিভাগের কাজ, সরকারী রাজনৈতিক বিভাগের কাজ অথবা ঐ রকম কোন দায়িত্বপূর্ণ গোপনীয় কাজ, কোন রাসায়নিক কিম্বা যন্ত্র-সংক্রান্ত গুপ্ত পেটেণ্ট-প্রক্রিয়া প্রভৃতির কাজ, এর যে কোন একটা জাতকের হওয়া সম্ভব। এছাড়া, যে কাজে মৃত্যু ও মৃতব্যক্তির সংশ্রব আছে এবং দেনা-পাওনা জড়িত সব কাজও জাতকের হতে পারে। মহাজনী কাজ, ইনসিওরেন্সের কাজ, চিকিৎসকের কাজ, এবং যে সব কাজে ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপার জড়িত আছে, তাও জাতক করতে পারেন।

জাতকের ভূমি-সম্পত্তি প্রায়ই হয়ে থাকে, যদিও ভূমির জন্য উদ্বেগ,

অশান্তি কি দুশ্চিন্তা হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর ভাই-ভগ্নীর সংখ্যা বড় বেশী হয় না। ভাই-ভগ্নী থাকলেও, পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বড় দেখা যায় না এবং ভাই-ভগ্নীর বিবাহে জাতক স্বয়ং জড়িত হতে পারেন, কিম্বা তার জন্য নানারকম অশান্তি ঝঞ্ঝাট ভোগ করেন। ভ্রমণকালেও জাতকের কোন রকম বিপদ-আপদ হতে পারে, কিন্তু জাতক ভ্রমণ খুব ভালবাসেন এবং অনেক সময় বিনা-কাজেই ঘোরাঘুরি ক'রে থাকেন। জাতকের সন্তান-সংখ্যা খুব বেশী হয় না—বিশেষতঃ পুত্রের সংখ্যা কখনই বেশী হয় না। তাঁর প্রথম সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না; এবং সন্তানদের মধ্যে কারো কারো উৎপাত অভিঘাত (পতন, অস্ত্রাঘাত) প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে অথবা কোন সন্তানের সহসা মৃত্যু হতে পারে। জাতকের যমজ সন্তান হওয়াও অসম্ভব নয়। জাতকের পিতার অবস্থা মন্দ হয় না। তাঁর ভূসম্পত্তি থাকা সম্ভব; কিন্তু জাতকের অল্পবয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হতে পারে কিম্বা যে কোন কারণেই হোক্, অভিভাবকহীন হয়ে তাঁকে অল্প বয়সেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। তিনি প্রায়ই পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ ক'রে বিদেশে বাস করেন এবং বিদেশে তাঁর গৃহ ও ভূসম্পত্তি হওয়া সম্ভব। শেষ জীবন প্রায় বিদেশেই অতিবাহিত হয়।

জাতক প্রায় উচ্চবংশে বিবাহ ক'রে থাকেন এবং তাঁর বিবাহিত জীবন প্রায়ই শান্তিপূর্ণ হয়। তাঁর স্ত্রীর চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি ললিত কলার দিকে ঝোঁক এবং তাতে কম বেশী পারদর্শিতা দেখা যায়। বিবাহ প্রায় কম বয়সেই হয়ে থাকে। জাতক নিজের দোষে বিবাহিত জীবনের সুখ নষ্ট করতে পারেন। অনেক সময় জাতক নিজেই নিজের

বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ান এবং কোন গুহ্যব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয়ে নির্ব্বাসিত অথবা কারারুদ্ধ হ'তে পারেন; কিম্বা তাঁকে কর্ম্মোপলক্ষে এমন স্থানে বাস করতে হয়, যা লোকালয় থেকে বহুদূরে এবং যেখান থেকে সমাজের সঙ্গে সংশ্রব রাখা দুষ্কর, অথবা তাঁর এমন কোন ব্যাধি হতে পারে যাতে দীর্ঘকালের জন্য বাধ্য হয়ে গৃহে আবদ্ধ থাকতে হয়। জাতকের বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশী হয় এবং উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজে তাঁর অবাধ গতিবিধি থাকা সম্ভব। আইন-ব্যবসায়ী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে এবং বিদেশীয় ধনশালী ব্যক্তিদের মধ্যেও তাঁর প্রকৃত হিতকামী বন্ধু দেখতে পাওয়া যায়, এবং তাঁদের দ্বারা তিনি আর্থিক হিসাবেও উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাশালী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে তাঁর দু'চারজন শত্রু থাকতে পারে, যাঁরা তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার চেষ্টা করতে পারেন। সে যাই হোক্, জাতকের বন্ধুর সংখ্যা খুব বেশী হয় এবং বন্ধু-মহলে তাঁর বেশ খাতির থাকে।

জাতকের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার উপর জাতকের আত্মীয়-স্বজনের একটা প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজন উচ্চপদস্থ হ'লেও, প্রায়ই গর্ব্বিত প্রকৃতির লোক হয়ে থাকেন। কোন মুরুব্বী অথবা আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য তাঁর কর্ম্ম বা প্রতিষ্ঠার, কোনরকম হানি হওয়া অসম্ভব নয়—এবং কোনরকম শোক অথবা ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য তাঁর মানসিক বৈকল্য ও সেই কারণে কর্ম্মহানির আশঙ্কা আছে। জাতক উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি পেতে পারেন এবং তাঁর সন্তানদেরও কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে অর্থ বা সম্পত্তি পাবার সম্ভাবনা আছে। পিতামাতার জন্য, পারিবারিক কারণে অথবা

ভূসম্পত্তির জন্য জাতককে বিদেশ-ভ্রমণ অথবা তীর্থযাত্রা করতে হয়। বিদেশে ভূমিলাভ অথবা গৃহাদি নির্ম্মাণ অসম্ভব নয়, এবং পৈত্রিক সম্পত্তির জন্য বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা এমন কি প্রকাশ্য শত্রুতাও হতে পারে। বিবাহ-উপলক্ষেও তাঁর বিদেশযাত্রা ঘট্‌তে পারে। স্ত্রীর অথবা কোন আত্মীয়ার সম্পত্তি নিয়েও বিবাদ-বিসম্বাদ অসম্ভব নয়; কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয় না।

জাতকের মধ্যে বাত ও বায়ুরোগের প্রবণতা থাকা সম্ভব। নাড়ীশূল, অজীর্ণ, পাকস্থলীর ও অন্ত্রের-বৈকল্য, রক্তবিকৃতি—কাউর, গরল প্রভৃতি, শিরঃশূল, আঙুলে বাত, প্রভৃতি পীড়া জাতকের হতে পারে। জাতকের প্রকাশ্যভাবে বা প্রকাশ্যস্থলে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়—কর্ম্মোপলক্ষে ভ্রমণের সময় অথবা কর্ম্ম করতে করতে জাতকের মৃত্যু হতে পারে। শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক প্রফুল্লতা এবং ঔষধসেবন জাতকের নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

যে সকল খ্যাতনামা নরনারীর জন্মসময়ে কুম্ভের উদয় হয়েছিল, তাঁদের জনকয়েকের নাম ঃ—

কবি ঈশ্বর গুপ্ত, ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, বিখ্যাত অভিনেতা জন্ গিল্‌বার্ট ও কে ফ্রান্সিস্।

মীন লগ্ন

যাঁর মীন লগ্নে জন্ম, তাঁর এই রকম ফল হবে—

মীন লগ্নের জাতক নিজের গুণপণার জোরে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁর প্রকৃতি বোঝা শক্ত। তাঁর প্রকৃতিতে বহুমুখীনতা এবং যে-কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ্ খাইয়ে নেবার শক্তি যথেষ্ট আছে—কাজেই, অন্যের সাহচর্য্য তাঁর প্রকৃতির উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে। জাতকের মধ্যে মানসিকতা খুব প্রবল; দয়া, সহানুভূতি, উদারতা প্রভৃতি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গুণ। জাতক ভাবপ্রবণ, কল্পনাকুশল এবং অদ্ভুত খেয়ালী। রোমান্সের দিকে এবং আজগুবি কল্পনার দিকে তাঁর ঝোঁক থাকা সম্ভব। জাতকের মধ্যে কবিত্বের অনুভূতি আছে এবং তাঁর মধ্যে অধ্যয়নশীলতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর ভাল জিনিষগুলির দিকে এবং সৌন্দর্য্যের দিকে তাঁর প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। তাঁর উপভোগের ক্ষমতাও অসীম; সব জিনিস থেকে তিনি নিংড়ে রস বার ক'রে নিতে পারেন। তিনি ভোগী প্রকৃতির লোক হ'লেও একান্ত আত্মপরায়ণ নন—তাঁর মধ্যে উদারতা ও বদান্যতারও অভাব নেই, এবং তিনি এ চান না যে, তাঁর ভোগ অন্য কাউকে পীড়া দিক্। তিনি মোটের উপর চান আনন্দ এবং সেইজন্য তাঁর মধ্যে কতকটা চঞ্চলতা দেখা যেতে পারে। তাঁর কামনা পরিবর্তনশীল হ'লেও তাঁর মধ্যে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা আছে, এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা থাকলেও তা

কখনও রূঢ়ভাবে প্রযুক্ত হয় না—তাঁর হুকুমের সঙ্গে মাধুর্য্য মেশান থাকে। তাঁর মধ্যে সৃষ্টি-ক্ষমতা আছে এবং তাঁর মন নিত্য নূতনভাবের সন্ধানে ফেরে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতির দিকে জাতকের একটা অন্তরের টান দেখা যায়, এবং সময়ে সময়ে ঐ সব ব্যাপারই তাঁর জীবনের মুখ্য অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। জাতকের মধ্যে নানাবিষয় শেখবার ইচ্ছা ও শক্তি দুইই আছে এবং যদিও জাতক বিবাদ-বিসম্বাদ ভালবাসেন না ও অনেক সময় খাতিরে অন্যের কথায় সায় দিয়ে যান, তাহ'লেও তাঁর মধ্যে সমালোচনার শক্তির অভাব নেই। প্রয়োজন মত তিনি অপক্ষপাত সমালোচনা করতে বেশ পটু এবং সে সমালোচনার মধ্যে বিদ্বেষপ্রসূত ঝাঁঝ পাওয়া যায় না। জাতক সহজে রাগেন না, তেমনি আবার একবার রেগে উঠলে সহজে শান্ত হন না; কিন্তু তাহ'লেও হীনভাবে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা প্রায় তাঁর মনে আসে না—তিনি যদিই প্রতিশোধ নেন্ তা মহৎভাবেই নিয়ে থাকেন। জাতকের মধ্যে লেখবার অথবা বক্তৃতা দেবার শক্তি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব; এবং সমাজে তাঁর ব্যবহার শিষ্টতাপূর্ণ ও কথাবার্ত্তা মধুর অথচ সুন্দর ব'লে বিবেচিত হয়। প্রত্যেক বিষয়ে জাতকের ঔদার্য্য একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ। কোন বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামির বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না, এবং নিজের বিরুদ্ধ-মতও শান্তভাবে শোনবার ও বিচার করবার শক্তি তাঁর মধ্যে বেশ আছে। তিনি প্রায়ই কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত থাকেন এবং নানারকমের কাজ করলেও অধিকাংশ স্থলেই তাঁর চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। জাতকের নানাবিষয়িণী যোগ্যতা আছে, এবং তিনি প্রায়ই একসঙ্গে দু'তিন

রকমের কাজ ক'রে থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই, তিনি নিজের চেষ্টা দ্বারাই অর্থোপার্জ্জন ও উন্নতি করেন। তাঁর স্ব-রচিত গ্রন্থাদি থেকে অথবা কোন রকম কলা বা শিল্পের দ্বারা তাঁর অর্থোপার্জ্জন হওয়া সম্ভব; বিদেশে অথবা ভ্রমণের দ্বারাও তাঁর সম্মান ও খ্যাতি লাভ হতে পারে। নিজের বিদ্যার জন্য অথবা আইনের ব্যবসায়ে, কিম্বা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অথবা ধার্ম্মিক ব্যক্তি ব'লে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হওয়া অসম্ভব নয়। বিদ্যাসংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সংশ্রবে অথবা কোন হিতকর কাজে দানের দ্বারাও তিনি বিখ্যাত হ'তে পারেন। মোট কথা, মীন লগ্নের জাতক প্রায়ই স্বনামধন্য পুরুষ হয়ে থাকেন। তাঁর পিতা বিখ্যাত লোক হতে পারেন; কিন্তু তাঁর দ্বারা জাতকের বিশেষ সাহায্য হয় না। তাঁর ভাই-বোনের সংখ্যা প্রায়ই বেশী হয়; কিন্তু ভাই-বোনের মধ্যে কারো কারো অকাল-মৃত্যুর আশঙ্কা আছে এবং তাঁর সব ভাই-ভগ্নী প্রায় তাঁর আগেই মারা যান। আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রবে তাঁর অর্থাগমের সাহায্য হওয়া সম্ভব এবং সব বিষয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজন প্রায়ই তাঁর গুণের পক্ষপাতী হন—কিন্তু কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্যে এবং বিদেশ-ভ্রমণে বহু অর্থব্যয় বা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাঁর সন্তানও অনেকগুলি হয়ে থাকে—সাধারণতঃ কন্যার সংখ্যা বেশী হয়। সন্তানরা প্রায়ই সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকে। সন্তানদের অনেক ভ্রমণ করতে হয় এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমুদ্রযাত্রা বা দূর তীর্থযাত্রাও ক'রে থাকেন—সন্তানদের বহু বাস-পরিবর্ত্তন এবং কারো কারো কর্ম্মপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সন্তানদের জন্য জাতকের কিছু দুশ্চিন্তা অবশ্যম্ভাবী; বিশেষতঃ কোন

কন্যার জন্য বিশেষ চিন্তা ও অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। পিতা-মাতার পক্ষ থেকে জাতকের বিশেষ সাহায্য হয় না—পৈত্রিক সম্পত্তি পেলেও তা নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট, অশান্তি ও বিবাদ-বিসম্বাদের আশঙ্কা আছে। পৈত্রিক সম্পত্তি ও পৈত্রিক বাসস্থান বিবাদাদিতে বিভক্ত হতে পারে। তাঁর দুই স্বতন্ত্র বাসগৃহ থাকা সম্ভব এবং দুই গৃহেই তাঁর গৃহস্থালী পাতা থাকতে পারে।

জাতকের বিবাহিত জীবন খুব সুখের হয় না ; তাঁর স্ত্রী চির-রুগ্না হতে পারেন অথবা তাঁর সঙ্গে জাতকের ভাল রকম বনিবনাও না হইতে পারে ; কিম্বা সাংসারিক কি বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মতভেদ হতে পারে—কিম্বা তাঁর স্ত্রী কোন রকম মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হতে পারেন। আত্মীয়স্বজনের জন্য এবং গৃহস্থালীর ব্যাপারের জন্য এবং জাতকের মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কোন আত্মীয়ার জন্য বিবাহিত জীবনে অনেক ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়। জাতকের স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু অর্থ বা সম্পত্তি পেতে পারেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর প্রায়ই অল্পবয়সে মৃত্যু হয় এবং তার পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারেন,—কিম্বা এমনও হতে পারে যে, যে কোন কারণেই হোক্ তিনি একসঙ্গে দুই বিবাহ করতে পারেন ; কিম্বা স্ত্রী সত্বেও অপর একটি প্রেমের ব্যাপার দীর্ঘকাল ধ'রে চলতে পারে। জাতকের অনেক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশীয় বন্ধু থাকতে পারে এবং তাদের দ্বারা তাঁর কর্ম্ম, যশ ও প্রতিপত্তি বাড়াবার পক্ষে সাহায্য হয়। কিন্তু এই বন্ধুদের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক তাঁর ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তাকে অপদস্থ করতে যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র করতে কসুর করে না। তাঁর বন্ধুবর্গ সাধারণতঃ শক্তিশালী

ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি হ'লেও, তাঁর বন্ধু অনেক পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে। তাঁর শত্রুদের মধ্যেও কেউ কেউ তাঁর বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়, আবার অনুগত বন্ধুদের মধ্যে কোন ধর্ম্মের গোঁড়া, নীতিবাগীশ অথবা বিষয়ীলোক তাঁর ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে। বন্ধু ও অনুগত ব্যক্তির জন্য জাতকের অনেক খরচপত্র হওয়া সম্ভব এবং ভৃত্যাদির জন্য তাঁর পারিবারিক অথবা বৈষয়িক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। জাতক অসাধারণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন, যদি কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি ও সূর্য্য বিশেষ দুর্ব্বল না হয়। অবশ্য সেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠালাভের যোগ্যতা তাঁর মধ্যে আছে। তিনি এক সঙ্গে দু'তিন রকমের কর্ম্ম করতে পারেন, এবং কর্ম্মের অনুরোধে অথবা খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে অনেক বার বিদেশে যেতে হয়। তাঁর বহুভ্রমণের সম্ভাবনা আছে এবং সমুদ্রভ্রমণকালে অথবা নদীবক্ষে তাঁর কোন রকম বিপদ-আপদেরও আশঙ্কা আছে।

কোন প্রকাশ্য শত্রু জাতকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। হৃদ্‌রোগের অথবা ফুস্‌ফুসের রোগের, কিম্বা মস্তিষ্ক কি মূত্রগ্রন্থির রোগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকা সম্ভব। পায়ের পাতায় বা গোড়ালিতে কোন রকম আঘাত লাগা, চোখের কোন রকম অসুখ এবং আগুন থেকে কোন রকম উৎপাত-অভিঘাতের আশঙ্কাও আছে। বায়ু পরিবর্ত্তন, সমুদ্রের উপকূল অথবা পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস জাতকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

যে সকল খ্যাতনামা নর-নারীর জন্ম সময়ে মীন উদিত হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনের নাম—

লগ্ন-ফল

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺এ্যানি বেশান্ত, ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ৺মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺স্বামী সারদানন্দ, ৺জষ্টিস্ রমেশ মিত্র, ৺জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ, ছায়াচিত্রের উইলিয়াম্ পাওয়েল্ প্রভৃতি।

রাশি-ফল

মেষ রাশি

এই রাশির জাতকের প্রকৃতিতে হঠকারিতা এবং স্বাধীনতা-প্রীতি লক্ষিত হইবে। তিনি প্রায়ই নিজের মতে কাজ করবেন এবং অনেক সময় বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন, কিম্বা তাদের পরামর্শের বিরুদ্ধে চলবেন। এক এক সময় তাঁর মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে পড়তে পারে এবং তিনি সহজেই রেগে উঠতে পারেন; কিন্তু তাঁকে শান্ত করাও শক্ত নয়—অতি অল্প চেষ্টাতেই তিনি প্রসন্ন হন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি তীব্র ও রুক্ষ জিনিষ পছন্দ করেন—বেশী শুষ্ক এবং ভাজা জিনিষ তাঁর প্রিয়। তাঁর মধ্যে খেয়ালের ভাব আছে এবং সেইজন্য তাঁর মধ্যে চঞ্চলতা এবং ভ্রমণ ও পরিবর্ত্তনের নেশা থাকতে পারে। তিনি বন্ধন ভালবাসেন না এবং রুটীন-মাফিক কাজের উপর তাঁর একটা বিতৃষ্ণা থাকা সম্ভব। তাঁর কোন রকম খ্যাতি হওয়া সম্ভব—তা সে সু-ই হোক্, আর কু-ই হোক্। তিনি নিজের কর্ম্মে অথবা নিজের সমাজে প্রায়ই প্রাধান্য লাভ ক'রে থাকেন এবং—ছোট-বড় কোন ব্যাপারের মাথার

উপর থাকা তাঁর পক্ষে খুব সম্ভব। তিনি নিজের পরিবারের মধ্যে প্রায়ই কর্ত্তা হয়ে থাকেন। তাঁর মাথার কোন অসুখ অথবা মাথায় কোন রকম আঘাত লাগা, কি মাথায় স্ফোটকাদি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। তাঁর মাতার অথবা তাঁর সাধারণ পারিবারিক ব্যাপারের প্রভাব তাঁর উপর খুব বেশী হয়; কিন্তু সে প্রভাবের ফল প্রায়ই ভাল হয় না। পিতা-মাতার সঙ্গে জাতকের বিচ্ছেদ হতে পারে কিম্বা অল্পবয়সে তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হতে পারে। জাতকের কাজকর্ম্মে কোন রকম গোপনীয় বা রহস্য জড়িত ভাব থাকতে পারে, এবং তাঁর অর্থাগমও কোন গুপ্ত উপায়ে হতে পারে—যদিও সেটা তাঁর প্রকৃতির বিপরীত। জাতকের উন্নতি হয়ে আবার পতন হতে পারে; অথবা লোকনিন্দা মিথ্যা অপবাদ প্রভৃতিও হওয়া সম্ভব। মেষ রাশির জাতকের হাতের তেলোয় প্রায়ই স্পষ্ট ত্রিকোণ চিহ্ন দেখা যায় এবং তাঁর নখের গড়ন ভাল হয় না অথবা নখের কোন রকম দোষ থাকে।

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতকের পিঠ, মুখমণ্ডল কিম্বা পাঁজরায় কোন রকম চিহ্ন * থাকা সম্ভব। বৃষ রাশির জাতক প্রায়ই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল হয়ে থাকেন। তিনি ধীর স্থির ও আবেগ পরিশূন্য; উচ্চাভিলাষী ও আশাযুক্ত এবং নিজের কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করতে চান। তাঁর প্রকৃতিতে রক্ষণশীলতা পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান; তিনি পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের বিরোধী। তাঁর মধ্যে সহ্যগুণ খুব বেশী এবং অনবরত চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা তিনি অনেক দুষ্কর কার্য্য সিদ্ধ করতে পারেন। বৃষের জাতক সাধারণতঃ সৌভাগ্যশালী—অর্থসম্পত্তির যোগ এবং বন্ধুভাগ্য তাঁর মোটের উপর ভালই হয়ে থাকে। জায়গা-জমি অথবা বাড়ী-ঘর সংক্রান্ত কাজ, চাষবাস, বাগবাগিচার কাজ, ভারি জিনিষ—যেমন লোহা-লকড়—প্রভৃতির কাজ, কিম্বা আবহমানকাল প্রচলিত ব্যবসায় প্রভৃতিতে জাতকের অর্থাগম হতে পারে। অনেক সময় জাতক পিতৃ-পিতামহের কারবার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকেন—

* জড়ুল আঁচিল অথবা কাটা দাগ।

কিম্বা পিতামাতার কোন সম্পত্তি পেয়ে তা থেকে লাভবান্ হতে পারেন। সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্যবসায়ে অথবা খাদ্যোপযোগী দ্রব্যের ব্যবসায়েও জাতকের লাভ হতে পারে। বাড়ী-ঘরের কিম্বা জায়গা-জমীর জন্য জাতক অনেক খরচপত্র করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মা'র জন্য তাঁকে যথেষ্ট খরচ করতে হয়। যদি কোষ্ঠীতে গ্রহস্থান একেবারে খারাপ না হয় তাহলে, তিনি প্রায়ই অর্থশালী হয়ে থাকেন—তবে মধ্যবয়সে কিম্বা শেষবয়সে জাতকের সাফল্যের ও গৌরবের সম্ভাবনা বেশী। বিবাহিত জীবনে তিনি প্রায়ই সুখী হ'ন এবং বিষয়ীর মত একটু স্বার্থপর ভাব থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক ও সদালাপী ব'লে বন্ধুমহলে যথেষ্ট খাতির পেয়ে থাকেন। তাঁর ভ্রাতা-ভগ্নীর সংখ্যা বেশী হওয়া সম্ভব এবং তিনি তাদের সঙ্গে বেশ মানিয়েও চলেন। জাতকের ধাত শ্লেষ্মা-প্রধান হয়, এবং তিনি প্রায়ই ভোজন-বিলাসী হয়ে থাকেন। যৌন-আকর্ষণও তাঁর মধ্যে প্রবল।

মিথুন রাশি

এই রাশির জাতকের চুল ঈষৎ কোঁকড়ান কিম্বা রেশমের মত মোলায়েম। হাতে, কাঁধে, ঘাড়ে অথবা গলায়, কোন রকম চিহ্ন থাকা সম্ভব। মিথুন রাশির জাতক ইঙ্গিতজ্ঞ ও মেধাবী—পড়াশুনোর দিকে এবং সাহিত্য-সংক্রান্ত অথবা শিল্প-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কাজের দিকে তাঁর বেশ একটা ঝোঁক থাকতে পারে। দৈহিক ও মানসিক—দু'রকমের কাজেই তিনি বেশ চট্‌পটে এবং হাতের কাজে তাঁর বেশ নৈপুণ্য থাকে। তিনি ঘুরতে-ফিরতে ভালবাসেন এবং তাঁর একাধিক গৃহ বা বাসস্থান থাকতে পারে। যাতে হাতের কৌশল ও নৈপুণ্য দরকার সে সব কাজে তাঁর বেশ যোগ্যতা আছে এবং নিজের গুণপনার বলে জীবিকা অর্জ্জন করবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে। কাজেই, মিথুন রাশির জাতক নানারকম কর্ম্ম করতে পারেন ও ক'রে থাকেন। লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বক্তা, সাংবাদিক প্রভৃতির কাজ তিনি যেমন যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারেন তেমনি দালালী, দৌত্যকার্য্য, কেরাণীগিরি, কারিগরি, মিস্ত্রীগিরি প্রভৃতির যোগ্যতাও তাঁর মধ্যে আছে—শিক্ষা এবং আবেষ্টনের তারতম্যে তার প্রকাশের তারতম্য হয়ে থাকে। তাঁর মা'র প্রভাব তাঁর দেহ ও মনের উপর লক্ষিত হয়। অনেক সময় মিথুন রাশির জাতকের চেহারা তাঁর মার মত হয়ে থাকে। জাতকের দুই পারিবারিক বন্ধন থাকতে পারে। সৎ-মা অথবা কোন রকম পাতানো মা থাকাও অসম্ভব নয়। মা'র

তরফ থেকে জাতকের অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হতে পারে; অথবা চন্দ্র যদি পীড়িত হয়, মা'র জন্য অর্থ বা সম্পত্তি নাশ হওয়া সম্ভব। ভূমি-সম্পত্তির ব্যাপারে ব্যয় এবং নানারকম ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি আসতে পারে। জাতকের সব রকম খেলাধূলায় বেশ পটুত্ব থাকা সম্ভব এবং জাতক অনেক সময় জুয়াখেলা, ফাট্‌কা (speculation) প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হন। জাতক পরিবর্ত্তনপ্রিয় এবং একটু অব্যবস্থিত চিত্ত হয়ে থাকেন; আর সেইজন্য এক সঙ্গে দুটো কাজ করা, কিম্বা কাজ পরিবর্ত্তন করা মোটেই অসম্ভব নয়। মিথুনের চন্দ্র পীড়িত হ'লে এবং কোষ্ঠীতে পাপ-গ্রহের প্রাবল্য হ'লে জাতক অনেক সময় চাতুর্য্য ও ফন্দিবাজী প্রয়োগ ক'রে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ক'রে থাকেন, এবং সে ক্ষেত্রে প্রায়ই তাঁর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে অসদ্ভাব হয় ও মানসিক শান্তি থাকে না। মিথুনের চন্দ্র বেশী পীড়িত হলে, জাতকের বায়ুরোগ ও মস্তিষ্কের রোগের আশঙ্কা আছে।

কর্কট রাশি

জাতকের খুব ঘন চুল, কপাল ছোট, ঈষৎ বাঁকা রোমশ ভ্রূ (অনেক সময় জোড়া-ভ্রূ) দেখা যায়। জাতক মাতৃ-প্রিয় হন; তাঁর চেহারা বা ভাবভঙ্গী অনেকটা তাঁর মা'র মত হওয়া সম্ভব। অনেক সময় জাতকের মা'র রাশি বা লগ্ন জাতকের নিজের লগ্ন বা রাশি হয়। জাতক আরামপ্রিয়; গার্হস্থ্য ও পারিবারিক সুখ তাঁর প্রধান কাম্য। তিনি পরিবর্ত্তনশীল ও ভ্রমণপ্রিয় বটে, কিন্তু ভ্রমণের মধ্যেও তিনি গৃহসুখ খোঁজেন। তিনি সাধারণতঃ বেশ সামাজিক ও সদালাপী। তাঁর সহানুভূতি ও মনোবেগ খুব প্রবল; সেইজন্য, পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তাঁর উপর খুব বেশী। তিনি যেখানেই যান নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। তাঁর স্মরণশক্তি খুব প্রখর এবং তার মধ্যে অনুকরণস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল। সেইজন্য নাট্যকলা, ব্যঙ্গ, অভিনয় প্রভৃতিতে তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশ পেতে পারে; তা-ছাড়া, সব রকম কলাবিদ্যার দিকে তাঁর কম-বেশী ঝোঁক থাকে—সেগুলিতে তাঁর কতকটা দক্ষতাও দেখা যায়। জাতক জলপ্রিয় হ'ন এবং তাঁর গৃহ বা বাসস্থান জলাশয়ের পাশে নদী অথবা সমুদ্রের তীরে হতে পারে। চন্দ্র বিশেষ পীড়িত না-হলে, গৃহ-ভূমির ব্যাপারে ও মাতৃপক্ষ থেকে তিনি যথেষ্ট আনন্দ ও উপকার পেয়ে থাকেন। তিনি উদ্যান ও উপবন ভালবাসেন এবং বাগবাগিচার কাজ অথবা কৃষিকর্ম্ম তাঁর প্রিয়। তাঁর সন্তান-সংখ্যা বেশী হওয়া সম্ভব এবং

শেষ বয়সে কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় কাল কাটাতে পারেন। সম্মোহন, ভৌতিকচক্র, হঠযোগ প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যার দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকা সম্ভব। জল-সংক্রান্ত কোন কাজ এবং জলজ অথবা তরল পদার্থের কোন ব্যবসায় এবং গৃহভূমি, পথ প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজ জাতকের পক্ষে অনুকূল। কর্কট রাশির জাতক স্বাধীনভাবে কাজ করার চেয়ে পরের অধীনে, পরের সংশ্রবে অথবা পরের উপদেশ মত কাজ করতে পারলে বেশী কৃতীত্বের পরিচয় দিতে পারেন।

সিংহ রাশি

জাতক উচ্চাভিলাষী এবং প্রভুত্বপ্রিয়। তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ্য। যে কোন ক্ষেত্রেই হোক্ সকলের উপরে থেকে কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। আর, সেইজন্য বড়-ছোট যে কোন জায়গাতেই হোক্ কর্তা, পরিচালক, নেতা অথবা দলপতি হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তিনি উদার, বদান্য ও উচ্চপ্রকৃতির লোক এবং দুষ্কার্য্যের উপর তাঁর একটা স্বাভাবিক বিরাগ আছে। সাধারণের সম্মুখে আসবার এবং সাধারণের নিকট সম্মানিত হবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাতকের মধ্যে লক্ষিত হতে পারে। সাধারণতঃ জাতকের হৃদয়বেগ খুব গভীর এবং স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে তিনি সহজে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি স্ত্রীলোকের প্রিয়-পাত্র হতে পারেন এবং প্রণয়ব্যাপারে তাঁর মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা দেখা যায়। ফাট্কা অথবা জুয়াখেলার দিকে জাতকের ঝোঁক থাকতে পারে এবং চন্দ্র পীড়িত না হলে তা থেকে লাভবান্ হওয়াও অসম্ভব নয়। সৌন্দর্য্যের দিকে জাতকের একটা সহজ আকর্ষণ আছে এবং জাতক স্বভাবতঃ ভোগী হয়ে থাকেন—যদিও তাঁর মধ্যে বদান্যতা ও দানশীলতার অভাব নেই। টাকাকড়ির উপর তাঁর বিশেষ মমতা দেখা যায় না। সব কলাবিদ্যার দিকে ও জাতকের ঝোঁক আছে এবং চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য, অভিনয় প্রভৃতি থেকে তাঁর অর্থাগমও হতে পারে। তাঁর

মধ্যে বিলাসিতার ভাবও কিছু থাকতে পারে এবং সুন্দর পোষাক, আসবাব, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্যাদি ব্যবহার করতে তিনি ভালবাসেন। টাকা-কড়ির ব্যাপারে জাতককে সৌভাগ্যশালী বলা চলে এবং গভর্ণমেণ্টে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও পিতামাতার কাছ থেকে জাতকের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু জাতকের দ্বারা জাতকের পিতা, মাতা অথবা নিয়োগকর্ত্তার কোন ক্ষতি হওয়া সম্ভব—যদিও সে ক্ষতি জাতকের ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে। জাতকের উদর ও দন্তরোগ এবং কোনরূপ মানসিক পীড়ার আশঙ্কা আছে। জাতকের উদরে অথবা হৃদয়ে কিম্বা কোমরে কোন রকম চিহ্ন থাকা সম্ভব।

কন্যা রাশি

জাতকের হাত-পা বেশ সুগঠিত এবং চলন ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে একটা লালিত্য আছে। জাতকের মানসিকতা প্রবল; তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর এবং তিনি যে কোন বিষয় সহজে শিখতে পারেন। স্বাধীন-ভাবে কাজ করার চেয়ে পরের অধীনে কাজ করলে তাঁর কৃতীত্ব বেশী প্রকাশ পায়। নিজের সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনি শিথিল প্রকৃতির কিম্বা ঢিলেঢালা গোছের লোক; নিজের কাজ তিনি নিজে না ক'রে কর্ম্মচারী দিয়ে করালে ভাল হয়। তিনি নিজে চাকরী, এজেণ্ট্, ম্যানেজার বা দালালের কাজ করতে পারলে ভাল; তা-ছাড়া খাদ্যদ্রব্য কিম্বা শস্য সংক্রান্ত কোন কাজও তাঁর উপযোগী; চিকিৎসা অথবা ঔষধাদি সংক্রান্ত কাজেও তিনি পটুত্বের পরিচয় দিতে পারেন। কোষ্ঠীতে অন্য বিশেষ প্রবল যোগ না-থাকলে তাঁর তেমন উচ্চাভিলাষের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না; কর্ম্মবহুল উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের চেয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন তাঁর বেশী বাঞ্ছনীয়। তাঁকে কোন-না-কোন সময় পরগৃহে বাস করতে হয় এবং পরধন ও পরগৃহ তিনি দানস্বরূপ বা উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারেন। জাতকের বিদেশে বাসগৃহ হওয়া সম্ভব এবং ভূসম্পত্তির ব্যাপারে জাতককে নানারকম ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি ভোগ করতে হয়। অথবা কোন স্ত্রীলোকের তরফ থেকে জাতকের অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও মাতার বা মাতৃস্থানীয়া কোন স্ত্রীলোকের শত্রুতার

জন্য জাতককে অনেক অশান্তি ভোগ করতে হয়। জাতকের অনেক স্ত্রীলোক বন্ধু থাকতে পারে এবং জন সাধারণের মধ্যে জাতকের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে এবং শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, নৌজীবী প্রভৃতির মধ্যে জাতকের অনেক বন্ধু থাকা অসম্ভব নয়। কোন সংসদ, পরিষদ, কোম্পানী, এসোসিয়েসন প্রভৃতির সঙ্গেও তাঁর কোন রকম সংশ্রব থাকতে পারে। কন্যা রাশির লোকের হাতে, জানুতে অথবা কোমরে কোন চিহ্ন থাকা সম্ভব। বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ হওয়া সম্ভব।

তুলা রাশি

জাতকের দেহ কিছু কৃশ বা দুর্ব্বল হ'তে পারে। তুলা রাশিতে যাঁর জন্ম তাঁর একটা প্রধান ফল—অন্যের সংশ্রব। বিবাহ ও স্ত্রীর প্রভাব তাঁর জীবনে খুব বেশী। স্ত্রীলোকের তুলা রাশি হ'লে এ ফল ততটা প্রকাশ পায় না যতটা পায় পুরুষের। শুধু বিবাহে নয় জীবনের প্রায় সব কাজেই অন্যের সাহচর্য্যের প্রভাব তাঁর উপর খুব প্রবলভাবে প্রকাশ পায়—তা সে ভালর জন্যই হোক্ কি মন্দর জন্যই হোক্। সাধারণতঃ, নিজের ক্ষমতার অভাব না-থাকলেও সব কাজেই তিনি অন্যের সাহচর্য্য চান এবং অন্যের সাহচর্য্যে কাজ করলেই তিনি কৃতীত্বের পরিচয় দিতে পারেন বেশী। ব্যবসাবাণিজ্যে এবং কেনাবেচার কাজে তাঁর বুদ্ধি বেশ খেলে ; কিন্তু সেখানেও অংশীদার নিয়ে তিনি কাজ করতে চান। তিনি বেশ সামাজিক এবং মজলিসি লোক—বন্ধুবান্ধবের সংশ্রবে তিনি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেন। জাতকের কলাবিদ্যার দিকে খুব ঝোঁক থাকে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীতের দিকে একটা সহজ আকর্ষণ তাঁর মধ্যে আছে। তিনি বুদ্ধিমান ও ইঙ্গিতজ্ঞ। শিল্প ও কলায় তিনি কৃতীত্বের পরিচয় দিতে পারেন। বিবাহ তাঁর জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা, এবং তাঁর কর্ম্ম-জীবনে বিবাহের একটা বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বিবাহের পর তাঁর পারিবারিক অবস্থা (চন্দ্রের উপর শুভ বা পাপগ্রহের যোগদৃষ্টি অনুসারে) নিয়ন্ত্রিত হয়।—হয় তাঁর কর্ম্মোন্নতির সহায়তা করে, না-হয় কর্ম্মজীবনে

বিশেষ বাধা উৎপন্ন করে। জাতক স্নেহশীল, মিষ্টভাষী এবং দয়ালু প্রকৃতির লোক ; কাজেই অতি সহজে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন। তিনি বন্ধুদের প্রায়ই উপকার ক'রে থাকেন ; কিন্তু বন্ধুর দ্বারা নিন্দিত বা পরিত্যক্তও হ'তে পারেন। বিবাহিত জীবনে শ্বশুর বা শাশুড়ীর প্রভাব তাঁর উপর খুব বেশী হয়—যদি চন্দ্র পাপপীড়িত হয়, তাহ'লে তাঁদের দ্বারা ক্ষতি হয় ; নতুবা তাঁদের কাছে তিনি অনেক উপকার পেয়ে থাকেন। যে স্ত্রীলোকের তুলা রাশি, তাঁর কোষ্ঠীতে চন্দ্র পাপপীড়িত হ'লে, শাশুড়ীর দ্বারা নির্য্যাতন প্রায়ই তাঁর ভাগ্যে ঘটে। জাতকের জানু, বক্ষ অথবা বস্তিতে কোন চিহ্ন থাকা সম্ভব।

বৃশ্চিক রাশি

জাতকের মাথার চুল খুব ঘন ও কালো এবং তা প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে। জাতকের হাতের তেলোয় বা পায়ের তলায় পরিষ্কার বজ্র বা ঢেরা-চিহ্ন (Cross), কিম্বা মৎস্য-চিহ্ন থাকে। চোখ ভাসা-ভাসা না-হ'লেও, টানা-টানা হয়ে থাকে। বৃশ্চিক রাশির জাতক খুব দৃঢ়চিত্ত এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ লোক হয়ে থাকেন; তাঁর মধ্যে আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় খুব বেশী। তিনি সংসারে অনায়াসে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন—যদি না চন্দ্র পাপগ্রহের দ্বারা পীড়িত হয়। জাতক যদিও পরিশ্রমী এবং কর্ম্মপটু, তাহ'লেও পৃথিবীর ভাল জিনিস গুলির উপরেও লোভ আছে এবং সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেন। তাঁর প্রকৃতি দুর্দ্দমনীয় এবং নিজের মত বা কাজ বাইরের কারো প্ররোচনায় সহজে বদলাতে চান না। তিনি পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল; কিন্তু নিজের কাজ হাঁসিল করবার জন্য কখন কখন উদারপন্থী অথবা সংস্কারকের ভাব দেখাতে পারেন। তিনি সহজে কাউকে ক্ষমা করেন না—প্রতিশোধের বাসনা অনেক দিন ধ'রে পুষে রাখেন। জাতকের মধ্যে নৈতিক জ্ঞানের অভাব লক্ষিত হ'তে পারে এবং অনেক সময় নীতিবিরুদ্ধ কাজের জন্য তাঁর কোন রকম অপবাদ হয়ে থাকে। জাতকের প্রকৃতিতে ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁর মধ্যে হয়ত সুরুচি ও শ্লীলতার অভাব লক্ষিত হ'তে পারে—শিক্ষা দ্বারাও যা সহজে দূর হয় না। তাঁর মধ্যে একটা জোর এবং প্রবৃত্তির একটা প্রবলতা লক্ষিত

হয়—যার সাহায্যে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে থাকেন। বাল্যকালে জাতক প্রায়ই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়ে থাকেন; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দেহ সবল হয়ে ওঠে। জাতকের মধ্যে জীবনীশক্তি খুব প্রবল এবং অনেক বেশী বয়স পর্য্যন্ত তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সবল থাকে—যদি না বিশেষ অনিয়ম ও অত্যাচারের দ্বারা তার মূলোচ্ছেদ করা হয়। তাঁর জন্মের সময় অথবা দু'এক বৎসর আগে বা পরে পরিবার মধ্যে কারো মৃত্যু হওয়া সম্ভব। পিতামাতার দিক্ থেকে জাতকের বড় বেশী সুখ হয় না—অল্পবয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হ'তে পারে অথবা পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য বা বিচ্ছেদ হয়। তাঁর জন্মের পর পিতামাতার অনিষ্ট বা ভাগ্য-বিপর্য্যয় হ'তে পারে। জাতকের মধ্যে যৌন-আকর্ষণ খুব প্রবল; কিন্তু বিবাহিত জীবন বিশেষ সুখের হয় না। জাতকের অর্থ সহজে সঞ্চিত হয় না এবং তাঁর অনর্থক ব্যয়ের একটা ঝোঁক দেখা যায়। তাঁর সদ্ব্যয় খুব কমই হয়; অধিকাংশস্থলে পরিবারের জন্যই তাঁকে অপরিমিত ব্যয় করতে হয়। বৃশ্চিক রাশির জাতকের মধ্যে গুহ্যদেশ, মূত্রাশয় প্রভৃতির পীড়া এবং জ্বররোগের প্রবণতা আছে। জাতকের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি খুব প্রবল। তাঁর প্রায়ই অনেকগুলি পুত্রকন্যা হয়ে থাকে।

ধনু রাশি

জাতকের কপাল চওড়া, চুল পাতলা, কপালের দুপাশে টাক পড়তে পারে। জাতক একটু ব্যস্তবাগীশ এবং চঞ্চলপ্রকৃতির লোক। ধীরে-সুস্থে কাজ করা তাঁর প্রকৃতির বিরুদ্ধে। তিনি চান সব কাজ চটপট্ শেষ করতে। তাঁর মধ্যে অধীরতা খুব বেশী এবং কোন রকম বন্ধন তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম, মৃগয়া প্রভৃতির পক্ষপাতী; এবং তাঁর চলাফেরা ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে ব্যস্ততা ও অস্থিরতার ভাব দেখা যায়। তিনি ভ্রমণ ভালবাসেন এবং তাঁর প্রায়ই বাস-পরিবর্ত্তন হয়। তাঁর সমুদ্রযাত্রার বা তীর্থযাত্রার সম্ভাবনা আছে। জীবনে অন্ততঃ একবার জলযাত্রা কি দূর তীর্থযাত্রা নিশ্চয় ঘটে। তাঁর মধ্যে আন্তরিকতা আছে এবং তাঁর মন উচ্চ ও সাধুভাব পূর্ণ হয়ে থাকে। ধর্ম্মের বা আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার তাঁর জীবনে একটা বড় স্থান অধিকার করে, এবং শিক্ষক ও উপদেষ্টার ভাব তাঁর মধ্যে প্রবল। তাঁর মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামি না-থাকলেও, তাঁর ধর্ম্মজ্ঞান ও বিশ্বাস আন্তরিকতাপূর্ণ। গুপ্তবিদ্যা, যোগ, সম্মোহন প্রভৃতির দিকে তাঁর কতকটা আকর্ষণ থাকতে পারে এবং অনুশীলনদ্বারা তাঁর মধ্যে সহজেই ভবিষ্যদৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ হ'তে পারে। জাতকের পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক হ'লেও তাঁদের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ বা শত্রুতা হওয়া সম্ভব। জাতক একসঙ্গে দু'রকম কাজ করতে পারেন;

কিম্বা তাঁর কর্ম্মপরিবর্ত্তন হ'তে পারে। জাতকের পিতৃধন পাবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু জাতকের দুই মাতা হওয়া অসম্ভব নয়—অথবা জাতক পরগৃহে পালিত কিম্বা দত্তকরূপে গৃহীত হ'তে পারেন। জাতকের মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা বোঝবার ও আয়ত্ত করবার শক্তি আছে। শিক্ষা ও সংসর্গের অভাব হ'লে ধনুরাশির জাতকের পাশব দিকটাই প্রকাশিত হয় বেশী এবং সে ক্ষেত্রে অধীরতা, চাঞ্চল্য প্রভৃতিই তাঁর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ এবং বাইরের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকাই তাঁর প্রধান কর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়। এই শ্রেণীর জাতকের চাষবাস বা গৃহভূমির কাজ এবং চতুষ্পদ-সংশ্রবের কোন কাজ অথবা নদীসমুদ্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কাজ জীবনের প্রধান অবলম্বন বা আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিকার, ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে তিনি যথেষ্ট আমোদ পেয়ে থাকেন। ধনুরাশির জাতকের কোমরে কিম্বা উরুদেশে কোন চিহ্ন থাকতে পারে। জাতকের মধ্যে শিরঃপীড়ার প্রবণতা এবং পায়ের দুর্ব্বলতা কি কোন দোষ থাকতে পারে। উচ্চস্থান থেকে অথবা কোন বাহন থেকে পতনেরও আশঙ্কা আছে।

মকর রাশি

জাতকের উরু ভারী, জানু কৃশ, কোমর সরু, চুল একটু মোটা। ভালর জন্যই হোক্ কি মন্দের জন্যই হোক্, মকর রাশির জাতককে দশের সামনে আসতেই হবে—দশজনকে নিয়াই তাঁর কারবার; সুতরাং তাঁর কতকটা প্রসিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী—অবশ্য সে প্রসিদ্ধি সুখ্যাতিও হ'তে পারে, অখ্যাতিও হ'তে পারে। কোষ্ঠীর অন্যান্য গ্রহ যদি খ্যাতি নির্দ্দেশ করে তাহ'লে জাতক বিশেষ বিখ্যাত হয়ে থাকেন। জাতকের প্রকৃতির একটা বিশেষত্ব এই যে, জাতক নিজের কাজে যত বাধা প্রাপ্ত বা বিফল হন, তাঁর রোক বা জেদ তত বাড়ে। কিন্তু বহুবার বিফল হয়ে শেষে তিনি হতাশ কর্ম্মবিমুখ ও অলস হয়ে পড়তে পারেন। জাতকের মধ্যে অধ্যবসায় খুব আছে কিন্তু তেমনি একটা নৈরাশ্যের ভাব ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব তাঁর মধ্যে লক্ষিত হ'তে পারে, যার জন্য তিনি লোকভীরু হয়ে পড়তে পারেন। তিনি যদি এই লোকভীরুতা পরিত্যাগ করতে পারেন এবং নিজের প্রকৃতি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন, তাহ'লে প্রায়ই জীবনের যে কোন বিভাগে হোক্ উচ্চ-প্রতিষ্ঠা তাঁর করায়ত্ত হয়। পারিবারিক ব্যাপারে অথবা পিতামাতার বিষয়ে জাতকের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে; পিতামাতার মধ্যে কারো অল্পবয়সে মৃত্যু তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ বা অবনিবনাও প্রভৃতি অশুভ ফল হ'তে পারে। মকরের চন্দ্র বিবাহের পক্ষে কতকটা শুভ হ'লেও সম্পূর্ণ শুভ নয়; স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ,

মনোমালিন্য অথবা স্ত্রীর মৃত্যু প্রভৃতি হওয়া সম্ভব—বিশেষ ক'রে চন্দ্র যদি পাপপীড়িত হয়। বিবাহ ব্যাপারে পিতামাতা বা কোন গুরুজনের সঙ্গে মতভেদ হ'তে পারে এবং বিবাহে জাতকের শ্বশুর-শাশুড়ীর অমত থাকতে পারে। জাতক হিসাবী ও সাবধানী প্রকৃতির লোক এবং কি-ক'রে লোক পটাতে হয় সে-সম্বন্ধে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। কিন্তু, জাতক একটু স্বার্থপর হ'তে পারেন এবং নিজের দিকে বেশী লক্ষ্য ব'লে অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য কম। জাতককে কর্ম্মক্ষেত্রে বহু বাধা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অতিক্রম করতে হয়। যতই উচ্চপদ হোক্ তাঁর কর্ম্মজীবনের সব সময়ই দু'চারজন গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য শত্রু দেখতে পাওয়া যায়, এবং অনেক সময় প্রবল শত্রুপক্ষ তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসার সৃষ্টি করে। জাতক ভোগপ্রিয় হ'তে পারেন কিন্তু প্রায়ই অমিতাচারী হন না। সব বিষয়েই গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব তাঁর পছন্দ। পোষাকে, আস্‌বাবে তিনি গম্ভীর রং পছন্দ করেন—সঙ্গীতে মিহির চেয়ে মোটা আওয়াজ তাঁর ভাল লাগে—এমন কি হৃদয়ের ব্যাপারেও অধিক বয়স্ক স্ত্রীলোকের দিকে আকৃষ্ট হন বেশী। মকরের জাতকের হাঁটু অথবা বস্তিতে কোন চিহ্ন থাকা সম্ভব। তাঁর মধ্যে রক্তদুষ্টি, চর্ম্মরোগ ও মূত্রাশয় বা জননেন্দ্রিয়ের পীড়ার প্রবণতা থাকতে পারে।

কুম্ভ রাশি

জাতকের মাথার চুল অনেক সময় রেশমের মত হয়—চুল কিছু পাতলা হ'তে পারে। কুম্ভরাশির জাতককে বোঝা শক্ত; তাঁর মধ্যে একটা নতুন-কিছু অনুভব করবার ইচ্ছা খুব বেশী, সেইজন্য তাঁকে খেয়ালী লোক ব'লে মনে হ'তে পারে। যে সব বিষয় মৌলিক ও অভিনব তার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক—এবং গুহ্য বা প্রকাশ্য সব রকম বিজ্ঞানের উপরও তাঁর একটা পক্ষপাত দেখা যায়। বর্ত্তমান জগতের চেয়ে বেশী অগ্রসর হবার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে থাকতে পারে এবং সেইজন্য যত গূঢ় ও রহস্যময় বিদ্যা—জ্যোতিষ, যোগ, সম্মোহন, স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতির দিকে তিনি খুব আকৃষ্ট হন। তিনি সাধারণতঃ সঙ্গপ্রিয় এবং বিজ্ঞান অথবা গুহ্যবিদ্যা সংক্রান্ত কোন সংসদ বা পরিষদে সংশ্লিষ্ট হ'তে পারেন। তাঁর মধ্যে সহানুভূতি ও উদারতা আছে; এবং যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় তাঁদের সঙ্গে অতি সহজেই ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলেন। তিনি নিজে যেমন সহানুভূতিশীল তেমনি অন্যেরও প্রিয় হ'তে চান এবং সেইজন্য অনেক সময় তাঁকে নিরীহ ভালমানুষ এবং সমাজের অবিরোধী ব'লে মনে হ'লেও মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয় সমাজ-দ্রোহীর ভাব লক্ষিত হ'তে পারে। জাতকের মাতার কাছ থেকে অথবা অন্য কোন স্ত্রীলোকের কাছ থেকে অথবা স্ত্রীলোকের তরফ থেকে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে—কিন্তু চন্দ্র যদি পাপপীড়িত হয়, তাহ'লে প্রাপ্তির বদলে স্ত্রীলোকের দ্বারা অর্থনাশ, ঋণের জন্য অশান্তি প্রভৃতি

অশুভ ফল হয়ে থাকে। জাতকের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয় না। তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী প্রায়ই দুর্ব্বল হয়; কিম্বা তা অতিমাত্রায় উত্তেজিত অবস্থায় থাকাতে তাঁর মধ্যে অনুভূতির অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হ'তে পারে। তাঁর দেহে এমন কোন স্থায়ী জটিল রোগ থাকতে পারে যা সাধারণ চিকিৎসায় দূর হয় না এবং যার কারণ ও কার্য্য সাধারণ চিকিৎসক অনুমান করতে পারেন না। কোন মনোকষ্ট অথবা শোক তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের হেতু হ'তে পারে; অথবা কোন গুপ্তবিদ্যা—যেমন হঠযোগ, সম্মোহন, ত্রাটক প্রভৃতির সাধনায় তাঁর রোগের উৎপত্তি হ'তে পারে। বংশগত কোন রোগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকা সম্ভব। জাতকের বিবাহে গোলযোগ এবং বিবাহিত জীবনে কিছু অশান্তির সম্ভাবনা আছে। যে পুরুষের মেষ রাশি তাঁর জীবনে কোন রোমাণ্টিক্ ব্যাপার অথবা গুপ্তপ্রেমের ব্যাপার আসতে পারে এবং তা-থেকে কোন ঝঞ্ঝাট বা অশান্তিরও উৎপত্তি হ'তে পারে। জাতকের জানুতে, কোমরে অথবা গুহ্যপ্রদেশে কোন চিহ্ন থাকা সম্ভব।

মীন রাশি

জাতকের দেহ একটু নরম বা মাংসল ও মেদের আধিক্য হ'তে পারে। জাতকের মধ্যে একটা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যেরভাব আছে—তা দৈহিকও হ'তে পারে, মানসিকও হ'তে পারে। সাধারণত জাতক শরীর চালনার পক্ষপাতী—ব্যায়াম, দৌড় ঝাঁপ, খেলাধূলা ভালবাসেন; এবং তাড়াতাড়ি হাঁটা ও তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম করা পছন্দ করেন। জাতকের ভ্রমণের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায় এবং তিনি প্রায় বাসপরিবর্ত্তন ক'রে থাকেন। তাঁর মন সাধারণতঃ সাধুভাবপূর্ণ হয়ে থাকে এবং তাঁর উদ্দেশ্য প্রায়ই সৎ হয়। জাতক ভাবপ্রবণ লোক এবং পড়াশুনোর ব্যাপারে তিনি পছন্দ করেন সেই সব বিষয় যা হৃদয়কে বিচলিত করে। ধর্ম্মের দিকেও তাঁর ঝোঁক থাকা সম্ভব; তবে তাঁর সমস্ত মতামত গঠিত হয় হৃদয় বা অনুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে। এবং যে কোন বিষয়ে তাঁর মত বা ধারণা ততটা যুক্তি বা বুদ্ধির সাহায্যে গ'ড়ে ওঠে না, যতটা গ'ড়ে ওঠে অনুভূতির মধ্য দিয়ে। কাব্য-চিত্র ও সঙ্গীতের দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাঁর মধ্যে দরদ খুব বেশী এবং যে-বিষয় তাঁর মন যায় তিনি তার জন্য সব ভুলে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন। রোমান্স এবং অদ্ভুত ব্যাপারের দিকে তাঁর খুব বেশী টান থাকতে পারে এবং সেইজন্য সঙ্গ-নির্ব্বাচনই তাঁর জীবনে একটা গুরুতর ব্যাপার। অসৎ সঙ্গে পড়লে তিনি মদ্যপান, অহিফেন সেবন, ব্যাভিচার ইত্যাদির মধ্যে ডুবে গিয়ে একটা পঙ্গু ও অক্ষম জীবন যাপন করতে পারেন; আবার সৎ-সঙ্গে পড়লে ভক্তি ও প্রেমের সাধনায় পরের উপকারে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে জীবন ধন্য করতে পারেন। তাঁর মধ্যে

সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তিগুলি খুব প্রবল এবং সেইজন্য সবকাজে সর্ব্বত্র তাঁর মধ্যে একটা উচ্ছ্বাসের ভাব দেখা যেতে পারে। কথাবার্ত্তায়, লেখায়, বক্তৃতায় তিনি সংযমের বদলে বাহুল্যের পক্ষপাতী। তাঁর মধ্যে কল্পনা ও অতিরঞ্জনের চেষ্টা একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং সেইজন্য তিনি যেমন সামান্য আশাতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, তেমনি ক্ষুদ্র বাধাতেই হতাশ হয়ে পড়েন—তাঁর মধ্যে সময়-সময় সহজজ্ঞানের অভাব এবং সাধারণ পরিহাস-বোধের অভাব লক্ষিত হওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর কোষ্ঠীতে যদি বলবান শুভযোগ না-থাকে তাহ'লে সাংসারিক উন্নতির পক্ষে তাঁর অনেক বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে থাকে এবং তাঁকে অনেক ভাগ্য-বিপর্য্যয় সহ্য করতে হয়। অনুশীলনের দ্বারা তিনি দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, স্বপ্নে ভবিষ্যদ্দর্শন প্রভৃতি যে কোন ক্ষমতা সহজে লাভ করতে পারেন। চন্দ্র পাপপীড়িত হ'লে তাঁর পারিবারিক সুখ বেশী হয় না এবং শেষ বয়সে পরিবার হ'তে দূরে বাস ও বিদেশে জীবনের অবসান হ'তে পারে। জাতকের অনেক গুপ্তশত্রু থাকা সম্ভব। তাঁর জন্মের পর তাঁর মাতার কোন অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব নয় এবং জাতক কোন হাঁসপাতাল, আশ্রম, কারাগার প্রভৃতি স্থানে আবদ্ধ হ'তে পারেন, অথবা বিদেশে নির্জ্জনবাস করতে পারেন। কিন্তু, চন্দ্র যদি পাপপীড়িত না-হয়, তাহ'লে অশুভ ফলগুলি বেশী হয় না। কোষ্ঠীতে শুভযোগ থাকলে জাতক লোক শিক্ষা বা লোকহিতকর কোন কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ ক'রে জীবন সার্থক ও সফল ক'রে তুলতে পারেন। জাতকের পায়ের পাতায়, উরুতে অথবা হৃদয়ে কোন চিহ্ন থাকা সম্ভব।

লগ্ন ও রাশি কি ?

এবং

কেমন ক'রে জানা যায় ?

কারো যদি জন্ম-তারিখ, জন্ম-সময় এবং জন্ম-স্থান জানা থাকে তাহ'লে তাঁর জন্ম-রাশি ও জন্ম-লগ্ন সহজেই জানা যেতে পারে। এই তিনটির মধ্যে কোন একটি জানা না-থাকলে, রাশি কি লগ্ন জানবার উপায় নেই। অবশ্য হাতের রেখা ও চেহারা দেখে লগ্ন, রাশি, তারিখ—এগুলি ঠিক করা যেতে পারে; কিন্তু তারজন্য বিশেষ শিক্ষা ও সাধনা দরকার। জন্মতারিখ প্রভৃতির কিছু জানা না-থাকলেও, হাত দেখে, গলার আওয়াজ শুনে অথবা অন্য উপায়ে কারো জন্ম সন, মাস, তারিখ, বার প্রভৃতি নির্ণয় করাকে জ্যোতিষের ভাষায়—"নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার" বলে। মৎপ্রণীত "মাসফল" গ্রন্থখানা কেউ যদি ভাল ক'রে প'ড়ে থাকেন এবং প্রত্যেক মাসের বিশেষত্ব ভাল রকম বুঝে থাকেন, তাহ'লে একজন লোকের চালচলন এবং ভাবভঙ্গী দেখে তার জন্মমাস ঠিক করা তাঁর পক্ষে অনেকটা সহজ হবে। অবশ্য এতে লোকচরিত্রের সম্যক্ জ্ঞান এবং অনেক অভ্যাস দরকার। কিন্তু এরকম ভাবে জন্মমাস নির্ণয় যে সম্ভব সে বিষয়ে কোন ভুল নেই—যে কোন

ব্যক্তি যদি কিছুদিন ধ'রে পরীক্ষা করেন তাহ'লে এর সত্যতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু এখানে আমি নষ্টকোষ্ঠী-উদ্ধার সম্বন্ধে আলোচনা করব না। এই গ্রন্থে লগ্ন ও রাশির যে ফল দেওয়া আছে তা তাঁরই কাজে লাগবে যাঁর লগ্ন ও রাশি জানা আছে। অতএব কারো যদি লগ্ন ও রাশি জানা না-থাকে তা কি উপায়ে জানা যেতে পারে এখানে আমি তাই বলতে চাই। অবশ্য যাঁর জন্ম তারিখ প্রভৃতি কিছুই জানা নেই, তাঁর লগ্ন ও রাশি ঠিক্ করবার কোন উপায় আমি এখানে নির্দ্দেশ করতে পারব না।

সব সমেত রাশি আছে বারটি—

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। এই বারটি রাশিকে একসঙ্গে রাশি-চক্র বলে। চক্র মানে চাকা। রাশিগুলিকে 'চাকা' বলার মানে এই বারটি রাশি সমস্ত পৃথিবীটাকে পূব থেকে পশ্চিমে চাকার মত বেড় দিয়ে রয়েছে। যেখানে মেষ রাশি আরম্ভ হয়েছে, মীন রাশি সেইখানেই এসে শেষ হয়েছে। কতকগুলি ক'রে নক্ষত্র একসঙ্গে মিলে এক-একটি রাশি হয়েছে। রাশিগুলি এক-একটি নক্ষত্র-পুঞ্জ বা নক্ষত্রের দল। রাশিগুলিকে রাশি-চক্র বলবার আরো একটা মানে এই যে—তা চাকারই মত পৃথিবীটাকে পূব থেকে পশ্চিমে বেড় দিয়ে অনবরত ঘুরচে। অবশ্য আসলে ঘুরচে পৃথিবী, কিন্তু আমাদের চোখে মনে হয় রাশিচক্রই পৃথিবীকে বেড় দিয়ে ঘুরচে। প্রায় চব্বিশ-ঘণ্টায় সমস্ত রাশিচক্রটা পৃথিবীকে বেড়ে একবার ঘুরে আসে। কাজেই, যেমন সূর্য্য ২৪-ঘণ্টায় একবার পূব দিকে উদয় হন তেমনি রাশিচক্রের প্রত্যেক রাশিও ২৪-

ঘণ্টায় একবার ক'রে পূব দিকে ওঠে। দিন-রাতে সব সময়ই কোন না কোন রাশি পূব দিকে উঠবে। প্রথমে যদি মেষ রাশি পূব দিকে ওঠে, তাহ'লে তার পর উঠবে বৃষ, তার পর মিথুন, তার পর কর্কট—এই রকম ক'রে মীনরাশি পর্য্যন্ত উঠতে প্রায় চব্বিশ-ঘণ্টা লাগবে—তারপর, আবার মেষ রাশি উঠবে। যে কোন জায়গায় যখন যে-রাশি পূবদিকে উদয় হয় তখন সেইটেই সেখানকার লগ্ন। এইজন্যই লগ্ন ঠিক করতে হ'লে জন্ম স্থানের একান্ত প্রয়োজন। সূর্য্য যেমন সব জায়গায় একই সময় উদয় হন না, এক-জায়গায় যখন উদয় হচ্ছেন আর-এক জায়গায় হয়ত ঠিক সেই সময়ই অস্ত যাচ্ছেন—রাশিগুলিও ঠিক তেমনি। যে রাশি কোন সময় এক-জায়গায় উদয় হচ্চে ঠিক সেই সময়ই তা অন্য-জায়গায় অস্ত যাচ্চে। সে যাই হোক্, মোট কথা এই—**কারো জন্মসময় তাঁর জন্মস্থানে যে রাশি পূবদিকে উদয় হয়েছিল, সেইটেই তাঁর জন্মলগ্ন।**

রাশিগুলি যেমন পূবদিক থেকে পশ্চিমে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে ঘুরে আসে সূর্য্য-চন্দ্রও তেমনি প্রায় চব্বিশ-ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে বেড় দিয়ে ঘোরেন—কিন্তু সূর্য্য-চন্দ্রের এই দৈনিক গতি ছাড়াও আর একটা গতি আছে; তাঁরা রাশিচক্রের তলা দিয়ে একটু ক'রে এগিয়ে-এগিয়ে, একরাশি থেকে আর-এক রাশিতে সরে যান। সূর্য্যের একরাশি থেকে আর-এক রাশিতে যেতে এক মাস লাগে; চন্দ্রের লাগে প্রায় সওয়া-দু'দিন। আজ যদি সূর্য্য মেষরাশিতে থাকেন—একমাস পরে তিনি থাকবেন বৃষে—দু-মাস পরে মিথুনে। তেমনি, আজ যদি চন্দ্র মেষরাশিতে থাকেন, প্রায় সওয়া-দু'দিন পরে তিনি থাকবেন বৃষে, সাড়ে-চারদিন পরে

মিথুনে—এই-রকম ক'রে প্রায় সাতাশ দিন পরে তিনি আবার মেষে ফিরে আসবেন। কারো জন্ম-সময় চন্দ্র যে-রাশিতে থাকেন সেইটেই তাঁর জন্মরাশি।

যাঁর কোষ্ঠী বা ঠিকুজী তৈরী আছে—তাঁর লগ্ন ও রাশি জানা খুব সোজা। কোষ্ঠী খুললেই তার মধ্যে এই রকম একটি 'কুণ্ডলী' বা ছক দেখা যাবে—
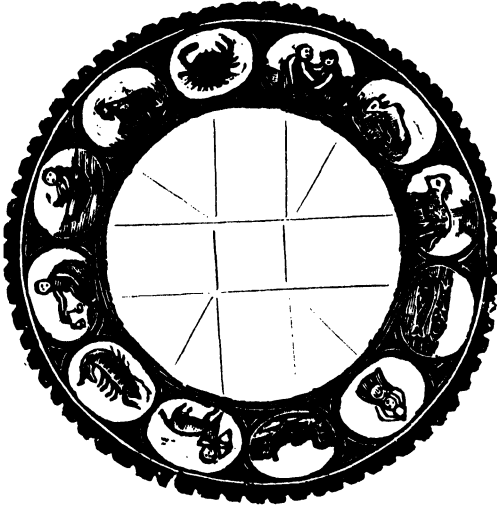
ছকটি চৌকোও হ'তে পারে গোলও হ'তে পারে। ঐ ছকটির ঘরগুলির মধ্যে কোন কোনটি ফাঁকা—কিছুই লেখা নেই। কোন কোনটিতে র চ ম বু বৃ প্রভৃতি লেখা আছে। র চ ম বু—এ-গুলি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, প্রভৃতি গ্রহের নামের আদ্যক্ষর। ছকটিতে বোঝানো হয়েছে কোন্

গ্রহ কোন্ রাশিতে আছে। ছকের ঘরগুলি এক একটি রাশি। উপরের ঠিক মাঝখানের চৌকো ঘরটি মেষ, তার বাঁ-পাশের তেকোণা ঘরটি বৃষ, তার পরের ঘরটি মিথুন ইত্যাদি। ছকে মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি রাশির নামগুলি সাধারণতঃ লেখা থাকে না। ঐ রকম একটি ছক পেলে ধ'রে নেবে উপরের চৌকো ঘরটি মেষ এবং তার পর থেকে বাঁয়ে—অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে দিকে চলে তার উল্টো দিক্ দিয়ে—পর পর বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি গুণে যেতে হবে। সুবিধার জন্য ছকের কোন্ ঘরটি কি রাশির তা লেখা হ'ল—

বৃষ / মিথুন	মেষ	মীন / কুম্ভ
কর্কট		মকর
সিংহ / কন্যা	তুলা	ধনু / বৃশ্চিক

কোষ্ঠীর ছকের মধ্যে যে ঘরে 'চ' বা 'চাঁ' লেখা থাকে সেইটেই জাতকের জন্মরাশি। ঐ ছকের মধ্যে র, চ, ম প্রভৃতি গ্রহের নামের আদ্যক্ষর ছাড়াও একটা ঘরে 'লং' লেখা থাকে। যে ঘরে 'লং' লেখা থাকে সেইটেই জাতকের জন্মলগ্ন।

লগ্ন ও রাশি কি ?

যাঁর কোষ্ঠী বা ঠিকুজী নেই—তাঁর জন্ম তারিখ, সময়, ও জন্মস্থান থেকে লগ্ন ও রাশি ক'ষে নিতে হবে। কষবার নিয়ম মৎপ্রণীত "সরল জ্যোতিষ" গ্রন্থে দেখতে পাবেন। এখানে তা দেওয়া গেল না, কেন-না যিনি জ্যোতিষের কিছুই জানেন না তাঁর পক্ষে লগ্ন ক'ষে নেওয়া কঠিন হবে এবং ভুলভ্রান্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে। তাঁর পক্ষে তাঁর জানাশুনো কোন জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে দিয়ে তাঁর রাশি ও লগ্ন ঠিক করিয়ে নেওয়াই ভাল।

শেষ-কথা

আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলোর যে আমাদের শরীরের, মনের, কি সাংসারিক অবস্থার উপর কোন প্রভাব আছে, এ কথা হঠাৎ অসম্ভব ব'লে মনে হয়; কিন্তু তাহ'লেও আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ বিশ্বাস বরাবরই একদল লোকের মনে প্রবলভাবে দেখা যায়। এবিশ্বাসের কি একেবারে কোনই ভিত্তি নেই? যে বিশ্বাস অবলম্বন ক'রে শত-শত শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে —যা-আলোচনা ক'রে শত শত বিবেচক ও বুদ্ধিমান লোক তার মূলে সত্য আছে ব'লে স্বীকার ক'রে গেছেন তা কি একেবারে হাওয়ার উপর বসানো?—তার কি কোন বাস্তব কঠিন অবলম্বন নেই? কথাটা একটু ভেবে দেখা উচিত।

গ্রহনক্ষত্রগুলো আমাদের উপর তাদের শক্তি প্রয়োগ করচে। ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য্য ব'লে মনে হ'তে পারে! কিন্তু অজ্ঞ আমরা আমাদের কাছে কোন্ জিনিষটা আশ্চর্য্য নয়? আমরা যে স্থূলদেহটাকে এত সত্য, এত বাস্তব ব'লে জানি—যখন শুনি তা-ও কতকগুলো স্পন্দনের সমষ্টি তখন কি আমরা আশ্চর্য্য হই না? জিনিষটা আশ্চর্য্য বা আমাদের ধারণাতীত ব'লে যে তা সত্য নয়, একথা বলা যেতে পারে না। তার উপর ফলিত জ্যোতিষের উপর যে-সব গ্রন্থ আছে—তা যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কম পণ্ডিত কি কম বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। স্বয়ং কালিদাসের "জ্যোতির্ব্বিদ্যাভরণ" ব'লে গ্রন্থ আছে; রণবীর কি

নীলকণ্ঠের লেখা পড়লে, তাঁদের যুক্তি-প্রণালী, তাঁদের লেখবার ভঙ্গী, এসব থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে তাঁরা এক একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। এটাই কি একটা অসম্ভব বা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় যে, যার মূলে কোনই সত্য নেই সেই জিনিষের উপর একটা বিরাট্ সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে? এক ভৃগুসংহিতাতেই লক্ষ লক্ষ রাশিচক্র আর তার ফল দেওয়া আছে। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র চেয়েও বিরাটতর এই জ্যোতিষের 'সাইক্লোপিডিয়া' সম্পাদন করতে যে পরিমাণ মস্তিষ্ক, শক্তি এবং কর্ম্মকর সামর্থ্য দরকার হয়েছে—আমার বোধ হয় সেইটেই ফলিত জ্যোতিষের সমূলকতার একটা মস্ত প্রমাণ। অতগুলো মস্তিষ্ক যে হঠাৎ একসঙ্গে বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিল তা মনে করার চেয়ে ফলিত জ্যোতিষের একটা কোন ভিত্তি আছে তা মেনে নেওয়া বোধ করি যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য মানুষ গ্রহের ফল পায় তা যদি ধ'রেও নেওয়া যায়, তাহ'লেও সেই ফল কি ভাবে পায়, কতখানি পায়, আর কোন্ জায়গায় পায়, তা যে অভ্রান্ত এবং অকাট্যভাবে নির্ণীত হয়েছে, একথা বলা যায় না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের মত জ্যোতিষ-শাস্ত্রও অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এত বিভিন্ন শক্তি এবং এত বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে গ্রহের ফল মানুষের উপর অভিব্যক্ত হয় যে, তা থেকে সব জায়গায় সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে ফল-নির্দ্দেশ করা যায় না;—এটাও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অশ্রদ্ধার একটা কারণ। জ্যোতিষীদের দ্বারা গণিত ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে ব'লে অনেকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। এর মানেও আছে।

যাঁরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন যে, মানুষের জীবনে যা-কিছু ঘটনা ঘটছে সবই গ্রহের ফল; কোন

কাজে, কোন ঘটনায়, এমন কি কোন চিন্তাতেও মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছার কোন অবসর নেই। যাঁরা জ্যোতিষে বিশ্বাস না-করেন তাঁরাও ভাবেন, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বলে যে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব অকাট্য ও অখণ্ডনীয়। কাজেই, যখন কোন ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় তখন বিশ্বাসীর বিশ্বাস ট'লে যায়, সন্দেহবাদীর মনে সন্দেহ বেড়ে ওঠে, অবিশ্বাসীর ঠোঁটে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে বেরোয়! জ্যোতিষজ্ঞ যাঁরা তাঁরা আদিকাল থেকে ব'লে আসচেন গ্রহের ফল অকাট্য নয়, তার খণ্ডন আছে—তা বিপরীত কাজের দ্বারা মন্দীভূত বা খণ্ডিত হ'তে পারে—অনুকূল কাজের দ্বারা বর্দ্ধিত হ'তে পারে। তবে এই খণ্ডনের উপায় অর্থাৎ যাকে গ্রহের শান্তি বা প্রীতিসাধন বলে, তার উপায় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের ভিতর এবং শাস্ত্রকারদের ভিতর যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন—নীলা, চুণী, পলা ধারণ কর তার শান্তি হবে; কেউ বলেন—শনি, রাহু, মঙ্গলের জন্য গ্রহবিপ্রকে বিধিমত দান কর তার প্রকোপ প্রশমিত হবে; কেউ বলেন—গ্রহের পূজা কর গ্রহ প্রসন্ন হবেন; কেউ বলেন—জপ কর গ্রহের শক্তি মন্ত্রশক্তির কাছে পরাভূত হবে; কেউ বলেন—ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, গ্রহের শক্তি সেই পথে চালিত হবে যাতে তোমার মঙ্গল। এই বিভিন্নমত, আর তার সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করব না। কিন্তু সে যাই হোক্, শাস্ত্রকারেরা যে গ্রহের ফল অকাট্য মনে করেন নি, অর্থাৎ চেষ্টা-দ্বারা গ্রহের ফলের ইতর-বিশেষ করা যায় এবিশ্বাস যে তাঁদের ছিল, সে কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁরা যে অলৌকিক চেষ্টা দ্বারাই গ্রহফল খণ্ডনীয়, শুধু তাই বিশ্বাস করতেন, লৌকিক চেষ্টা গ্রহশক্তির প্রতিরোধে অক্ষম মনে

করতেন তা-ও নয়। পরাশর ব্যাধি-শান্তির জন্য যেমন জপ, হোম, স্বস্ত্যয়নকে বিধি দিয়েছেন তেমনি, লৌকিক চিকিৎসার বিধিও দিয়েছেন। কাজেই লৌকিক চেষ্টা দ্বারা গ্রহের ফল বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হ'তে পারে এ বিশ্বাস দৈবজ্ঞদের ছিল এবং আছে একথা আমরা ধ'রে নিতে পারি।

যাঁরা জ্যোতিষের আলোচনা করেন তাঁরা গ্রহের ফল অকাট্য ব'লে মানেন, এই ধারণা মনে থাকাতেই একদল লোক বলেন, 'যা হবার তা ত হবেই—আগে-থেকে জেনে লাভ কি?' তাঁরা জানেন না যে, ফলিত জ্যোতিষ অন্ততঃ 'যা হবার হবেই' একথা মানে না। ফলিত জ্যোতিষ বলে—যে কন্যার বৈধব্যযোগ আছে তার বিবাহ দাও এমন পাত্রে যার বলবান্ স্ত্রীবিয়োগ যোগ আছে—জ্যোতির্ব্বিদেরা যদি জানতেন কি মানতেন, যে গ্রহের ফল অলঙ্ঘনীয় তাহ'লে পাত্র-কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে দু'জনের প্রকৃতির মিল হবে কি না বিচার কর, তার পর বিবাহ দাও—এমন কথা বলতে পারতেন না। আমার এক বন্ধুকে কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে তাঁর পুত্রের জলে ডুবে মৃত্যু হবে।—ঘটনাটার বয়স এবং আনুমানিক সময়ও তিনি নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন; বন্ধুবর জ্যোতিষে বিশ্বাসও করতেন, অথচ এও জানতেন যে গ্রহের ফল অমোঘ নয়।—নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি পুত্রকে যতদূর সম্ভব চোখে-চোখে রাখতে লাগলেন; কিন্তু তা-সত্ত্বেও তিনি তার জলে ডোবা নিবারণ করতে পারলেন না;—তাঁর সামনেই তাঁর পুকুরের ঘাটে ছেলে ডুবে গেল!—তাকে যখন জল থেকে তোলা হ'ল তখন তার ভিতর জীবনের কোনই চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। বন্ধু কিন্তু দমিলেন না; তিনি

"হা হতোঽস্মি" ব'লে কপালে করাঘাত না ক'রে জলমগ্ন লোককে বাঁচাবার যতরকম উপায় আছে তা প্রয়োগ ক'রে, প্রায় আড়াই-ঘণ্টা তিন-ঘণ্টা পরে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন! এখানে লৌকিক চেষ্টার দ্বারাই তিনি গ্রহের ফলকে ব্যর্থ করলেন। যেদিন তিনি ঐ ভবিষ্যদ্বাণী শুনলেন সেইদিন থেকেই জলমগ্ন লোককে বাঁচাবার যতরকম উপায় আছে, তা একে-একে আয়ত্ত করতে আরম্ভ করেছিলেন; এবং তাই ক'রেছিলেন ব'লেই ছেলেকে বাঁচাতে পারলেন। তিনি যদি আগে থেকে জানতে না-পারতেন যে তাঁর ছেলের জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা আছে, তাহ'লে বোধ হয় ছেলেকে কোন মতেই বাঁচাতে পারতেন না। এইখানেই জ্যোতিষের সার্থকতা—নইলে এই এই ঘটনা ঘটবে তাই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে যদি কেউ ব'সে থাকে তার কাছে জ্যোতিষের কোন মূল্যই নেই। তার ভবিষ্যৎ জানা না-জানা সমান।

অনেকে বলেন 'জ্যোতিষের খারাপ ফলগুলো ঠিক মিলে যায়, ভাল ফলগুলো মেলে না।' এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরাও এই দলেরই—তাঁরা দক্ষিণা হাতে ক'রে দৈবজ্ঞের কাছে যান, তারপর ফল শুনে বাড়ীতে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা দেন আর ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখেন। তাঁদের সুখস্বপ্ন সফল হয় না উত্তম নেই ব'লে—পুরুষকার দিয়ে গ্রহের ফল পূরো আদায় বা ব্যর্থ করবার চেষ্টা নেই ব'লে; আর মন্দ ফলগুলি অভ্রান্তভাবে ঘটতে থাকে, তাদের প্রতিরোধ করবার কোন চেষ্টা কোন আয়োজন করা হয় নি ব'লে।

এ থেকে বোঝা শক্ত নয় যে, যাঁরা বলেন ফলিত জ্যোতিষের ভবিষ্য-দ্বাণীতে বিশ্বাস করলে লোকে অলস ও কর্ম্মবিমুখ হয় তাঁরা কতদূর

ভ্রান্ত। গ্রহ কেবল বলছে আমরা ফল দিচ্ছি সতর্ক হও, অবহিত হও, নইলে তোমার উন্নতি নেই, অবনতি অনিবার্য্য। গ্রহ কখনই বলে না, মানুষ আমার অধীন হোক্। কিন্তু অজ্ঞতাই মানুষকে গ্রহের অধীনে নিয়ে আসে। যে মানুষ কোন গ্রহের শক্তি তার উপর কি ভাবে কাজ করছে জেনে সেইমত অগ্রসর হয়, সে গ্রহের অধীন নয়—গ্রহই তার অধীন। কিন্তু যে জানে না, সে যতই কর্ম্মশীল হোক্, অন্য জ্ঞানে যতই জ্ঞানী হোক, তাকে কম-বেশী গ্রহের অধীনে আসতেই হবে—তার কর্ম্ম সুপ্রযুক্ত হবে না—তার অন্য জ্ঞান দরকারের সময় কাজে লাগবে না। অবশ্য এমনও দেখা যায় যে, কেউ কেউ হয়ত তাঁর নিজের সহজ-জ্ঞান দিয়ে নিজেকে বুঝে, গ্রহের অনুকূল কাজ ক'রে নিজের জীবনকে সফল ও সার্থক ক'রে তোলেন; কিন্তু, এরকম স্থলেও জেনে কাজ করা আর না জেনে কাজ করার যে পার্থক্য সেটা স্পষ্ট দেখা যায়।

আজকাল জ্যোতিষের আলোচনা বাড়চে—লোকের জ্যোতিষের উপর বিশ্বাসও বাড়চে। অনেক কৃতবিদ্য এবং বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তিও জ্যোতিষের আলোচনা করচেন; কিন্তু তাঁরা যে জ্যোতিষ চর্চ্চা ক'রে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সে-কথাটা প্রকাশ হওয়া লজ্জার বিষয় ব'লে মনে করেন। অবশ্য আমাদের দেশে ইংরাজি লেখাপড়া সুরু হবার আগে, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনা মোটেই লজ্জার বিষয় ছিল না; বরং, জ্যোতিষ একটুও না-জানা সেকালের শিষ্টসমাজে নিন্দনীয় ছিল। ইংরাজি লেখাপড়া আমাদের দেশে ঢোকবার পর যেমন—টিকি, চটি, খড়ম, নামাবলী থেকে সুরু ক'রে মায় শাস্ত্রচর্চ্চা, সন্ধ্যাহ্নিক, ব্রত, উপবাস পর্য্যন্ত সব কুসংস্কার ব'লে পরিত্যক্ত হয়েছিল, তেমনি আমরা

গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবকেও হাঁচি, টিকটিকি আর কাকের ডাকের দলভুক্ত ক'রে তার সঙ্গেও 'নন্-কো-অপরেশন্' ক'রে ব'সেছিলুম। তারপর, যদিও বঙ্কিমবাবুর মত দু'চারজন মনীষী জ্যোতিষের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাস বড় গলা ক'রে কথায় ব্যক্ত করেছেন, তা সত্ত্বেও জ্যোতিষে বিশ্বাস করি একথা উচ্চারণ করতে আমাদের জিভে বাধে। কেন না, আমাদের অজ্ঞতা এমনি যে, যে-জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব গণনা ক'রে ভবিষ্যৎ ফল বলে, যা উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ছাড়া অন্য কারো সাধ্যায়ত্ত নয়, সেই জ্যোতিষশাস্ত্রকে আমরা পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ আচার্য্যি ঠাকুরের 'ফুলের নাম' 'ফলের নাম' দিয়ে ভবিষ্যৎ বলবার চেষ্টার সঙ্গে এক কোঠায় ফেলি।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্য, তা-যে শুধু আমাদের দেশের প্রাচীনকালের মনীষীরাই স্বীকার ক'রে গেছেন তা নয়—যে ইউরোপীয় প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের মোহে অপ্রত্যক্ষ সমস্ত প্রভাবকেই আমরা কুসংস্কার ব'লে ধ'রে নিয়েছি, সেই প্রতীচ্যের প্রাচীন ও আধুনিক অনেক পণ্ডিতও তার সত্যতা সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ ক'রেছেন ও করিতেছেন। প্রাচীনদের মধ্যে সিসেরা-(কিকেরো) গ্যালেন, টলেমী, আধুনিকদের মধ্যে বেকন, কার্ডান, আর্ক বিশপ আশার, স্যর ক্রিষ্টোফার হেডন, ড্রাইডেন, কেপলার, ফ্ল্যামষ্টেড, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি মহাপণ্ডিতেরা জ্যোতিষের আলোচনা ক'রে তার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পেয়েছেন।

গ্রহের ফল যদি বাস্তবিক সত্য হয়, তাহ'লে সে-সম্বন্ধে নিজেরা অজ্ঞ থেকে এবং অন্য লোককে অজ্ঞ রেখে আমরা যে সমাজের এবং পৃথিবীর

কত ক্ষতি করচি তা বলবার কথা নয়। বেশীর ভাগ লোকই এই অজ্ঞতার জন্য নিজের উপযুক্ত পথ না-খুঁজে পেয়ে ভুল পথে গিয়ে জীবনকে নিষ্ফলতার দুঃখে পূর্ণ ক'রে তুলচে।—আজকালকার দিনে একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে-পথে কম বাধা, যে-পথটা হচ্চে line of least resistance, সেই পথে অগ্রসর হ'লেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পূর্ণ-অভিব্যক্ত হ'তে পারে। কিন্তু কার কোন্ পথে কম বাধা তা ঠিক করবার উপায় কারোই জানা নেই। আজকাল সকলেই বলছেন বটে যে—বালককে এমন শিক্ষা দাও যাতে তার ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্ফূর্ত্তি হয়।—তাকে এমন ভাবে চালিত কর যাতে তার সহজাত প্রকৃতির পূর্ণ অভিব্যক্তি হ'তে পারে। কিন্তু একজন বালকের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে তার বিশেষত্ব কি আর তার সহজাত প্রকৃতি কোন্‌টা, তা ঠিক করা এক রকম অসাধ্য বল্লেই চলে। কাজেই, এখন বালক স্কুলে কলেজে দশরকম দরকারী বে-দরকারী জিনিষ বুঝে, জেনে বা মুখস্থ ক'রে যখন বেরিয়ে আসে তখন ছেলের এবং অভিভাবকের দু'জনেরই সমস্যা উপস্থিত হয়, 'কি ক'র্‌বে?' ছেলেও নিজেকে জানে না, অভিভাবকও নয়—আর শিক্ষক এবং অধ্যাপকের ত কথাই নেই। শেষকালে সামনে যে-পথ খোলা থাকে অভিভাবক সেই পথেই ছেলেকে ঠেলে পাঠিয়ে দেন। হয় ডাক্তারী, না-হয় ওকালতি, না-হয় চাকরি, না-হয় দালালি, কি অন্য কোন পেশা। ছেলের যদি ভাগ্য ভাল হয় তাহ'লে সেই-পথটাই তার প্রকৃতির অনুকূল হয়—সেই পথেই তার জীবন সার্থক হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ স্থলেই তা ঘটে না —দশ-বিশ বছর সেই পথে যাবার পর বালক (তখন প্রৌঢ়) বুঝতে

পারে, সে তার পথ নয়।—তখন সুধু প'ড়ে থাকে ব্যর্থ জীবনের দুঃখ আর ভুলের জন্য অনুতাপ। এতে যে সুধু ব্যক্তিরই ক্ষতি তা নয়;—পরিবারের, দেশের, সমাজেরও যথেষ্ট ক্ষতি। যে হয়ত তার শক্তি দিয়ে দেশের ও দশের উপকার করতে পারত, যার মস্তিষ্কে নূতন নূতন ভাবের বীজ অনুকূল অবস্থা পেলে অঙ্কুরিত হয়ে উঠত, তার জীবনের পরিসমাপ্তি হচ্চে অফিসের ডেস্কে! যে হয়ত বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে তার জীবন সফল ও সার্থক করতে পারত, তার জীবনটা 'বার-লাইব্রেরী'র বৈঠক আর মক্কেলের কড়্‌কড়ি নিয়ে কাটচে। যার মাথা হয়ত টাকা বাড়াবার ফন্দী আর বাণিজ্যের ব্যবসাদারিতে পূর্ণ, যে বাণিজ্যক্ষেত্রে তার প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারত, তাকে কাণে 'ষ্টেথিস্কোপ' আর হাতে 'থার্ম্মোমিটার' নিয়ে রোগীর এবং নিজের, দু'জনেরই সর্ব্বনাশ করতে হচ্চে। আর কিছুর জন্যও না হোক্, অন্ততঃ এই জন্যই জ্যোতিষের জ্ঞান সকলেরই কমবেশী থাকা উচিত। কেন না, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন উন্নত ও সুখময় হ'লে গোটা সমাজটা—জাতটা উন্নত হ'তে বাধ্য।

জ্যোতিষের পূর্ণ-জ্ঞান, দীর্ঘকালব্যাপী অভিজ্ঞতা ও বহু পরিশ্রম-সাপেক্ষ; কিন্তু যতটুকু জ্ঞান থাকলে লোকে প্রকৃত বিচার ও বুজরুকির পার্থক্য বুঝতে পারে, ততটুকু জ্ঞান যেকেউ, অতিসহজেই আয়ত্ত করতে পারেন। জ্যোতিষের এরকম আলোচনার ফল এই হবে যে, অজ্ঞ ও নিরক্ষর বুজরুকদের হাতে প'ড়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র যেরকম অবনত হ'য়ে পড়েছে এবং সেই জ্যোতিষীদের প্রদত্ত নিষ্ফল এবং নিষ্প্রয়োজন মাদুলী, তাগা, কবচ ইত্যাদির অপব্যবহারে লোকে যেরকম জ্যোতিষ-

শাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, তা আর থাকবে না। কেন না, লোকে তখন বুঝতে পারবে যে, সকলের চেয়ে বড় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, নিজেকে জানা—নিজের ক্ষমতা ও তার সীমা উপলব্ধি করা এবং ভগবানের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের প্রকৃতির অনুকূল পথে অগ্রসর হওয়া। সকলেরই যদি জ্যোতিষসম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান হয়, তাহ'লে না-জেনে গণনা করা এবং অলৌকিক শক্তির ভাণ ও বুজরুকি আর চলবে না—প্রকৃত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের স্বাস্থ্যপূর্ণ নির্ম্মল মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়বে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে যাঁরা নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করলে জ্যোতিষের সত্যতা বুঝতে পারতেন—এমন অনেক বড় বড় মনীষীও সময়ে অসময়ে গ্রহনক্ষত্র নিয়ে বিদ্রূপ ক'রে থাকেন। তাঁরা যে-বিষয় জানেন না, যে-বিষয়ের খবর রাখেন না, তা নিয়ে রঙ্গ-পরিহাস করা তাঁদের আর যে গুণেরই পরিচয় দিক্, নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দেয় না। বিশেষ ক'রে এমন একটা জিনিষ যার জ্ঞান জগতের সুখ বৃদ্ধি করতে পারে এবং দুঃখ কমাতে পারে—যাতে প্রত্যেক লোককে নিজের নিজের জীবন সার্থক করতে শেখাতে পারে, তা নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ করবার আগে তা যে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এটা প্রমাণ করা উচিত। তা প্রমাণ না-ক'রে এ বিষয়কে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া এবং প্রকাশ্যে সেই মত প্রকাশ করা শুধু পাপ নয়—অপরাধ। এ সম্বন্ধে আমি পরাশরের সঙ্গে একসঙ্গে বলতে প্রস্তুত আছি—"যো নরঃ শাস্ত্রমজ্ঞাত্বা জ্যোতিষং খলু নিন্দতি। রৌরবং নরকং ভুক্ত্বা চান্ধত্বং চান্যজন্মনি।"

সমাপ্ত